মারডকের সাম্রাজ্য কার কাছে যাবে? পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
12 December 2024, Thursday, 8th Year, Issue 404, 40 Pages

দেশ পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছে সিরীয়রা পৃষ্ঠা ২৬

১২ ডিসেম্বর নভেম্বর ২০২৪, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০৪, পৃষ্ঠা: ৪০

বিএনপির ৩ সংগঠনের লংমার্চ

ষড়যন্ত্র বন্ধের হুঁশিয়ারি

ঢাকা ডেস্ক

ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা, জাতীয় পতাকার অবমাননাসহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত লংমার্চ করেছে বিএনপির তিন সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল। এই কর্মসূচি থেকে ভারতকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র বন্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রভুত্ব ছেড়ে বন্ধু

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা, জাতীয় পতাকার অবমাননাসহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত লংমার্চ করেছে বিএনপির তিন সংগঠন। ছবি: সংগৃহীত

১৫ বছর গৃহযুদ্ধ সামলে ১২ দিনেই পতন আসাদের

সিরিয়া

বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম সিরিয়ার একের পর এক শহর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাশারকে পালাতে বাধ্য করে।

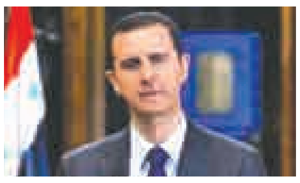

বাশার আল-আসাদ

নিউজ ডেস্ক

সিরিয়ায় দীর্ঘ ১৫ বছরের গৃহযুদ্ধ সামাল দিতে পারলেও, এবার মাত্র ১২ দিনে পতন ঘটল বাশার আল-আসাদের ২৪ বছরের শাসনামলের। গেল ২৭ নভেম্বর আলেপ্পোতে প্রবেশের পর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সিরিয়ার একের পর এক শহর নিয়ন্ত্রণে নিতে থাকে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম।

বিশাল সেনাবহর নেই হায়াত তাহরির আল-শামের। তবুও আট বছর পর আচমকা হামলা শুরুর মাত্র ১২ দিনের মাথায় পতন ঘটলো আসাদ সরকারের। এর পেছনে বড় একটি প্রশ্ন উঁকি দেয়। কীভাবে এত দ্রুত পতন ঘটলো সিরিয়া সরকারের?

গৃহযুদ্ধের শুরুতে ২০১১ সালে আসাদ সরকারের সবচেয়ে বড় সহযোগী ছিল রাশিয়া এবং ইরান। রাশিয়ার বিমান এবং হিজবুল্লাহর সেনাবহরের সাহায্যে বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের পিছু হটাতে সাফল্য পেয়েছিল সরকার। ঘুরিয়ে দিয়েছিল যুদ্ধের মোড়।

তবে, ইউক্রেন-রাশিয়া এবং

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

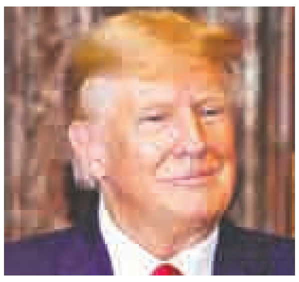

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আবারো টাইমের ‘বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব’ ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো টাইম ম্যাগাজিনের ‘পারসন অফ দ্য ইয়ার’ নির্বাচিত হয়েছেন। ম্যাগাজিনটি প্রতিবছরই বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও আলোচিত হিসেবে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কোন পথে

বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনা

দুই দেশের সরকারের মধ্যেকার শীতল সম্পর্কে নতুন করে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

- ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তন হয়েছে তা মানতে পারছে না দিল্লি।
- বাংলাদেশের সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে পরিবেশ উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ৫ আগস্টের পরে এই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

গত ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর আমূল বদলে গেছে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার সম্পর্ক। সম্পর্কের টানাপড়েন এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে গেছে। এর আগ পর্যন্ত দুই প্রতিবেশির সম্পর্ক ভালো হতে হতে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে বলে দাবি করা হতো। আর ৫ আগস্টের পরে তা তলানিতে এসে ঠেকেছে বলে দৃশ্যমান। দুই দেশের সরকারের মধ্যেকার শীতল সম্পর্কে নতুন করে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু কী এমন হলো যে দুই দেশের সম্পর্ক একেবারে ১৮০ ডিগ্রিতে ঘুরে গেল?

বাংলাদেশের অভিযোগ, ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তন হয়েছে তা মানতে পারছে না দিল্লি। পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়াও নানাভাবে এ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে তারা। হামলা হয়েছে আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনে। ভারত সরকারিভাবে তেমন কিছু না বললেও বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে সেই আঁচে রাজনৈতিক লাভের রুটি সেঁকতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামসহ বিভিন্ন স্থানে বিজেপির নেতা-কর্মীরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে পরিবেশ উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আসাদের পতনে ইসরায়েল কীভাবে লাভবান

মধ্যপ্রাচ্য

বিবিসি বাংলা, ঢাকা

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের পর থেকে ওই অঞ্চলে জোর সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে ইসরায়েল। ইতোমধ্যেই গোলান বাফার জোন সাময়িকভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পাশাপাশি সিরিয়াজুড়ে বিমান হামলাও চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

বিভিন্ন সূত্রগুলো দাবি করছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি দল দামেস্কের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

তবে, দামেস্ক অভিমুখে এগোনোর এই খবর নাকচ করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)।

আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একে ‘মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ঐতিহাসিক দিন’ বলে মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, যারা ইসরায়েলের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO
সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন
Jamaica Office: 170-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 917-300-6463, 516-744-7544, Fax : 517-744-7111, E-mail : support@essentialcareny.com
Jackson Heights Office: 37-18, 73 Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11373, Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111, E-mail: support@essentialcareny.com
Bronx Office: 2165 Starling Ave, Bronx, NY 10462, Tel: 917-970-0056, Fax: 917-970-0058, E-mail : support@essentialcareny.com

Presidential & National Healthcare Champion Awardee
Home Care Agency and run by CIP Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
ALL COUNTY HOME CARE
CDPAP HHA PCA
allcountyhc@gmail.com
www.allcountyhealthny.com
718-593-0932
QUEENS BRONX BROOKLYN SUFFOLK NASSAU MANHATTAN STATEN ISLAND

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
• ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
• কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
• স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
• সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
• একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
• INDIVIDUAL TAX RETURN
• CORPORATE TAX RETURN
• SMALL BUSINESSES TAX RETURN
• SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
• PAYROLL
• W2S, 1099S
• FINANCIAL STATEMENT
• SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
PHOTOCOPY, E-MAIL PRINT, BANNER, MONEY TRANSFER, BUSINESS CARDS, CUSTOM T-SHIRT, FLYER, A-SIGN, CARGO, FEDEX/UPS, CELL PHONE, MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

মালয়েশিয়া থেকে ফিরতে নিবন্ধন করেছেন ৩১ হাজার বাংলাদেশি

ঢাকা ডেস্ক

অভিবাসন প্রত্যাবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরতে ৩১ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছেন। সব মিলিয়ে ২ লাখের বেশি প্রবাসী এ কর্মসূচিতে নিবন্ধন করেছেন।

দেশটির অভিবাসন বিভাগ বলছে, মালয়েশিয়ায় বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফেরাতে চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে প্রত্যাবাসন কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচিতে নাম নিবন্ধন করেছেন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ২ লাখের বেশি প্রবাসী। বিদেশিদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায় এরই মধ্যে ৩১ হাজার ৪১ জন বাংলাদেশি তাদের নাম নিবন্ধন করেছেন।

১১ ডিসেম্বর হারিয়ান মেট্রোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১ মার্চ থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান এই কর্মসূচিতে ১১০ দেশের মোট ২ লাখ ৬ হাজার ৬০০ জন অবৈধ অভিবাসী তাদের নাম নিবন্ধন করেছেন।

গত বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক জাকারিয়া শাবান বলেন, এই কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি নাম নিবন্ধন করেছেন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক ৯৮ হাজার ২৫৯ জন। এছাড়া বাংলাদেশের ৩১ হাজার ৪১ জন, ভারতের ২৮ হাজার ১৫২ জন, পাকিস্তানের ১৪ হাজার ৮৯ জন এবং মিয়ানমারের ১৩ হাজার ৩৬৬ জন রয়েছেন। নিবন্ধনকারীদের মধ্যে এক লাখ ৪৬ হাজার ৭৪২ জন পুরুষ এবং ৪৮ হাজার ৬৩৯ জন নারী। এছাড়া ৫ হাজার ৮৫২ জন ছেলে (শিশু) এবং ৫ হাজার ৩৭৭ জন মেয়ে (শিশু) রয়েছে বলে জানান তিনি।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে এরই মধ্যে এক লাখ ৮০ হাজার ৩৪৩ জন অবৈধ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। যারা দেশে

ফিরছেন তাদের বেশির ভাগই বেকার ছিলেন কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছিলেন। আবার সম্প্রতি ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় এসে কাজ না পেয়ে প্রতারণার শিকার হয়েও অনেকে ফিরে গেছেন দেশে।

৯ ডিসেম্বর নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কার্যালয়ে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার কাছে ২২ লাখ টাকার প্রতীকি চেক হস্তান্তর করা হয়।

বন্যার্তদের জন্য ২২ লাখ টাকার অর্থ সহায়তা

আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন

পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের এই অর্থ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা হবে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য ২২ লাখ টাকার অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)। এই অর্থ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা হবে।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) বিকালে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কার্যালয়ে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার কাছে ২২ লাখ টাকার প্রতীকি চেক হস্তান্তর করা হয়।

কনসাল জেনারেলের হাতে চেক তুলে দেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশের অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক।

বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ারের পরিচালনায় চেক হস্তান্তরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাপার সাবেক সভাপতি লেফটেন্যান্ট সৈয়দ সুমন সাবেক সভাপতি লেফটেন্যান্ট শামসুল হক, বাপার ট্রেজারার সার্জেন্ট মেহেদী মামুন, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, কো ট্রেজারার অফিসার জসীম মিয়া, করেসপন্ডিং সেক্রেটারি অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন সৈয়দ এনায়েত আলী, অফিসার জুয়েল গাজী এবং অফিসার নিয়ন চৌধুরী।

বাংলাদেশের বন্যার্তদের মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বাপার কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, বাংলাদেশের এই বন্যায় দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন।

বাপার প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী বলেন, আমরা যদিও প্রবাসে থাকি তবুও আমাদের প্রাণ পড়ে থাকে প্রিয় জন্মভূমিতে। তাছাড়া দেশের প্রতি আমাদের ঋণও রয়েছে। সেই কারণে আমরা বাংলাদেশের বন্যায় আক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে না আসতো তাহলে আমাদের পক্ষে এইভাবে সাহায্য করা সম্ভব হতো না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই

এটা সম্ভব হয়েছে। আমার বিশ্বাস এইভাবে আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশকে আরও অত্যাধুনিক করতে আমাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ পুলিশের সাথে শেয়ার করতে চাই। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন সবসময় বাংলাদেশ পুলিশকে সাহায্য করার জন্য পাশে থাকবেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক বলেন, আমরা সব সময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে আছি এবং থাকবো।

ভারত-পাকিস্তান ইস্যুর জন্য সার্ক সক্রিয় হচ্ছে না

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা অফিস

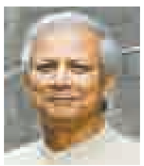

ড. ইউনূস

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) সক্রিয় করতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল বৃহস্পতিবার সার্ক ফেডারেশন অব অনকোলজিস্টসের (এসএফও) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ড. ইউনূস বৈঠকে যুক্ত হন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সার্ককে সক্রিয় করে তোলার মধ্য দিয়ে লাভবান হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'সার্ক আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের পরপরই সার্ককে সক্রিয় করার বিষয়ে বলেছি। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার কিছু ইস্যুর জন্য সার্ক সক্রিয় হচ্ছে না। আমি মনে করি, দুটি দেশের মধ্যকার সমস্যা অন্য দেশগুলোকে প্রভাবিত করা উচিত না।'

ড. ইউনূস বলেন, 'প্রতিবছর দক্ষিণ এশিয়ার নেতারা যদি সাক্ষাৎ করেন, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন, তাহলে গোটা বিশ্বের কাছে বার্তা যায় যে আমরা একসঙ্গে আছি। এটা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে বিশ্বের কাছে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করবে এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।'

প্রধান উপদেষ্টা সার্ক ফেডারেশন অব অনকোলজিস্টসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক এ বি এম এফ করিমের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন।

এ সময় ড. ইউনূস তাঁর ছোট ভাই, সাংবাদিক, সমালোচক ও খ্যাতনামা টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে স্মরণ করেন। ভাইয়ের ক্যানসার শনাক্ত ও চিকিৎসার সময় তাঁর পুরো পরিবারকে কী ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, সেসব অভিজ্ঞতার কথা জানান তিনি। সে সময় অধ্যাপক করিম কীভাবে চিকিৎসায় সাহায্য করেছিলেন, তা-ও উল্লেখ করেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'ক্যানসার চিকিৎসায় যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন, তা এখনো আমরা পাচ্ছি না। সার্ক যে ক্যানসার চিকিৎসাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে, এটা অত্যন্ত জরুরি ও অনুপ্রেরণামূলক।'

আটক ৭৮ বাংলাদেশি জেলেকে ফেরত পাঠাবে ভারত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের জলসীমায় দেশটির কোস্টগার্ডের হাতে আটক হওয়া ৭৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হবে। তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে উড়িষ্যা রাজ্যের পুলিশ। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে ওই ৭৮ বাংলাদেশি জেলেকে আটক করা হয়েছিল। আটকের দুই দিন পর পুলিশ জানাল, তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

উড়িষ্যার পারাদ্বীপের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ সন্তোষ কুমার জেনা এএনআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'গত পরশু ৭৮ বাংলাদেশি জেলেকে আটক করে কোস্টগার্ড। এর পর তাদের পারাদ্বীপ থানায় নিয়ে আসা হয়। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে।'

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, '৭৮ বাংলাদেশি জেলেকে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। যাচাই শেষ, এখন তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।'

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

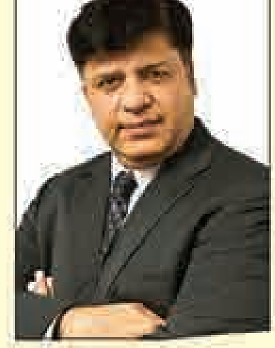

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

শেখ হাসিনা

শেখ রেহানা

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাব তলব

ঢাকা অফিস

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।

সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়ে হিসাবের তথ্য তলব করেছে।

লেনদেন তলব করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালাসহ সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে তলব করা ব্যক্তির নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে।

জানা গেছে, শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা কোনও ধরনের আর্থিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা বা কারা এসব ট্রাস্টে টাকা দিয়েছেন এবং এই ট্রাস্টের টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে টানা ১৬ বছর আওয়ামী লীগ শাসনের অবসান ঘটে।

এ ছাড়া চৌধুরী জাফরুল্লাহ সরাফাত, তাঁর ভাই চৌধুরী হাবিবুল্লাহ সরাফাত ও ডালিয়া চৌধুরীর হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে। এর আগে, তাদের ভাই পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা

র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ বিএনপির

বিএনপির সংবাদ সম্মেলন

১০ ডিসেম্বর ঢাকার গুলশানে এ তথ্য জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর হাফিজ উদ্দিন।

ঢাকা ডেস্ক

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব) বিলুপ্ত করতে সরকারের পুলিশ সংস্কার কমিশনের কাছে সুপারিশ করেছে বিএনপি। মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বিএনপি গঠিত পুলিশ সংস্কার কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন, র‍্যাব অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাই আমরা অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত পুলিশ সংস্কার কমিশনের কাছে র‍্যাব বিলুপ্তির করার সুপারিশ করেছি।

তিনি বলেন, পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে থাকা র‍্যাব ইতোমধ্যে দেশে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে নিন্দিত ও সমালোচিত হয়েছে। দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংগঠন, জাতিসংঘ, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং সুধীজন র‍্যাবকে দেশে সংঘটিত অধিকাংশ গুম, খুন, নির্যাতন ও নিপীড়নের জন্য দায়ী করেছে। বাহিনীটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আছে। এই প্রেক্ষাপটে র‍্যাবকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। র‍্যাবের দায়িত্ব আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং থানা পুলিশ যেন পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, সরকারের পুলিশ সংস্কার কমিশন বিএনপির কাছে সুপারিশ না চাইলেও আমরা সুপারিশমালা দিয়েছি। রাষ্ট্রের এই অত্যাবশ্যকীয় সেবার (পুলিশ) সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, গত ১৬ বছরে দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। যার মধ্যে পুলিশ বাহিনী অন্যতম। যারা বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন, মর্যাদা বলতে কিছুই বাকি নেই সেইসব পুলিশ সদস্যদের। গুম-খুন-নির্যাতনের কারণে তাদের ওপরে আস্থা নেই জনগণের।

তিনি বলেন, পেশাদারিত্বের বাইরে গিয়ে মারমুখি, কখনও হিংস্র হয়ে উঠেছিল পুলিশ বিভাগ। জুলাই বিপ্লবে আন্দোলন দমনের নামে তারা সহাস্রাধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। পুলিশ গণশত্রুতে পরিণত হওয়ার পরও এ বাহিনীকে ছেঁটে ফেলার সুযোগ নেই। তাদেরকে সংস্কার করতে হবে। নতুন করে গড়তে হবে। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে সুশৃঙ্খল ও জনবান্ধব পুলিশবাহিনী গড়ে তোলার সুপারিশ করেছি আমরা। এর আগে পুলিশ প্রশাসন সংস্কারে প্রস্তাবনা তৈরি করতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি করেছিল দলটি। ওই কমিটি পরে একাধিক বৈঠক ও বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করে এই প্রস্তাবনা তৈরি করেছে।

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ বাহিনী গড়তে এবং মানবাধিকারের প্রতি আরও সচেতন করতে মোট ১৭ দফা সুপারিশ করেছে বিএনপি।

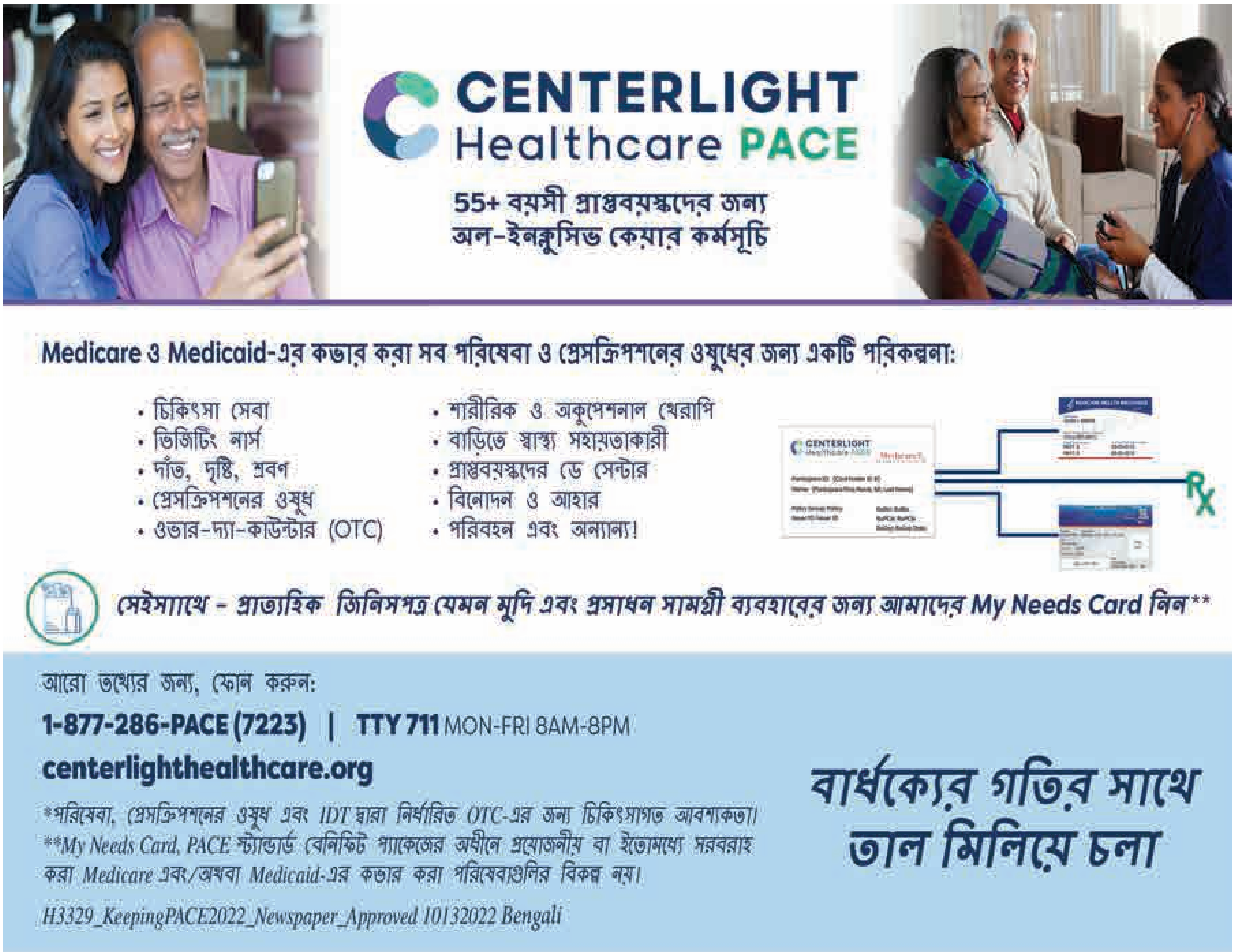

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

ভারত বিরোধিতা ও জাতীয় ঐক্য

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের বিজয় ত্বরান্বিত করেছিল। সেই ডিসেম্বরেই ভারতের মাটিতে হামলার শিকার হয়েছে বাংলাদেশ মিশন। পোড়ানো হয়েছে জাতীয় পতাকা।

ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ে হামলা ও পতাকা পোড়ানোর পর দিল্লিকে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন ও ছাত্রদের সাথে নিয়ে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশিসূলভ সম্পর্ক বজায় রাখছে বাংলাদেশ। সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলেও কখনো দুই দেশের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত পরিস্থিতি হয় নি। কিন্তু ৫ আগস্টের ঐতিহাসিক গণবিপ্লবের পর ঘটা করেই বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কে পিছটান দেয় ভারত। অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশে দেশটির ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে ভারত। এরপর নানা ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর নেতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ করে দেশটি। সম্প্রতি ইসকনের বহিষ্কৃত নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস গ্রেফতারের ঘটনায় ভারত যে বিবৃতি দিয়েছে তা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলেও আখ্যায়িত করেছেন বিশ্লেষকরা।

আবহমানকাল থেকেই বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির এক উর্বর ভূমি। অতীতে এখানে ধর্মীয় কারণে যত বিভাজন ও বিরোধ হয়েছে তার বেশিরভাগই ছিল কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের রাজনৈতিক অভিলাষ থেকে সৃষ্ট। হাজার বছর ধরে এ দেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে মিশে চলে আসছে। এখনও গ্রামে গঞ্জে কিংবা শহরে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখেই চলছে বেশিরভাগ মানুষ। বিয়ে শাদি কিংবা সামাজিক যে কোনো অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান একে অপরের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাওয়া একদমই স্বাভাবিক বিষয়। এমনকি এক ধর্মের মানুষ আরেক ধর্মের উৎসবেও শামিল হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ভারতের অপপ্রচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ার ডাক দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস। তার ডাকে সাড়া দেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানসহ সব ধর্মের নেতারা। এতে সবাই একমত হন যে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অস্তিত্ব ও মর্যাদার প্রশ্নে কারও কাছে মাথা নত করবে না বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে ভারতের অপপ্রচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অটুট রাখা হবে জাতীয় ঐক্য।

দেশের সংকটে সব মত ও পথের মানুষের ঐক্যের বার্তা জাতির মনে নতুন আশার আলো সঞ্চারিত করেছে। নিকট অতীতে এ দেশে জাতীয় ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হওয়ার নজির খুব একটা নেই। বরং ক্ষুদ্র স্বার্থে বিভাজনের কারণে স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ।

বস্তুত ৫ আগস্টের পরে বাংলাদেশ যে ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে এখানের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচার হচ্ছে এবং এখানে কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বলে ভারতীয় গণমাধ্যমে যেসব প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে, সত্যিকারের জাতীয় ঐক্য ছাড়া তার সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের মানুষের কাছেই যদি এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া যায় যে, যার যে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিচয় থাকুক না কেন, দেশের প্রশ্নে সবাই ঐক্যবদ্ধ; দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপস নেই এবং বাংলাদেশ সংকটে পড়ে গেলে সবাই তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় ভুলে ১৯৭১ সালের মতো আবারও অস্ত্র হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত— তাহলেই কেবল যেকোনো প্রোপাগান্ডার জবাব দেওয়া সহজ।

রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের, জনগণের সাথে জনগণের মাঝে বন্ধুত্ব হোক। হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডে হিন্দু-মুসলমান যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রেখেছে, শুধু রাজনৈতিক মত-ভিন্নমতের কারণে সেই সম্প্রীতিতে চিড় ধরবে বা শুধু ভোটের রাজনীতির কাছে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য হেরে যাবে—তা হতে পারে না।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গত দেড় দশকে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক যে উচ্চতায় পৌঁছানোর কথা বলা হতো ৫ই অগাস্ট শেখ হাসিনার সঙ্গে পতন হয়েছে সেই সম্পর্কের। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক মোটামুটি সচল থাকলেও ভিসা বন্ধ। জনসাধারণ পর্যায়েও সম্পর্কের একটা বড় অবনতি হয়েছে।

পরিস্থিতিতে সংলাপের আয়োজন করে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমর্থক ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে দুটি বার্তা দিতে চেয়েছে। একটি হলো দেশের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রশ্নে সরকার আপসহীন। দ্বিতীয়টি হলো, ফ্যাসিবাদ হটাতে গণ–অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া সব পক্ষ তাদের প্রতিহত করতে এখনো এককাট্টা। এই ঐক্য ধরে রেখে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় আগামী দিনে স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে এগোতে চায় রাজনৈতিক দলগুলো।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার প্রশ্নে এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি অতীতে আর কখনো হয়নি। আবার সে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ ধরনের জাতীয় সংলাপের উদ্যোগ এবং তাতে ব্যাপকভাবে সাড়া দেওয়ার ঘটনাও আগে কখনো দেখা যায়নি।

বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে সম্পর্কে এক ধরনের উত্তেজনা চলছে। একদিকে যেমন দুই দেশের সামাজিক মাধ্যমে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার চলছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে উত্তেজনাকর বক্তব্য দেয়া হয়েছে। এর মধ্যেই ভারতে বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনে হামলার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

মূলত, ভারত বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের এই টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ভারত সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নানা কারণে ভারত বিরোধিতার বিষয়টি নতুন নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি আবার নতুন করে উস্কে দিচ্ছে কোনও কোনও রাজনৈতিক দলকে।

তবে এই দফায় দুই দেশের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি টানাপোড়েন তৈরি হয় ত্রিপুরার বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার পর। ওই ঘটনার পর বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল ও সরকার এক হয়ে জাতীয় ঐক্যের ঘোষণাও দিয়েছে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের, জনগণের সাথে জনগণের মাঝে বন্ধুত্ব হোক। হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডে হিন্দু-মুসলমান যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রেখেছে, শুধু রাজনৈতিক মত-ভিন্নমতের কারণে সেই সম্প্রীতিতে চিড় ধরবে বা শুধু ভোটের রাজনীতির কাছে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য হেরে যাবে—তা হতে পারে না।

ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা তথা সব মতামতকে আমলে নিয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে যেটি বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সংগত—সে রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি সরকার বা সরকারি দলের বিরোধী বলেই সব বিষয়ে বিরোধিতা করতে হবে, এই চিন্তাটিও ক্ষতিকর। সব রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আদর্শিক ভিন্নতাসহ সারা দেশের মানুষ যে একটি পরিবার এবং শুধু ভিন্নমতের কারণে কেউ যে কারও শত্রু হতে পারে না—এই বোধটি সবার মধ্যে জাগ্রত হওয়া জরুরি।

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অস্তিত্ব ও মর্যাদার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অপপ্রচার, হস্তক্ষেপ ও উসকানির বিষয়ে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে দলগুলো।

জাতির সংকটের সময় যে ঐক্য তৈরি হয়েছে তা ধরে রাখতে পারলে আগামীর বাংলাদেশ হবে সব মানুষের জন্য নিরাপদ।

লেবাননে যুদ্ধবিরতির পরপরই সিরিয়াকে উত্তপ্ত করল কে

মারুফ ইসলাম

বিস্ময়করভাবে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে লেবাননে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল। গত বুধবার থেকে লেবাননের হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে শুরু করেছে ইসরায়েল।

গত তিন মাসে প্রায় চার হাজার লেবানিজকে হত্যা করে আপাতত যুদ্ধ থামাল ইসরায়েল। এতে লাভ কী হলো? যুদ্ধ শুরুর আগের চেয়ে কি ইসরায়েলিরা এখন বেশি সুখে আছেন? নিরাপদে আছেন? অর্থনীতি কি আগের চেয়ে ভালো হয়েছে?

এসবের কিছুই হয়নি। ইসরায়েলের দাম্ভিক প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর প্রতিশোধের লালসা পূরণ আর অস্ত্র বণিকদের রমরমা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয়নি লেবাননের যুদ্ধ থেকে।

তারপরও আপাত স্বস্তি এই যে, নিরীহ লেবানিজদের প্রাণহানি তো রোখা গেল। এটাই বা কম কী!

কিন্তু লেবাননে মৃত্যুর তাণ্ডব থামলেও, ঈশান কোণে মেঘ জমেছে সিরিয়ায়। গত বুধবার থেকে সিরিয়ার আলেপ্পো, ইদলিব ও এর আশপাশে ব্যাপক হামলা শুরু করেছে সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম।

মধ্যপ্রাচ্যের গণমাধ্যমগুলো বলছে, এরই মধ্যে আলেপ্পো প্রদেশের বেশ কয়েকটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে হায়াত তাহরির আল-শামের যোদ্ধারা। নিহত হয়েছে উভয় পক্ষের অন্তত ২০০ জন। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার আলেপ্পোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে দুই শিক্ষার্থীসহ চার বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে তাহরির আল-শাম।

এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরেই দখলে ছিল সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সরকারি বাহিনীর। সেখানে হঠাৎ করে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর চড়াও হয়ে ওঠা এবং বেশ কয়েকটি গ্রাম দখল করে ফেলা নতুন কিছুর ইঙ্গিত দেয়।

সেই ইঙ্গিত বোঝার জন্য সিরিয়া কবে থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল, সেদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। ২০১১ সালের মার্চে বাশার আল আসাদের সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপন্থীরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু করেছিল। কারণ, আসাদের বাবা হাফিজ আল আসাদ ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে আসাদেরা স্বৈরাচারী উপায়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন।

সেই স্বৈরশাসনের অবসান চেয়ে দেশটিতে বিক্ষোভ শুরু হলে বিক্ষোভটি নৃশংস উপায়ে দমন করতে শুরু করেন বাশার আল আসাদ। এর ফলে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। সেই গৃহযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাশার বাহিনীর প্রায়ই লড়াই হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৫ লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

২০২০ সালে আসাদের কট্টর মিত্র তুরস্ক এবং রাশিয়া একটি যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা করেছিল। এর ফলে সহিংসতা কিছুটা কমেছিল।

কিন্তু গত বুধবার থেকে সহিংসতা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লক্ষণীয় হচ্ছে, লেবাননে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির পরপরই সিরিয়ায় সহিংসতা জোরদার হলো। এর সঙ্গে কি কোনো যোগসূত্র রয়েছে?

আলেপ্পো ও ইদলিবে গত পরশু থেকে যে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হামলা জোরদারদার করেছে, সেই হায়াত তাহরির আল-শামের সঙ্গে আঁতাত রয়েছে তুরস্কের। এক প্রকার অসহায় হয়েই গতকাল বৃহস্পতিবার মস্কোতে পুতিনের কাছে ছুটে গেছেন বাশার আল আসাদ। কারণ, আলেপ্পো-ইদলিবে রুশ সেনারাও রয়েছে। তারা বাশার বাহিনীর পক্ষে সেখানে যুদ্ধ করছে।

বলে রাখা ভালো, সিরিয়ার আল শাম মূলত আল কায়েদারই একটি বর্ধিত অংশ। এরা সিরিয়াকে অস্থিতিশীল করে রাখতে চায়। কারণ, এতে ইসরায়েল ও আমেরিকার উদ্দেশ্য ভালোভাবে সাধিত হয়। ইসরায়েল-আমেরিকার উদ্দেশ্য সাধন করাই এদের কাজ।

যারা মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি নিয়ে খানিকটা ওয়াকিবহাল, তাঁরা জানেন, ইসরায়েলের জন্য বড় হুমকির নাম সিরিয়া। সিরিয়া যদি শক্ত অবস্থানে থাকত, তাহলে লেবানন ও ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধে ভালো অবস্থানে থাকত। সেটি যাতে না হয়, তাই শুরুতেই জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মাধ্যমে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সিরিয়ায়। আসাদের পতন ঘটাতে না পারলেও তাঁকে মোটামুটি নখদন্তহীন করতে সমর্থ হয়েছে আমেরিকা-ইসরায়েল। এর আগে একই কায়দায় লিবিয়ার গাদ্দাফির নখ-দন্ত ছেঁটে দিয়েছিল তারা। ধ্বংস করেছে পুরো লিবিয়াকে।

এখন এই মুহূর্তে লেবাননে যুদ্ধিবিরতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসরায়েল এখন পরিপূর্ণ মনযোগ দিতে চায় ইরানের দিকে। একই সঙ্গে নিজেদের শক্তিও সঞ্চয় করতে চায়। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজা ও লেবাননে যুদ্ধ করে ইসরায়েলি সেনারা কার্যত ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত। তাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এবং পুনরায় যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অবশ্যই বিশ্রাম দরকার।

নেতানিয়াহু তাই সকল আত্মম্ভরিতা পায়ে দলে লেবাননে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন, যাতে তাঁর সৈনরা বিশ্রাম পায়। আর সিরিয়াকে উত্তপ্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইরানকে সিরিয়ায় ব্যস্ত রাখা এবং এর মাধ্যমে ইরানের শক্তি ক্ষয় করার সুযোগ দেওয়া।

যেকোনোভাবেই হোক, ইসরায়েল হয়তো নিশ্চিত হতে পেরেছে যে, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে। তাই ইরানকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা ভাবার জন্যও একটু দম দরকার ইসরায়েলের। সেই দম নিতেই লেবাননে যুদ্ধবিরতি।

এদিকে, ঐতিহাসিকভাবে সিরিয়ার বন্ধু হচ্ছে ইরান ও রাশিয়া। সিরিয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মানে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাশে দাঁড়াবে ইরান ও রাশিয়া। তাই খুব সহজ গাণিতিক হিসাবমতেই, সিরিয়ায় এই মুহূর্তে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে হায়াত তাহরির আল-শামের।

পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত মোড় নিচ্ছে, বিদ্রোহীরা বাশার বাহিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে শুরু করেছে বিভিন্ন অঞ্চলের দখল, তাতে এ যাত্রায় বাশারের পতন বা মৃত্যু হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এতে ইসরায়েল-আমেরিকা উভয়েরই লাভ।

আমেরিকার কৌশলগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যেসব দেশ তারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি, সেসব দেশেকে তারা স্থিতিশীল থাকতে দেয়নি। উদাহরণ হিসেবে লিবিয়ার কথা বলা যায়। লিবিয়ার গাদ্দাফি বাশারের চেয়েও বড় স্বৈরশাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বশে আনতে পারেনি আমেরিকা-ইসরায়েল। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের কট্টর সমর্থক। ফলে আমেরিকা-ইসরায়েল মিলে লিবিয়াকে অস্থিতিশীল করে গাদ্দাফিকে উৎখাত করে দেশটাকে একেবারে পঙ্গু বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

একইভাবে ইরাকের কথা বলা যায়। সেখানেও স্বৈরশাসক সাদ্দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না আমেরিকার। সাদ্দাম প্রায়ই ইসরায়েলকে ধ্বংস করার হুমকি দিতেন। শেষে ইরাকে অন্যায়ভাবে হামলা চালিয়ে সাদ্দামকে উৎখাত করে এক ঈদের দিনে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে তাঁকে।

সিরিয়াতে হাফিজ আল আসাদের সময়েও নিয়ন্ত্রণ ছিল না আমেরিকার। ছেলে বাশার আল আসাদের সময়েও নেই। সৌদি আরব, জর্ডান, আরব আমিরাতকে যেভাবে বশে আনতে পেরেছে আমেরিকা-ইসরায়েল, সেভাবে সিরিয়াকে কখনোই পারেনি। তাই সিরিয়াকে অগ্নিগর্ভ করে রাখতে আইএস, আল শামসহ বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে।

তাই লেবাননে যুদ্ধবিরতির পরপরই সিরিয়ায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর তৎপর হয়ে ওঠাকে সাদা চোখে দেখার কোনো উপায় নেই।

‘ডিনাই, ডিলে’-যে হত্যাকাণ্ড হলিউড মুভিকে হার মানায়

রহমান মাহবুব

বুলেটের খোসায় খোদাই করে দুই শব্দের একটি মেসেজ লেখা ‘ডিনাই’, ‘ডিলে’!

একজন মানুষ সারা জীবন পরিশ্রম করে স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়িয়ামের কিস্তি দিয়ে যায় নানা ফরমে। এক সময় তার শরীর খারাপ হয়। ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নেয় ইমিডিয়েট এই চিকিৎসাটি দরকার তার। অথবা একটি সার্জারি লাগবে। সেই সময় তার হেল্থ ইনসুরেন্স সেই চিকিৎসা খরচ কাভার করবে, এমর্মে অথরাইজেশন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। চিকিৎসা সময়মত শুরু হয় না। রুগীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। অনেক ক্ষেত্রে রুগী মারা যায়। এমন অনেক ঘটনা হেল্থ ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলোর অপব্যবস্থাপনা, দূর্নীতির কারণে ঘটে বলে মনে করা হয়। কোম্পানীগুলোর এহেন আচরণে মানুষ অনিশ্চয়তা অস্থিরতা অনুভব করে। ভূক্তভোগী, ও পরিবার স্বজনদের মধ্যে তীব্র আবেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

সমাজে ক্ষোভ কত গভীরে পৌঁছলে এর থেকে একজন বের হয়, যার মাথায় এমন পরিকল্পনা আসতে পারে! একটা হত্যাকান্ড করার এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনা করে পিস্তলের গুলির শেলে খোদাই করে তার মেসেজটি লিখে নেয় ‘ডিনাই, ডিলে!’

অবশ্য ঘটনাটির ইনভেস্টিগেশন চলছে। আসল মোটিভ হয়তো পরে আরও স্পষ্ট হবে।

ব্রায়ান থম্পসন ইউনাইটেড হেল্থকেয়ারের সিইও ছিলেন। ইউনাইটেড হেল্থকেয়ার আমেরিকার লিডিং হেল্থ ইনসুরেন্স কোম্পানীগুলোর একটি। ৪ ডিসেম্বর বুধবার তাকে ম্যানহাটনের মিডটাউনে গুলিকরে হত্যা করা হয়।

মি. থম্পসন ২০২১ সালের এপ্রিলে মিনেসোটা-ভিত্তিক ইউনাইটেডহেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী পদে পদোন্নতি পান। এটি বৃহত্তর ইউনাইটেড হেলথ গ্রুপের একটি ইউনিট। গত বছর থম্পসনের মোট আয় ছিল ১০.২ মিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে ১ মিলিয়ন ডলার ছিল বেসিক বেতন। আর বাকিটা নগদ এবং স্টক গ্রান্ট।

থম্পসন যুক্ত হওয়ার পর থেকে গত ৩ বছরে কোম্পানীর প্রফিটও বেড়েছে হুহু করে।

এক বিবৃতিতে, ইউনাইটেড হেলথ গ্রুপ বলেছে, কোম্পানি মি. থম্পসনের মৃত্যুর ঘটনায় “গভীরভাবে শোকাহত এবং বিস্মিত।” বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, “আমাদের সমবেদনা ব্রায়ানের পরিবার এবং তার সকল বন্ধু স্বজনদের প্রতি।”

মি. থম্পসন এর কৌশলী পরিচালনায় ও নেতৃত্বে ইউনাইটেডহেলথকেয়ার এবং এর প্যারেন্ট কোম্পানির লাভ্যাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা অনুমোদনে অস্বীকার, কাল ক্ষেপন (ডিনাই, ডিলে) করার ইতিহাস রয়েছে, এজন্য তদন্ত হয়েছে।

বুধবার ০৪ ডিসেম্বর ২০২৪। মিডটাউন ম্যানহাট্টনের হিলটন হোটেলে ইউনাইটেডহেলথকেয়ারের বিনিয়োগকারীদের বার্ষিক সভা ছিল।

হত্যাকারী প্রথমেই এসে পৌঁছেছিল। নিউইয়র্ক হিলটন হোটেলের বাইরে ভোরের ঠান্ডায় আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। এলাকাটি ম্যানহাটনের একটি ব্যস্ততম বানিজ্যিক এলাকা। বড় বড় সব হোটেল রয়েছে এ এলাকায়। ট্যুরিস্টদের পদচারনায় চব্বিশ ঘন্টাই মুখরিত থাকে এলাকাটি। এখান থেকে টাইমস স্কয়ারও বেশি দূরে নয়। রাকোফেলার সেন্টার ক্রিস্টমাস ট্রি, রেডিও সিটি সব দুই তিন ব্লকের মধ্যে। সেই সময়েও, ভোরের আগে লোকজনের আনাগোনা চলছিল। কিন্তু একটি লোক দাড়িয়ে আছে, সবাই তাকে এড়িয়ে চলে এবং সেও সবাইকে উপেক্ষা করে।

কিন্তু লোকটি দাঁড়িয়েছিল এক উদ্দেশ্য নিয়ে। একজনকে হত্যা কারার প্ল্যান করেছে সে! অপেক্ষা করছে সে জন্য।

ম্যানহাটন মিডটাউনের এই হোটেলটি প্রসিদ্ধ। এক সময় এলভিস প্রেসলি এবং রোনাল্ড রিগানের মতো ব্যক্তিত্বদের ইভেন্ট হয়েছে এখানে। অনেক সেলিব্রিটি গালারও অকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল দীর্ঘ দিন।

ঘণ্টা খানিক পরেই এখানে জড়ো হতে থাকবেন ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষক এবং শেয়ারহোল্ডাররা।

সকাল ৬টা ৪৪ মিনিটে লোকটির অপেক্ষার অবসান হয়। ৫০ বছর বয়স্ক ব্রায়ান থম্পসনের অপেক্ষায় ছিল সে। আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ কোম্পানি ইউনাইটেডহেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী একটি নীল স্যুট পরে হিলটনের গেট অভিমুখে হেঁটে যাচ্ছেন।

একটি গাড়ির পেছন থেকে লোকটি বেরিয়ে আসে। সার্ভেলেন্স ক্যামেরায় দেখা যায় মি, থম্পসন এসে পৌঁছাতেই লোকটি একটি গাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এসে, একটি লম্বা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল উঁচু করে অন্তত তিনটা গুলি করল মি. থম্পসনকে। দুইটা গুলি পিঠে এবং একটা কব্জিতে লেগেছে।

ভিডিওতে দেখা যায় গুলি খেয়ে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন থম্পসন। তার খুনির দিকে ফিরে দু’পা এগোবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাইডওয়াকে লুটিয়ে পড়েন। গুলি শুরুর সময় পিস্তল জ্যাম হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দ্রুতই জ্যাম ক্লিয়ার করে নিতে সক্ষম হয়ে সে, আবার গুলি করা শুরু করে। পরে আস্ত আস্তে হেঁটে মি. থম্পসনের দিকে যায়। তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তার দেহ তখন দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে কাতরাচ্ছে। লোকটিকে আবার থম্পসনের দিকে পিস্তল তাক করতে দেখা গেছে। পরে রাস্তা পার হয়েছে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে। সেখান থেকে দৌড়ে ৫৫ স্ট্রীটে গিয়ে লাফ দিয়ে একটি সাইকেলে উঠেছে। একটি কালো হুডি জ্যাকেট পরনে ছিল আর মুখে কালো মাস্ক। পিঠে একটি ধুসর রঙের ব্যাকপ্যাক। সাইকেল চালিয়ে সিক্সথ এভিনিউ ধরে উত্তরদিকে গিয়ে সেন্ট্র্যাল পার্কে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত তাকে ক্যামেরায় দেখা গেছে। কুকুর ড্রোন ইত্যাদি ব্যবহার করে শহরজুড়ে চিরুনী অভিযান চালানো হয়েছে। ১০ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। ক্যামেরায় চেহারা দেখা যায় সাসপেক্টের এমন ছবি আজ প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ। তবে এখনো তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, কূটচালের ভারতীয় চাণক্যনীতি

কাকন রেজা

বাঁধ খুলে দিয়ে বন্যায় মানুষকে কষ্ট দেয়ার নৃশংস পলিকল্পনা করেছিলো ভারত। আমাদের অসম্ভব রকম কষ্ট হয়েছে। অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্য দিয়েগিয়েছি আমরা। কিন্তু বিপরীতে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছিলো আমাদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সর্বত্র ছিলো ত্রাণ সামগ্রীর স্তুপ। বাংলাদেশের মানুষের ঐক্যের প্রকৃত রূপ দেখা গিয়েছিলো তখনই। সেই বন্যাকে আমি লিখেছিলাম রাজনৈতিক বন্যা হিসেবে। আমার ভারতীয় অনেক বন্ধু গোস্বা হয়েছিলেন। তারা অস্বীকার করেছিলেন, বলেছিলেন, এই বন্যা প্রাকৃতিক। লিখেছিলাম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে ভারতীয় তরফে। আর এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির মাধ্যমেই ফ্যাসিজমের পুনর্বাসন হতে পারে। সে কথাও হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। বলেছিলাম, ফ্যাসিজমের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। এবং ভারত তাই করার চেষ্টা করছে।

এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিলো ভারতাধীন পশ্চিমবঙ্গের কবি এবং বুদ্ধিজীবী স্বপন রায়ের সঙ্গে। বয়সে বড় ওনাকে দাদা বলে ডাকি, একটা প্লাটফর্মে বেশ কিছুদিন একসাথে কাজ করেছি। বলতে গেলে মানুষটাকে পছন্দই করি। কিন্তু সেই পছন্দের জায়গায় এবার একটা ধাক্কা লেগেছে। দেখলাম তিনি, ভারতীয় খবরের মাধ্যমগুলোর প্রোপাগান্ডায় বিশ্বাস করছেন। তার ধারণা বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর ভয়াবহ রকম অত্যাচার হচ্ছে। ঢাকায় নাকি সায়ন নামে এক ভারতীয় যুবককে পেটানো হয়েছে ভারতীয় বলে। সেই কাহিনী বর্ণনা করেছে ভারতের একটি গণমাধ্যম। স্বপনদার সাথে যখন এ বিষয়ে কথা হচ্ছিলো, তখন আমার থেকে একটু দূরেই এক ভারতীয় মহানন্দে বাংলাদেশের বেনসন এন্ড হেজেসের ধোঁয়া উদগীরণ করছিলেন। সায়ন বিষয়ক পরিকল্পিতআলাপ এবং ভারতীয় নাগরিকের ধোঁয়া উড়ানোর দৃশ্য আমার মধ্যে একধরণের বিভ্রম, সাথে ক্রোধ সৃষ্টি করছিলো। ভাবছিলাম, এই দৃশ্য যদি লোকটাকে দেখানো যেত। কিন্তু কারো অনুমতি ছাড়া, তাকে দৃশ্যমান করার সংস্কৃতি আমাদের নেই। তাই স্বপনদাকে সেই দৃশ্য দেখানো হয়নি।

কলকাতার অনেক বুদ্ধিজীবীরই বুদ্ধির দৌড় কোথায় গিয়ে ঠেঁকে তা আমি জানি। রেভ্যুলেশন আর অ্যাডভেঞ্চারের পার্থক্য না জানা এসব বুদ্ধিজীবীরা বলতে গেলে ইউটোপিয়ায় বাস করেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো বাস্তব ধারণা নেই। যাদের আছে তারা বলেন এসব ইউটোপিয়ান বুদ্ধিজীবীদের উল্টো কথা। যেমন, সাংবাদিক ও চলচিত্রকার সৌমিত্র দস্তিদার। তিনি বাংলাদেশে আসেন প্রায়ই। জুলাই বিপ্লবের পরও এসেছিলেন। নির্দ্ধিধায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, দেখেছেন পরিস্থিতি। ভারতে ফিরে গিয়ে তিনি সেখানকার গণমাধ্যমের কাছে সত্যিটাই বলেছেন। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশংসা করেছেন। তিনি ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রচারকে মিথ্যে বলেছেন পরিষ্কার ভাবে। অপরদিকে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়েও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের রয়েছে উল্টো ভাবনা। কিন্তু সে ভাবনার বিরোধীতা করেছেন খোদ ভারতীয়রাই যারা বাংলাদেশের সাথে বাস্তবিক যোগাযোগ রাখেন। ভারতীয় সাংবাদিক অর্ক ভাদুরি বলেছেন বাংলাদেশে নিয়ে। বলেছেন ভারত সরকার একজন মানুষের জন্য বাংলাদেশে প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষের বিরোধীতার মুখোমুখি হচ্ছে।

জুলাই বিপ্লবকে মেনে নিতে পারেনি ভারত সরকার এবং ভারতের সিংহভাগ বুদ্ধিজীবীরা। কারণ তারা যেভাবে বাংলাদেশকে দেখতে চাইতেন জুলাই বিপ্লবের পর বাংলাদেশ সেভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে না। জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশস্বাধীন দেশ হিসেবে চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, যা জুলাই পূর্ববর্তী বাংলাদেশের জন্য ছিলো অসম্ভব। জুলাই পরবর্তীতে ভারতীয় হাইকমিশনারকে বাংলাদেশ তলব করছে, যতটুকু প্রয়োজন সে ভাষাতেই বাংলাদেশের কথা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে এবং তা আনুষ্ঠানিক ভাবে। যখন লিখছি তার আগের দিনও ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে ডেকে প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এখানেই সমস্যাটা ভারত সরকার এবং তাদের বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশকে তারা দেখছিলো একটা স্যাটেলাইট স্টেট হিসেবে। কিন্তু সেই বাংলাদেশ এখন গ্রহ হয়ে গিয়েছে। তাকে দেখতে হয় সমমর্যাদায়।

৫ আগস্ট। আগস্ট ভিক্টোরির পর কী করেনি ভারত। রাজনৈতিক বন্যা সৃষ্টি করেছে। সীমান্ত সিল করে দিয়েছে। ভিসা বন্ধ করেছে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিতে ইসকনকে ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে আইনজীবী আলিফ খুন হয়েছেন। চালিয়েছে নিজস্ব গণমাধ্যম এবং সোশ্যালমিডিয়ায় ভয়াবহ রকম প্রোপাগান্ডা। সোজা ভাষায় গুজবের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে সব মাধ্যম। যার ফলেই জরিপে গুজব প্রচারে সারাবিশ্বে প্রথম হয়েছে ভারতীয় মাধ্যমগুলো। কদিন আগে দেখলাম একটা ছেলেকে কানে ধরানো হচ্ছে এমন একটি দৃশ্যচিত্রকে হিন্দু যুবকের উপর নির্যাতন বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ ছেলেটিকে অপদস্ত করা হয়েছে ইভটিজিংয়ের জন্য এবং সে ছিলো মুসলিম। ভারতীয় মিডিয়ায় ঢাকার বিবাদমান দুটি কলেজের শিক্ষার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে হিন্দুদের উপর নির্যাতন বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। ফ্যাক্টচেক করে জানা যাচ্ছে ঘটনাগুলো পুরোপুরি মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। এই প্রোপাগান্ডাই এখন ভারতের অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এআই তথা আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স ব্যবহার করে ভারতের পতাকা মাড়ানোর দৃশ্যটি তৈরি করা হয়েছিলো যাতে ভয়াবহ কিছু একটা ঘটানো যায় এবং তার চেষ্টাও হয়েছে। বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনে আক্রমন হয়েছে। সীমান্তে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে হিন্দুত্বাবাদীরা। এক্ষেত্রে হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস'র রাস্তা ধরেছে মোদি সরকার। একটা মিথ্যাকে একশবার বললে মানুষ বিশ্বাস করবে, এই রাস্তা আর কী। যাতে বিভ্রান্ত হয়েছেনআমার জেষ্ঠ্য বন্ধুজন স্বপন রায়।

অনেকে বলেন, ভারত বাংলাদেশ দখল করে নেবে। এই চিন্তা মূলত উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্ক প্রসূত। ভারত বাংলাদেশকে কখনো দখল করবে না। পারবে না। প্রথম বলি, কেন করবে না। বাংলাদেশ দখল করলে ভারতে মুসলিম সংখ্যা কত হবে ধারণা রয়েছে কি? দিল্লির সালতানাত তো কেঁপে উঠবে সর্বমিলিত মুসলমানের হুংকারে। মোদি নিশ্চয়ই মোগল আমলে ফিরতে চাইবেন না। এক পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরাই গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দিভাষীদের তার উপর বাংলাদেশের আঠারো কোটি বাংলাভাষীকে সামলাবে কীভাবে। এছাড়াও বাংলাদেশ দখল করলে, বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা মানুষ ভারতের সাত রাজ্যসহ পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের চিন্তাও করতে পারে, এতবড় ঝুঁকি ভারত নেবে না। সিরাজদ্দৌলার বাংলা বিহার উড়িষ্যা মিলে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং কে কাঠখড় পুড়িয়ে ঘরে শত্রু ডেকে আনবে।

এখন বলি দখল করতে পারবে না কেন। বাংলাদেশ সামরিক শক্তিতে ভারতের সাথে পারবে না। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে হিসেব অনুযায়ী পারার সম্ভবনা খুবই কম। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে যদি ভারতের যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে ভারতের শনির দশা লেগে যাবে। প্রথমত কাশ্মির দিয়ে পাকিস্তানের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চীনও সম্ভবত অরুণাচল দিয়ে সময়টাকে কাজে লাগনোর চেষ্টা করবে। আর সেভেন সিস্টার সঙ্গতই স্বাধীনতা ঘোষণা করবে যুদ্ধ শুরু হবার পরপরই। শিখরা তো খালিস্তান ঘোষণা করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। রয়েছে কাশ্মিরিরা। সুতরাং বুঝেশুনে নিজের দেশের বিপদ ডেকে আনবে না ভারতের কোনোসরকারই। খুব অল্প কথায় সারলাম দেখে কেউ এ ধারণাকে ধুর বলে এড়িয়ে যাবেন না, বিশেষ করে ভারতীয়রা। আমি পুরোটাই পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে সময় ও শব্দের খরচ হতো বেশি, যা এই এই পরিসরে সম্ভব নয়। তবে এটুকু নিশ্চিত থাকতে পারেন, যা বললাম তা কোনো অলীক কল্পনা নয়, এটাই সম্ভাব্য বাস্তবতা।

তাহলে ভারত কী চাচ্ছে, মূলত প্রশ্নটা এইখানেই। ভারত কি আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন চাচ্ছে? এক কথায় জবাব, না। কারণ আওয়ামী লীগের পতন ভারতের মারাত্মক রকম গোয়েন্দা ব্যর্থতা। কূটনৈতিক ব্যর্থতা। রাজনৈতিক ব্যর্থতা। এটা সামাল দেয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাথে তারা এই বাস্তবতাও বুঝতে পেরেছে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন এত সহজে সম্ভব নয়। ৭৫ এর পর একুশ বছর লেগেছে। এখন আরো কঠিন। ৭৫ এ হয়েছিলো মিলিটারি ক্যু। ২৪ এ গণমানুষের বিপ্লব, যাতে সায় ছিলো সেনাবাহিনীরও। ৭৫ এর চেয়েও এই বিপ্লবের ব্যাপ্তি অনেক বেশি, অনেক গভীরে। তাহলে ভারত কেন এমন অবস্থানে। কারণ, ভারতের সব হাতছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জানতে চেয়েছে সকল গোপন চুক্তির ব্যাপারে। চুক্তি প্রকাশ করতে বলা হচ্ছে। এসব চুক্তি প্রকাশ পেলে ভারতের অবস্থান শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারাবিশ্বেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। এছাড়াও ট্রানজিট রয়েছে, রয়েছে প্রকাশ্য বাণিজ্যের ব্যাপাগুলো। রয়েছে নিরাপত্তার ব্যাপারও। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বা পরবর্তী সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে বাগে আনতেই এসব করা। যে সরকারই আসুক, ভারতীয় প্রভাব যেন বাংলাদেশে থাকে সেজন্যই সকল আয়োজন।

ভারত এখানেই থেমে থাকবে না এটাও নিশ্চিত। তারা পরাশক্তিরগুলোর কাঠামোয় থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। যার একটা প্রচেষ্টা এখনি দৃশ্যমান হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যবসায়ীরা জানান দিয়েছে, তারা বাংলাদেশের উপর স্যাংশান আনার চেষ্টা করবে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টেও কথা তোলা হয়েছে বৃটিশ এমপিদের একটি গ্রুপের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, প্রতিবাদও জানিয়েছেন। বলেছেন, প্রকৃত চিত্র দেখে বলার জন্য। কিন্তু ভারতীয়রা তো প্রকৃতটা দেখার চিন্তায় নেই। ভারত যা করছে তা নিজেদের ব্যর্থতার গ্লানি মোচন করতে। রাজনৈতিক বন্যা থেকে শুরু করে উপ-হাইকমিশন অফিস আক্রমনের মধ্যে দিয়ে তারা বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। তারা চাণক্যনীতিতে বিশ্বাসী। যে চাণক্য প্রতিপক্ষ রাজাকে নিমন্ত্রণ করে এনে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা করার মতন 'সাইকোপ্যাথ' চিন্তা ধারণ করতো। কূটচালের জন্য যার আরেক নাম হয়েছিলো কৌটিল্য।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের মালিক হলেন ইলন মাস্ক

নিউজ ডেস্ক

ইলন মাস্ক

ইলন মাস্ক বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে নতুন নজির স্থাপন করেছেন। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৪০ হাজার কোটি বা ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদের মালিক হয়েছেন। তাঁর কোম্পানি টেসলা এবং স্পেসএক্সের বাজারমূল্যের দ্রুত বৃদ্ধিই এই মাইলফলক অর্জনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

তবে ফোর্বস সাময়িকীর আলাদা এক হিসাবে মাস্কের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ৩ হাজার ৬৮০ কোটি ডলার। বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁর পরেই রয়েছেন অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস, যার মোট সম্পদ বর্তমানে ২ হাজার ৪৪০ কোটি ডলার। তৃতীয় অবস্থানে আছেন ওরাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন, যার সম্পদের পরিমাণ ২ হাজার ৩০ কোটি ডলার।

সম্পদ বৃদ্ধির কারণ

ইলন মাস্কের এই বিশাল সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে—টেসলার শেয়ারমূল্যের ঊর্ধ্বগতি: গত কয়েক মাসে টেসলার শেয়ারমূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বর্তমানে টেসলার বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৩১ হাজার ৫০০ বা ১.৩১৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

স্পেসএক্সের মূল্যায়ন বৃদ্ধি: সাম্প্রতিক শেয়ার লেনদেনে স্পেসএক্সের বাজারমূল্য ৩৫ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছেছে। মাস্কের ৪২ শতাংশ শেয়ার বৃদ্ধি তাঁর সম্পদে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে।

এক্সএআইয়ের অগ্রগতি: ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ের বাজারমূল্য দ্বিগুণ হয়ে বর্তমানে পাঁচ হাজার কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক প্রভাব

ইলন মাস্কের সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার রাজনৈতিক সক্রিয়তাও। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবার নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় ইলন মাস্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে মার্কিন বাজার পরিস্থিতি তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থের পক্ষে সহায়ক হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মোদি সরকার ভারতে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সমর্থন করে না

ঢাকা অফিসে

ভারতে বসে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনাকে সমর্থন করে না মোদি সরকার। এটি দুই দেশের সম্পর্কের একটি ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধক বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি।

ভারতের বিরোধী দলীয় এমপি শশী থারুর নেতৃত্বাধীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সামনে সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের বিস্তারিত তুলে ধরার সময় এ মন্তব্য করেন বিক্রম মিশ্রি।

গতকাল বুধবার সদ্য সমাপ্ত এই সফর নিয়ে ভারতের সংসদ সদস্যদের (এমপি) সামনে ব্রিফ করেন তিনি। ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু।

ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনা, ভারতের মাটিতে বসে তার রাজনৈতিক কার্যক্রম, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নির্যাতনের মতো বিষয় উঠে আসে।

ব্রিফিংয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে বিক্রম মিশ্রি বলেন, 'বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক একক রাজনৈতিক দল বা সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি মনোযোগ দিয়েই সম্পর্ক বিবেচনা করে ভারত।'

এ সময় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব জানান, 'শেখ হাসিনা বিভিন্ন মাধ্যমে তার বক্তব্য বা মন্তব্য প্রচারের জন্য 'ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপকরণ' ব্যবহার করছেন। ভারতের ভূখণ্ডে বসে তার (শেখ হাসিনার) রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া জন্য ভারত সরকার তাকে কোনো প্ল্যাটফর্ম বা সুযোগ প্রদান করেনি। তৃতীয় দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এড়ানো ভারতের ঐতিহ্যগত প্রথার অংশ।'

শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিক্রম মিশ্রির এ বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে জানায় ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য হিন্দু। কারণ গত কয়েক দিনে ভারতে বসে শেখ হাসিনা অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে বেশ কয়েকটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন।

আবারো টাইমের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচন করে।

বৃহস্পতিবার টাইম ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক স্যাম জ্যাকবস তাঁর পাঠকদের উদ্দেশে এক চিঠিতে বলেন, 'ঐতিহাসিক পুনরুত্থান, রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস, আমেরিকার পুনর্গঠন করার জন্য এবং বিশ্বব্যাপী আমেরিকার ভূমিকা পরিবর্তন করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের পারসন অব দ্য ইয়ার।'

এই সম্মাননা উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার ট্রাম্প তাঁর পরিবারের সদস্যরাসহ নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের উদ্বোধনী ঘণ্টা বাজাবেন।

এর আগে ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হন তখন প্রথমবারের মতো টাইম ম্যাগাজিনের 'পারসন অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছিলেন। ম্যাগাজিনের ঐতিহ্য অনুসারে, এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি বছরজুড়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

গত কয়েক বছরে যাঁরা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পরিবেশবাদী গ্রেটা থুনবার্গ, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, মেটা সিইও মার্ক জাকারবার্গ, পোপ ফ্রান্সিস এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

টাইম ম্যাগাজিন জানায়, ২০২৪ সালে ট্রাম্প একটি 'অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক পুনরুত্থান' ঘটিয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করেছেন। টাইমের ভাষায়, 'ট্রাম্প তরুণ পুরুষ ভোটারদের সক্রিয় করে, মার্কিন নির্বাচনের ভোট ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেছেন। তিনি প্রথমবারের মতো পপুলার ভোটে বিজয়ী হয়েছেন, পাশাপাশি প্রতিটি সুইং স্টেটকে রিপাবলিকানে পরিণত করেছেন।'

এবারের মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয় বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিক। যেমন—মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বৃদ্ধ (৭৮) প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ট্রাম্প। ৩৪টি জালিয়াতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েও হবেন মার্কিন ইতিহাসের 'প্রথম প্রেসিডেন্ট'।

২০১৫ সালে যখন ট্রাম্প তাঁর প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেছিলেন, তখন তাঁকে টাইম ম্যাগাজিনের কভারে নির্বাচিত করা হয়নি। সে বছর টাইম ম্যাগাজিনের 'পারসন অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। যা নিয়ে ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তবে ২০১৬ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি বলেন, 'টাইম ম্যাগাজিনের পারসন অফ দ্য ইয়ার হওয়া একটি বিরাট সম্মান।'

দ্বিতীয়বার টাইম ম্যাগাজিনের 'পারসন অফ দ্য ইয়ার' হওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রভাব ও সাফল্যের প্রতিফলন। যদিও তাঁর রাজনৈতিক পথ কণ্টকাকীর্ণ, তবে ২০২৪ সালে তাঁর ঐতিহাসিক পুনরুত্থান বিশ্ব রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এই সম্মাননা শুধু তাঁর অর্জনকেই নয়, বরং আমেরিকার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপথের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলবে।

১৫ বছর গৃহযুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসরাইল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধের বদৌলতে এই বড় দুই মিত্র শক্তির সহযোগিতার অনুপস্থিতি বিপাকে ফেলে আসাদ সরকারকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সশস্ত্র বাহিনীর কার্যকারিতার অভাব।

বিশ্লেষকরা বলছেন, কম বেতন এবং অভিজ্ঞতার অভাব সিরিয়ার সেনাদের কার্যকারিতা কমিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত এক ব্রিটিশ কর্নেলের মতে, স্বজনপ্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেনাদের নিয়োগ দিতো আসাদ সরকার। তাই দক্ষ সেনার বরাবরই অভাব ছিল বাহিনীতে। রুশ সেনাদের কাঁধে ভর করেই আগে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করে আসছিলেন তারা।

এমনকি, সাধারণ সেনাদের উন্নতির জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া হতো না বলেও জানান বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে ২০২০ সালে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর করার পর থেকে নেতিয়ে পড়েছিল সিরিয়ার সশস্ত্র বাহিনী। তাই, আচমকা এই হামলার মুখে রুশ এবং হিজুল্লাহর সেনাদের সাহায্যের অভাবে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা মারাত্মক দুর্বল হয়ে পড়ে।

এছাড়াও, ২০১৬ সালে বিদ্রোহীদের দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং ২০২০ সালের যুদ্ধবিরতি, সিরিয়ার প্রতি পরাশক্তিদের মনযোগ কমিয়ে এনেছে। এরমধ্যে, আসাদ সরকারের পরিকল্পনার অভাব এবং প্রশাসনের দুর্বলতা অনেক আগেই ভেতর থেকে ক্ষয় করে দিচ্ছিল আসাদ সরকারের গদি। তাই, আচমকা হামলার এই ধাক্কা সামলাতে পারেননি ২৪ বছর ক্ষমতায় থাকা বাশার আল-আসাদ।

এদিকে, বাশার আল আসাদের পতনের পর তুমুল আলোচনায় সিরিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম। ১৯৮২ সালে সৌদি আরবে জন্মগ্রহণ করা আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি এই গোষ্ঠীটির প্রতিষ্ঠাতা।

২০০৩ সালে সিরিয়ায় জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদায় যোগ দিলেও পরবর্তীতে সেখান থেকে বের হয়ে আল-নুসরা ফ্রন্ট নামে গড়ে তোলেন আলাদা সশস্ত্র সংগঠন। ২০১৭ সালে বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করে গঠন করেন হায়াত তাহরির আল-শাম বা এইচটিএস নামের নতুন সংগঠন।

দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ার ইদলিব শাসন পরিচালনা করে আসলেও গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে রয়েছে কঠোর শাসন ও বিরোধী মত দমনের অভিযোগ। জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদার সঙ্গেও রয়েছে সখ্যতা। তবে জোলানির দাবি সন্ত্রাসী সংগঠন নয় বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে সিরিয়ার বিশ্বাসযোগ্য শাসক হিসেবেই পরিচিতি পাবে তাহরির আল-শাম।

আসাদের পতনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাথে শান্তিতে বাস করতে চায় সেই সিরিয়ানদের প্রতি শান্তির হাত বাড়িয়ে দেবে তার দেশ।

"সিরিয়ার নতুন শক্তির সাথে প্রতিবেশীসুলভ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনই আমাদের ইচ্ছে। কিন্তু এটি না হলে ইসরায়েলের নিজেকে রক্ষার স্বার্থে যা করার তাই করবো," বলেন মি. নেতানিয়াহু। আসাদ পরিবারের পাঁচ দশকের শাসনের অবসান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতির জন্য কী বয়ে আনবে তা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ চলছে।

বিবিসি'র আন্তর্জাতিক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন জানাচ্ছেন, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও জো বাইডেন দুইজনই বাশার আল আসাদের পতনের জন্য কৃতিত্ব দাবি করছেন। তারা ভূমিকা রেখেছেন ঠিকই, তবে তা যতটা না পরিকল্পনা অনুযায়ী, তার চেয়ে বেশি ঘটনাচক্রে হয়েছে। তবে এর বিনিময়ে তাদের প্রাপ্তির খাতায় যোগ হতে পারে, ইরানের সামরিক যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলার মতো অর্জন। সর্বশেষ পটপরিবর্তনের পর মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল কি আগের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে?

বিদ্রোহীদের জয় ইসরায়েলের হামলার ফল?

বাশার আল আসাদ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শক্তির জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা হতো ইরান এবং হেজবুল্লাহকে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাস ইসরায়েলে হামলা করলে গাজা যুদ্ধের সূচনা হয় যা লেবাননেও ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রভাব পড়ে আসাদের সহযোগী হেজবুল্লাহর ওপর। হেজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরাল্লাহ নিহত হন। বছরব্যাপী লড়াইয়ের পর গত ২৭শে নভেম্বর হেজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

সেদিনই বিস্ময়করভাবে হামলা করে দ্রুত আলেপ্পো দখল করে নেয় হায়াত তাহরির আল-শাম বা এইচটিএস এর নেতৃত্বে সিরিয়ার বিরোধী গোষ্ঠী। এর ১২ দিনের মাথায় ক্ষমতা ও দেশ ছাড়তে হলো সিরিয়ার শাসককে।

ইরান এবং হেজবুল্লাহর বিরুদ্ধে ইসরায়েলের জোরদার হামলার 'প্রত্যক্ষ ফল' হিসেবে আসাদের পতন ঘটেছে বলে দাবি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর।

"যারা এই শোষণ ও অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চেয়েছেন তাদের জন্য এটা একটা চেইন রিঅ্যাকশনের মত কাজ করেছে," বলেন মি. নেতানিয়াহু।

বিবিসির আন্তর্জাতিক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন এর মতে, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের মাধ্যমে হেজবুল্লাহ ও ইরানকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল ইসরায়েল। অন্যদিকে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে, আসাদকে রক্ষা করা তার ঘনিষ্ঠ মিত্রদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কিন্তু, আসাদকে কেবলই ইরানবিরোধী কৌশলের অংশ হিসেবে মোকাবেলা করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। যা থেকে স্পষ্ট, দিনকয়েক আগেও আসাদের পতন ঘটতে যাচ্ছে এমন বিশ্বাস ছিল না তাদের, অভিমত জেরেমি বোয়েনের।

ইসরায়েলের লাভ কোথায়?

সিরিয়া ইস্যুতে ইসরায়েলের লাভকে বিবেচনা করতে হবে তার আঞ্চলিক শত্রু ইরানের ক্ষতির মাপকাঠিতে।

"মধ্যপ্রাচ্যে ইরানই একমাত্র দেশ, যারা ইসরায়েলের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করতো। সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতি ইসরায়েলের জন্য অস্বস্তির বিষয় ছিল," বলছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. বায়েজিদ সরোয়ার।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানের একটি প্রক্সি নেটওয়ার্ক সক্রিয়। লেবাননে হেজবুল্লাহ, ইয়েমেনে হুতি, ইরাকেও কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী ইরানের সহযোগী শক্তি হিসেবে তৎপর। সিরিয়ায় সেই নেটওয়ার্কেরই মিত্র হিসেবে ছিলেন বাশার আল আসাদ।

"তাই আসাদের পতনে ইসরায়েল সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি। কারণ, এর মধ্য দিয়ে তারা ইরানকে নিউট্রালাইজ (নিষ্ক্রিয়) করতে পারছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক সামিয়া জামান। "সিরিয়ার এই পরিবর্তনে ইরানের আধিপত্য একটা বড় ধাক্কা খেলো," যোগ করেন তিনি।

সিরিয়ার এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ইসরায়েল কৌশলগতভাবে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মি. সরোয়ার। তার বিশ্লেষণ, "বিমান হামলায় মূলত ইরানের সহায়তায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রাগারকে লক্ষ্যবস্তু করছে তেল আবিব।"

যেসব জায়গায় হামলা হয়েছে তার মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন সংক্রান্ত একটি গবেষণা কেন্দ্র আছে বলে খবর দিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। ইসরায়েল বলছে, আসাদ সরকারের পতনের পর অস্ত্র যাতে 'উগ্রপন্থীদের হাতে চলে না যায়' সেজন্য তারা পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিবিসির মধ্যপ্রাচ্য সংবাদদাতা হুগো বাচেগা তার প্রতিবেদনে বলেন, আসাদের অধীনে সিরিয়া ছিলো ইরানিদের সাথে হেজবুল্লাহর যোগাযোগের অংশ। হেজবুল্লাহকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য এটা ছিলো মূল পথ। আসাদের পতন ঘটায় হেজবুল্লাহর সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া ইসরায়েলের জন্য সহজ হয়ে গেল বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বায়েজিদ সরোয়ার।

"একই সঙ্গে গাজায় হামাসকে সহযোগিতা করাও কঠিন হবে ইরানের জন্য," বলেন মি. সরোয়ার।

ইরান সমর্থিত আরেকটি গোষ্ঠী ইয়েমেনের হুথিরাও বারবার বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। ফলে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরানের 'এক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স' (প্রতিরোধের অক্ষ)।

গোলানের নিয়ন্ত্রণ

গোলান মালভূমি দামেস্কের ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পাথুরে জায়গাটি আয়তনে বেশি বড় নয়, মাত্র এক হাজার বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু এর কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। উচ্চতার কারণে এখান থেকে রাজধানী দামেস্ক শহর, এবং দক্ষিণ সিরিয়ার একটি বড় অংশ স্পষ্ট দেখা যায়।

ইসরায়েল ১৯৬৭ সালে সিরিয়ার সাথে ছয় দিনের যুদ্ধের সময় গোলান দখল করে এবং ১৯৮১ সালে একতরফাভাবে এটি নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটিকে স্বীকৃতি না দিলেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগের মেয়াদে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র এর স্বীকৃতি দেয়।

দখলের পর থেকে গোলানে ৩০ টির বেশি ইহুদি বসতি স্থাপিত হয়েছে যাতে আনুমানিক ২০ হাজার মানুষের বসবাস।

বিদ্রোহীরা আসাদকে উৎখাতের পর, সোমবারই গোলানের বাফার জোন অর্থাৎ যেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা ছিল সেখানে নিজের সৈন্যদের প্রবেশের ছবি প্রকাশ করে ইসরায়েল।

গোলানে ইসরায়েলে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিকেও দেশটির সুবিধার তালিকায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

গোলানে ইসরায়েলের দখলের স্বীকৃতি দানকারী ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যপ্রাচ্যের কুশীলবরা তাদের তৎপরতাকে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কের অনুপাতেই সাজাবেন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কোন পথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানোর দাবি তুলে তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। এই পরিবেশকে আরও বিষিয়ে দিয়েছে ভারতের এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যমের একপেশে প্রচার।

এরই মধ্যে গত সোমবার ঢাকা সফর করে গেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি। এই সফরে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় বিক্রম মিশ্রি বলেন, সম্পর্ক বাড়ানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো চিন্তা ভারতের নেই। বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করা দু দেশের জন্যই লাভজনক বলেও দিল্লির মনোভাবের কথা জানান তিনি।

পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে উত্তেজনার মধ্যেই বৈঠকে বসেন দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিবে মো. জসীম উদ্দিন ও বিক্রম মিশ্রি। তাদের এই আলোচনা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। বৈঠকে দু পক্ষই খোলা মনে নিজেদের কথা বলেছে। পাশাপাশি সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।

প্রেক্ষিত ভিন্ন থাকার কারণে এবার পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনাও হয়েছে অন্যরকম পরিবেশে। দু দেশের বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বলে জানা গেছে।

বিক্রম সিক্রির এই সফরের পর ভারত বাংলাদেশের বর্তমান উদ্বেগের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নেয় সেদিকে তাকিয়ে আছে ঢাকা। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ৫ আগস্টের পরে এই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনই হলো বর্তমান বাস্তবতা। ভারতও তা মেনে নিয়েছে। যে কারণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শপথ নেওয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফোন ও টুইটের কথা উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন ভারতের কর্মকর্তারা।

আলোচনায় পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর বাংলাদেশ নিজের আপত্তি ও অস্বস্তির কথা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে ভারতকে। এ বিষয়ে বিক্রম মিশ্রি বলেছেন, শেখ হাসিনা দুই দেশের সম্পর্কে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। তবে দিল্লি শেখ হাসিনার রাশ কতটা টেনে ধরতে পারে–তা দেখার অপেক্ষায় আছে ঢাকা।

বাংলাদেশ এখনো ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের সফরের ফল দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকার নীতি নিয়েছে। আগ বাড়িয়ে কোনো মন্তব্য করবে না। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যদি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরের মধ্যে কোনো বৈঠক হয় তাহলে বুঝতে দু দেশের সম্পর্কে শীতলতা কিছুটা হলেও কেটেছে।

রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন

ভারতের সাথে বিবাদ বাড়ার সাথে সাথে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সরকারের পাশে সব দলই থাকবে বলে জানিয়ে দেয়। তবে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামের মতো বড় দলগুলো এসব সমস্যার মোকাবিলার জন্য দ্রুত নির্বাচন দেওয়ারও দাবি করেছে। ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে বিএনপি নিয়মিত সভা-সমাবেশ-লংমার্চের মতো কর্মসূচী পালন করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারত-বিরোধী মনোভাব দেশের একটা বড় অংশের মানুষকে এক করতে পেরেছে। বড় দল হিসেবে বিএনপি এর পুরো ফায়দা নিতে চায়।

শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ও ভারতের 'নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান' করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এই আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে একজন সংবাদিক ম্যাথু মিলারের উদ্দেশে বলেন, সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন। এর আগে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের একটি কূটনৈতিক মিশনে হামলা হয়েছে এবং এ নিয়ে বাংলাদেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সেই বিষয় এবং বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অব্যাহত আক্রমণাত্মক বক্তব্য-বিবৃতি সম্পর্কে কিছু বলবেন কী?

জবাবে মার্কির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, 'উভয় পক্ষ তাদের মতবিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করবে, এমনটাই আমরা দেখতে চাই।'

গুম-খুনের জন্য ক্ষমা চেয়ে আয়নাঘরের কথা স্বীকার র‍্যাবের

ঢাকা অফিস

শহিদুর রহমান

র‍্যাবের অভ্যন্তরে আয়নাঘর (গোপন নির্যাতন কক্ষ) এবং গুম ও খুনের দায় স্বীকার করে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে র‍্যাব। ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর কাওরান বাজারে মিডিয়া সেন্টারে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের নতুন মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান এই ক্ষমা চান। এ সময় র‍্যাবের অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেন, 'র‍্যাবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো রয়েছে, সেগুলো গুম-খুন সংস্কার কমিশনসহ বিভিন্ন সংস্থা তদন্ত করছে। র‍্যাব এসব তদন্তে সহযোগিতা করছে। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার ছাড়া র‍্যাবের দায়মুক্তি সম্ভব নয়। তবে র‍্যাবের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।'

আয়নাঘর নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'র‍্যাবের আয়নাঘর ছিল এবং আছে। গুম কমিশন তদন্ত করছে। তারা বলেছেন, যেভাবে সেগুলো ছিল, ঠিক সেভাবে রেখে দেয়ার জন্য।'

লিখিত বক্তব্যে র‍্যাবের প্রধান বলেন, বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। ৫ আগস্টের পর গত চার মাসে ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জন র‍্যাব সদস্যকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করার অভিযোগে ৩০ জন র‍্যাব সদস্যকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, 'র‍্যাব কখনই এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ সমর্থন করে না। সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকলে তা সরবরাহ করার জন্য আহ্বান জানাই। এ বিষয়ে ইউএন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের প্রতিনিধিও বিভিন্ন ঘটনাস্থল ও র‍্যাব সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন অফিস পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত চেয়েছিল, যা আমরা তাদের সরবরাহ করেছি', যোগ করেন তিনি।

ষড়যন্ত্র বন্ধের হুঁশিয়ারি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে দেশটিকে।

রাজধানীর নয়াপল্টনে গতকাল বুধবার সকাল ৯টায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয় পূর্ব ঘোষিত এই লংমার্চ। বিকেল ৪টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে সমাবেশের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়।

সমাবেশে যুবদল সভাপতি এম মোনায়েম মুন্না বলেন, বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনচেতা। তারা ভারতকে বন্ধু হিসেবে দেখতে চায়। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এ দেশের মানুষ প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছে। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে বাংলাদেশই প্রথম। বাংলাদেশ আমাদের প্রাণের স্পন্দন। স্বাধীনতাযুদ্ধ করে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। আমরা কারও রক্তচক্ষুকে ভয় পাই না।' এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি।

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান বলেন, 'দাসত্ব নয়, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য জীবন বাজি রাখতে হবে। প্রয়োজনে দেশের সম্মান রক্ষায় আবারও রক্ত দেব, তবু দিল্লির দাসত্ব মানবে না এ দেশের জনগণ।'

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, 'এই লংমার্চ সফল হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতকে স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছি, শেখ হাসিনা আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গুম ও খুন করেছে। সুতরাং, যতই ষড়যন্ত্র করুন না কেন, তা সফল হবে না।'

এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল মান্নান, সদস্যসচিব সিরাজুল ইসলাম ও জেলা বিএনপির সদস্য কবির আহাম্মেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল সকাল ৮টায় শুরুর কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের ১ ঘণ্টা পর লংমার্চটি শুরু হয়। এর আগে থেকেই নয়াপল্টনে নেতা-কর্মীদের ঢল নামে। সকাল ৯টায় প্রাইভেট কার, জিপ, ট্রাক, পিকআপসহ বিভিন্ন বাহন নিয়ে আখাউড়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়। রাজধানীর ফকিরাপুল, ইত্তেফাক মোড়, সাইনবোর্ড-চিটাগং রোড, কাঁচপুর মোড়, তারাব, বরফা, ভূলতা, গাউছিয়া, চনপাড়া, মাধবদী, পাঁচদোনা, সাহেপ্রতাব, ভেলানগর, ইটখোলা, মরজাল, বারৈচা হয়ে দুপুর সাড়ে ১২টায় ভৈরব পৌঁছায় লংমার্চটি। সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা করে বেলা সাড়ে ৩টায় আখাউড়ায় পৌঁছায় গাড়িবহর। পরে নেতা-কর্মীরা ভারতীয় সীমান্তের ১০০ মিটারের কাছাকাছি স্থলবন্দরের ট্রাকস্ট্যান্ডে সমাবেশ করেন।

এদিকে ঢাকা থেকে লংমার্চ শুরু হলে বিভিন্ন পয়েন্টে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা সড়কের পাশে জড়ো হন। তাঁরা গাড়িবহরে থাকা নেতা-কর্মীদের হাত নেড়ে, ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানান। এদিন লংমার্চে চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে তিন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা গাড়ি ও মোটরবাইক নিয়ে লংমার্চে অংশ নেন। এ সময় তাঁরা জাতীয় ও দলীয় পতাকা এবং ফেস্টুন নিয়ে ভারতবিরোধী নানা স্লোগান দেন।

সকালে লংমার্চ শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ভারতের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'ওরা (ভারত) নিজেরা গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু ওরা চায় বাংলাদেশকে দিল্লির কথায় চলতে হবে। তারা চায়, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা তাদের কথায় চলুক। বাংলাদেশের মানুষের রক্তের যে তেজ, তাদের যে আত্মশক্তি, তাদের যে বীরত্ব, তাদের যে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাওয়ার জোর, এটা দিল্লির সাউথ ব্লক বুঝতে পারেনি।'

ভৈরবের পথসভায় স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী বলেন, 'ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা লংমার্চ করছি। ভারত নিজেদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাবি করে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের গণ-আন্দোলনের মুখে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা, তার সব দোসরদের আশ্রয় দিয়েছে। ভারতকে জানিয়ে দিতে চাই, এই বাংলাদেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ না।'

এদিকে বিএনপির তিন সংগঠনের এই কর্মসূচি ঘিরে ঢাকা-আখাউড়া রুটের বিভিন্ন পয়েন্টে কঠোর নিরাপত্তার বলয় গড়ে তোলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। পাশাপাশি সাদাপোশাকেও বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দেখা গেছে। আখাউড়ায় সমাবেশ ঘিরে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি-সুলতানপুর) অধিনায়ক লে. কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার বলেন, সীমান্তে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে সারা দিন সতর্ক অবস্থানে ছিল বিজিবি।

লংমার্চে অংশ নেন যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি রেজাউল করিম পল, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক বিল্লাল হোসেন তারেক, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান জুয়েল, ঢাকা জেলা যুবদলের সভাপতি ইয়াসিন ফেরদৌস মুরাদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান, ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শ্যামল মালুম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

প্রধান বিচারপতি বললেন

ন্যায়বিচার দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছাতে হবে

ঢাকা ডেস্ক

শহরের আদালত কক্ষে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচারকে সীমাবদ্ধ না রেখে তা সারাদেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

৭ ডিসেম্বর শনিবার ঢাকার একটি হোটেলে জুডিসিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বিচারপতি এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে সেমিনারটি হয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ বিচারসেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় সম্পর্কে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফান লিলার। আপিল বিভাগের বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম সেমিনারে বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, আমাদের সব প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে জনগণের সেবা করে এমন একটি বিচার বিভাগ তৈরি করা। ন্যায়বিচার অবশ্যই একটি বড় শহরের আদালত কক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছে দিতে হবে। এটি অর্জনের জন্য, আমরা আইনি সহায়তা পরিসেবার প্রসার, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক বাধা অতিক্রম করার মাধ্যমে সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিলেট আ.লীগের ৪ নেতা ভারতে গ্রেপ্তার

ডাকাতির অভিযোগ

সিলেট ডেস্ক

ভারতে অনুপ্রবেশ, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে কলকাতার নিউ টাউন এলাকা থেকে সিলেট আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ৪ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির মেঘালয় রাজ্যের পুলিশ। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় পলাতক রয়েছেন সিলেটের আরও দুই পদধারী আওয়ামী লীগ নেতা।

গত ৮ ডিসেম্বর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ভারতে অবস্থান করা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক এমপি শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের অপসারিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান, সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তি, সিলেট মহানগর যুবলীগের সহ-সভাপতি রিপন ও যুবলীগের সদস্য জুয়েল।

পলাতক ২ জন হলেন— সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আফসার আজিজ ও সাধারণ সম্পাদক দেবাংশু দাস মিঠু। এদিকে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের ৪ নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাদের ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়। তবে এ বিষয়ক তথ্য নিশ্চিত করতে পারেনি। সিলেট আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে মেঘালয়ের পত্রিকা দ্য শিলং টাইমসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রেপ্তার চারজনকে রোববার রাতে কলকাতা থেকে পশ্চিম জৈন্তা হিল জেলার প্রধান শহর জোয়াইয়ে আনা হয়। ট্রাক চালককে মারধরের অভিযোগে ডাউকি থানায় দায়ের হওয়া মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

এদিকে মেঘালয়ের দ্য শিলং টাইমসের সাংবাদিক অঘোর পরাগ সংশ্লিষ্ট থানার বরাত দিয়ে জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডাউকি থানায় গত অক্টোবর মাসে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে —মামলা নম্বর ১/২৪ ইউ/এস ১১৮(১)/৩০৯(৪)/৩১০(২)/৩২৪(৪) বিএনএস এবং ১৪ ফরেনস অ্যাক্টে— ৮ ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার নিউটাউন এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব ধারার কোনোটিই ধর্ষণ মামলার ধারা নয়।

যেসব ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে

ভারতীয় আইনে দেখা যায়, ১১৮(১) বিএনএস : এটি বিপজ্জনক অস্ত্র বা উপায় দ্বারা স্বেচ্ছায় ক্ষতি করার সঙ্গে সম্পর্কিত। ধারা ৩০৯(৪) বিএনএস : এটি ডাকাতির শাস্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও উপধারা (৪)-এর সুনির্দিষ্ট বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হয়নি, সাধারণত ডাকাতির মধ্যে চুরি এবং সহিংসতার ব্যবহার বা হুমকি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ধারা ৩১০(২) বিএনএস : এটি ডাকাতির সঙ্গে সম্পর্কিত, যা পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তির মাধ্যমে সংঘটিত ডাকাতি। ধারা ৩২৪(৪) বিএনএস : এটি ডাকাতি করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষতি করার সঙ্গে সম্পর্কিত।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিলেট আওয়ামী লীগের এক নেতা জানান, গতকাল থেকে ফেসবুক ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে সিলেটের ৪ নেতা ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে তোলপাড় হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো তারা এই ধরনের কোনো মামলায় অভিযুক্ত নয়। আটক নেতারা সিলেটের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। আমাদের রাজনৈতিক মত-দ্বিমত থাকতে পারে। তাই বলে কারও বিরুদ্ধে অপপ্রচার কোনোভাবেই কাম্য নয়।

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক এমপি শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল জানান, আমাদের সিলেটের চার নেতাকে অবৈধ অনুপ্রবেশসহ আরও কয়েকটি ধারায় আসামি করা হয়েছে।

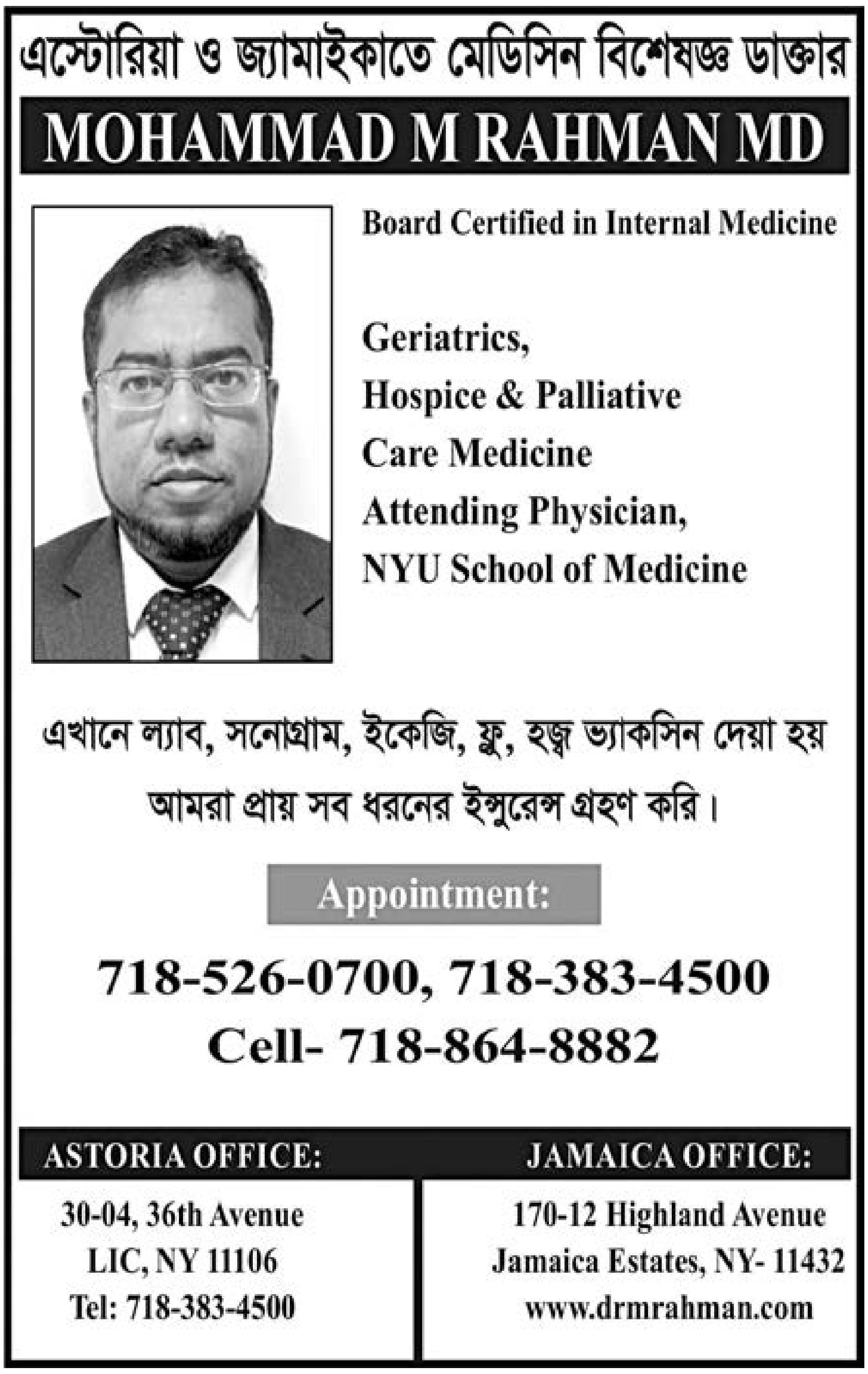

মূল্যস্ফীতির হার বাড়ছেই, রাশ টানতেই হবে

বিবিএসের জরিপ

চাহিদা নিয়ন্ত্রণ বা শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে এ মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব নয়।

ঢাকা অফিস

মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে বারবার সুদের হার বাড়ানো হলেও সুফল মিলছে না নিত্যপণ্যের বাজারে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির মূলে রয়েছে সরবরাহ ঘাটতি ও বাজার অব্যবস্থাপনা। চাহিদা নিয়ন্ত্রণ বা শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে এ মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব নয়। জিনিসপত্রের দাম কমাতে উৎপাদন ও আমদানি বাড়ানো দরকার। অন্যথায় আগামী দুই-তিন মাসে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।

বিবিএস জানায়, নভেম্বরে দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। এছাড়া খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ। আগের মাস তথা অক্টোবরে যা ছিল যথাক্রমে ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশ ও ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গত বছরের অর্থাৎ ২০২৩ সালের নভেম্বরে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ১০ দশমিক ৭৬ শতাংশ ও ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ।

নভেম্বরে দেশের গ্রামাঞ্চলের মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৫৩ শতাংশ, অক্টোবরে যা ছিল ১১ দশমিক ২৬ ভাগ। গত বছরের একই সময়ে অর্থাৎ নভেম্বরে দেশের গ্রামাঞ্চলের মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৬২ শতাংশ। নভেম্বরে গ্রামাঞ্চলের খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয়েছে যথাক্রমে ১৩ দশমিক ৪১ ও ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। চলতি বছরের অক্টোবরে যা ছিল যথাক্রমে ১২ দশমিক ৭৫ ও ৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ এবং গত বছরের নভেম্বরে যা ছিল যথাক্রমে ১০ দশমিক ৮৬ ও ৮ শতাংশ।

বিবিএস বলছে, নভেম্বরে শহরাঞ্চলের মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৩৭ শতাংশ; অক্টোবরে যা ১০ দশমিক ৪৪ শতাংশ। ২০২৩ সালের নভেম্বরে যা ছিল ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। নভেম্বরে শহরাঞ্চলের খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয়েছে যথাক্রমে ১৪ দশমিক ৬৩ ও ৯ দশমিক ৩১ শতাংশ। ২০২৪ সালের অক্টোবরে যা ছিল যথাক্রমে ১২ দশমিক ৫৩ ও ৯ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ এবং ২০২৩ সালের নভেম্বরে যা ছিল যথাক্রমে ১০ দশমিক ৫৮ ও ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ। সারা দেশের ৬৪টি জেলার ১৫৪টি হাটবাজার থেকে নির্ধারিত সময়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ ভোক্তা মূল্য সূচক প্রণয়ন করা হয়েছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সফলতার মুখ দেখলেও, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যতিক্রম। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত নভেম্বর মাসের ভোক্তা মূল্যসূচকে (সিপিআই) এসব তথ্য উঠে এসেছে। বিবিএসের সিপিআই তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বরে শহর এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি নাগালের বাইরে গিয়ে ১৪ দশমিক ৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইতিমধ্যেই সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। কিন্তু সুদের হার বাড়লে তা উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য বাড়তি চাপ বয়ে আনবে। বিনিয়োগ ও উৎপাদন শ্লথ হয়ে পড়বে। তবে, একইসাথে কিছু ব্যাংকের অবস্থা শোচনীয়। আওয়ামী আমলের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের খেলাপি ঋণ ও অর্থপাচার ব্যাংকিং খাতকে একদম ধসিয়ে দিয়েছে। কোনো কোনো ব্যাংক প্রায় তারল্য শূন্য হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায়, ব্যাংক খাতে আস্থা ফেরাতে বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে টাকা ছাপিয়ে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকা তারল্য সহায়তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে আবার মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, বন্ডের মাধ্যমে এই বাড়তি অর্থ তাঁরা ফিরিয়ে আনবে।

সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে এই ব্যাপারটিকে সামাল দিতে সরকারের তরফ থেকে আমদানি লাইসেন্স সহজ করার উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যদিকে, লুটেরা ও পাচারকারীদের টাকা অতি দ্রুত বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে একই সাথে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ দুইই করতে হবে। কাজটি কঠিন, কিন্তু এই কঠিন কাজটি না করতে পারলে জুলাই আন্দোলনের চেতনাকে রক্ষা করা যাবে না।

ড. ইউনূসকে দিল্লির মসজিদের ইমামের চিঠি

ঢাকা অফিস

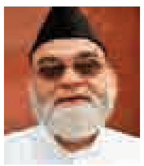
আহমদ বুখারি

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতন বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দিল্লি জামে মসজিদের শাহি ইমাম সাইয়্যেদ আহমদ বুখারি। এক চিঠিতে ভারত ও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তুলে ধরে তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি এ আহ্বান জানান। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়েছে। সাইয়্যেদ আহমদ বুখারি বলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং প্রভাবশালী মহল শেখ মুজিবুর রহমান, তার কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং তাদের দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। কূটনীতি, আঞ্চলিক বিষয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মুসলিম বিশ্বের নানা ইস্যুতে বাংলাদেশ সব সময় আমাদের পাশে থেকেছে।

শেখ হাসিনার ভারত সফরের পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই অস্থিরতার শিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগের মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সমর্থকরা। বিশেষ করে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি লিখেছেন, এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে চলমান অন্যায়, হামলা এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর একতরফা পদক্ষেপ নিন্দনীয় এবং তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এসব ঘটনার কোনো ন্যায্যতা নেই। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভারতের অসামান্য ভূমিকা বাংলাদেশ সরকারকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি শরণার্থীকে নজিরবিহীন সহায়তা দিয়েছি এবং প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।

জাতিসংঘের সংখ্যালঘু অধিকারবিষয়ক ঘোষণার প্রসঙ্গ টেনে বুখারি মুহাম্মদ ইউনূসকে দ্রুত হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান।

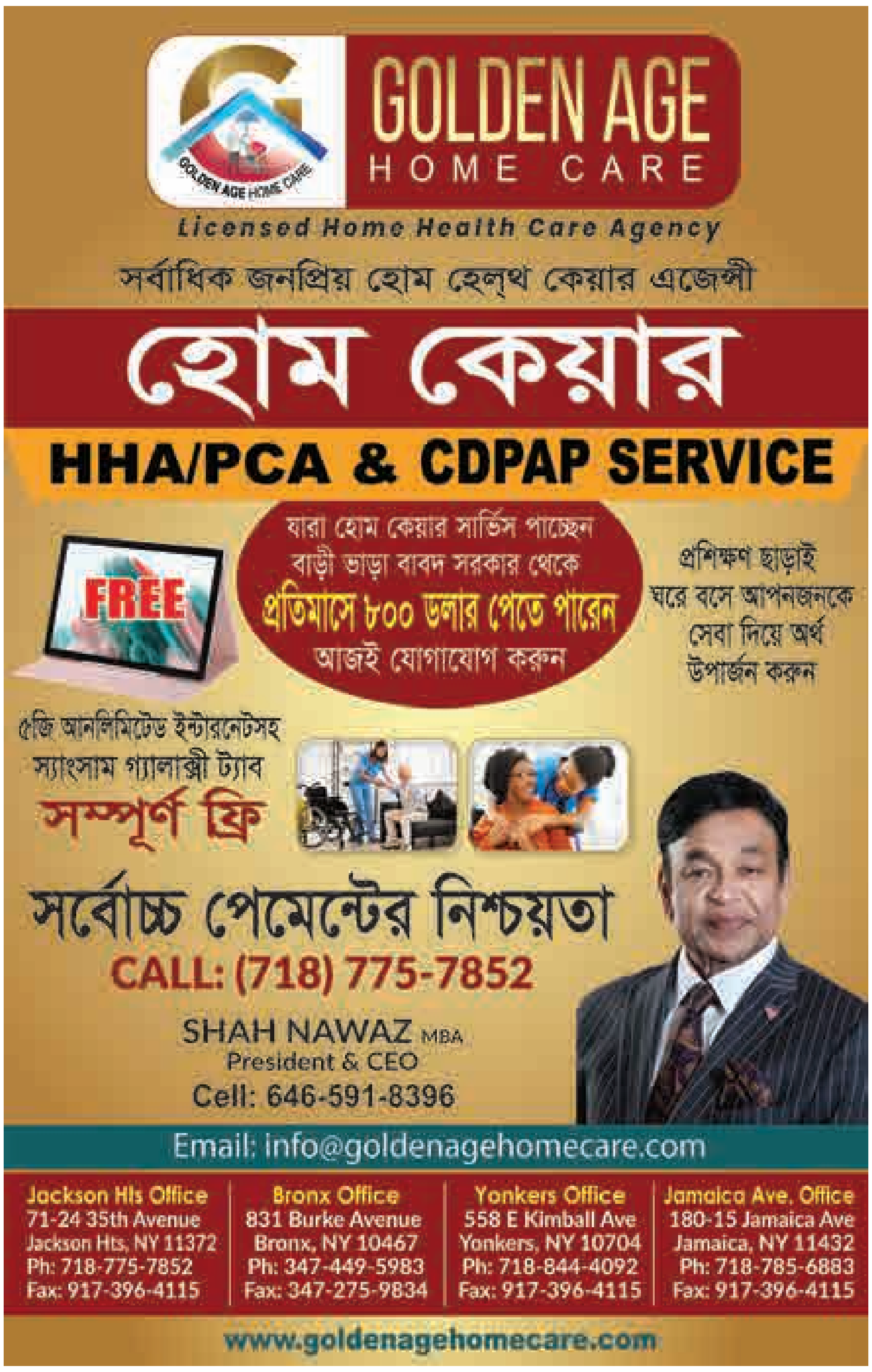

মামলা শেষ হলেই তারেক রহমান ফিরবেন : ফখরুল

সাংবাদিকদের ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে এ নিয়ে কথা বলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'উনার (তারেক) বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা, প্রতিহিংসামূলক মামলা রয়েছে। সেগুলো প্রত্যাহার হলে বা আদালতের মাধ্যমে শেষ হলে তিনি দেশে ফিরবেন।'

যুক্তরাজ্যে ১২ দিনের সফর শেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম। সফরকালে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন নির্বাচনের বার্তা। বলেছেন, সহনশীলতার সঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন তারেক রহমান।

গতকাল বেলা পৌনে ১টায় স্ত্রী রাহাত আরা বেগমকে নিয়ে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিএনপির মহাসচিব। এক প্রশ্নের জবাবে লন্ডন সফর ফলপ্রসূ হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (তারেক রহমান) সাহেব বলেছেন, আপনারা (দেশবাসী) ধৈর্য ধরুন। একটা বিশাল বিজয় এসেছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। এ বিজয়কে ফলপ্রসূ ও সার্থক করতে হলে অবশ্যই সবাইকে ধৈর্য ধরে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং গণতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতন্ত্রের যে প্রথম পদক্ষেপ, সে নির্বাচনের জন্য সবাইকে প্রস্তুতি নিতে হবে।'

যুক্তরাজ্য সফরের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'লন্ডনে গিয়েছিলাম ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার জন্য, দেখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বিএনপির নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁদের সভায় যোগ দিয়েছি। সেখানে গণমাধ্যমের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। লন্ডনে আমার সফর ভালো ও ফলপ্রসূ হয়েছে।'

এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'সংস্কার নয়, নির্বাচনকে প্রাধান্য দিচ্ছে বিএনপি—এমন ধারণা ভুল।

বিএনপি ২ বছর আগেই সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে। ন্যূনতম সংস্কার শেষ করে নির্বাচন দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারকে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা করছি। আমরা প্রত্যাশা করি, ন্যূনতম যেসব সংস্কার জরুরি, তা সম্পন্ন করে তাঁরা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে যাবেন।'

এ সময় 'রাজনৈতিক দলগুলো সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণের চেষ্টা করছে' তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামের এমন বক্তব্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি জানি না তিনি কোনো প্রেক্ষিতে এ কথা বলেছেন। তাঁর এ বক্তব্য রাজনীতিবিরোধী এবং আমি আশা করি না তাঁরা এ ধরনের বক্তব্য দেবেন। তিনি কী উদ্দেশ্যে এটি বলেছেন, আমি জানি না।'

ফখরুল ইসলাম বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় এই অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন করেছে। সমর্থন করার উদ্দেশ্য একটা আছে, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা। বাংলাদেশে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে, তা নির্বাচিত সরকার ছাড়া মোকাবিলা করা চ্যালেঞ্জিং।'

বাংলাদেশ-ভারত সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের সংকট সমাধান করতে হবে।'

জেনারেলসহ শত শত সেনাসদস্য আটক আরাকান আর্মির হাতে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু শহরে থাকা জান্তা-নিয়ন্ত্রিত শেষ ঘাঁটি দখল করে বড় বিজয় অর্জনের দাবি করেছে সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। এই অভিযানে জান্তার সামরিক অপারেশন কমান্ড (এমওসি) ১৫-এর প্রধান কুখ্যাত জেনারেল থুরেইন তুনসহ কয়েক শ সেনাসদস্যকে আটক করা হয় বলে দাবি সংগঠনটির। গত রোববার এ অভিযান শেষ হয় বলে গত বুধবার ঘোষণা দেয় তারা। মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতী এ খবর দিয়েছে।

এদিকে জান্তা সরকার তাদের এই পরাজয়ের বিষয়ে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি; যা তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রচেষ্টায় আরেকটি বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

আরাকান আর্মির ভাষ্যমতে, ১৪ অক্টোবর মংডুর শেষ জান্তা ঘাঁটি, বর্ডার গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন নম্বর ৫-কে লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু করে তারা। শক্তিশালী সুরক্ষিত এই ঘাঁটিতে ৭০০ জনের বেশি জান্তা পুলিশ, সেনাসদস্য এবং রোহিঙ্গা মিলিশিয়া ছিল। এর মধ্যে আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ), আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) এবং রোহিঙ্গা সংহতি সংগঠনের (আরএসও) সদস্যরাও ছিল। ৫৫ দিন ধরে তীব্র লড়াই এবং জান্তার বিমান হামলা সত্ত্বেও ঘাঁটিটি দখল করতে সক্ষম হয় আরাকান আর্মি। ওই অভিযানে ৪৫০ জনের বেশি জান্তা সেনা নিহত হয়। অভিযানের পর বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি।

আরাকান আর্মি বলছে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থুরেইন তুনকে ৮০ জন রোহিঙ্গা বিদ্রোহীসহ আটক করা হয়।

মান্দালয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের পর বিক্ষোভ দমন এবং জান্তার পক্ষে রোহিঙ্গা মিলিশিয়া প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের জন্য কুখ্যাতি রয়েছে জেনারেল থুরেইন তুনের।

ভোটাধিকারই বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা : কাইয়ুম

সিলেট অফিস

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেছেন, 'স্বৈরাচারের সহযোগীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের অপ্রাসঙ্গিক আন্দোলনের ডামাডোলের আড়ালে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে সাধারণ জনগণসহ আমরা সবাই মিলে তা মোকাবেলা করব। স্বৈরাচার পালালেও দেশে গণতন্ত্র পুরোপুরি আসেনি। ভোটাধিকারই বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জনগণের এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে মাঠে থাকছে বিএনপি।'

শনিবার (৭ ডিসেম্বর) বিকালে দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কামাল বাজারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণকালে তিনি এসব বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল কাইয়ুম আরো বলেন, 'বিএনপি আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই দাবি আজ গ্রামে গঞ্জে, শহরে-শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। জনগণের সমর্থন নিয়ে দেশ পরিচালনার সুযোগ পেতে চায় বিএনপি।

বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির আহ্বায়ক রূপক, সদস্য সচিব উজ্জল

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফেরদৌস রকমান রূপককে আহ্বায়ক ও শাহজালাল ভূঁইয়া উজ্জলকে সদস্য সচিব করে সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় নিবেদিত সংগঠন বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিটির ঘোষণা দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও দৈনিক পূর্বাভাসের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোমিন মেহেদী।

কমিটির অন্যরা হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক শাওন মাহমুদ, হুমায়ুন মুজিব, শান্তা ফারজানা, মো. এনামুল হক আবির, মো. তোফায়েল ইসলাম, নিথর মাহবুব, মুজিবুর রহমান ও রফিকুল ইসলাম; সদস্য সামিউল ইসলাম, বিমল সাহা, এম সাইফুল্লাহ, মুনসুর আহম্মেদ পাশা, সাইফুল্লাহ, মেহেরুল মিরাজ, তমা কর, সাকের আহম্মেদ বিপ্লব, সোহেল রহমান, জাকিয়া হোসেন, সোমা আক্তার, ফাতেমা নাসরিন, মো. আসিফ, মো. আলী মুবিন ও শামীমা নাসরিন লিপা।

মোমিন মেহেদী বলেন, 'নতুন এই কমিটি অতিতের চেয়ে আরো দৃঢ়তা-সততা ও নিষ্ঠতার সাথে সাংবাদিকদের পাশে থাকবে। একই সাথে আগামী তিন মাসের মধ্যে সারা দেশে সাংগঠনিক শাখা কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল বাস্তবায়নে নিবেদিত থাকবে।'

ফেরদৌস রহমান রূপক বলেন, 'নীতির সাথে সাংবাদিকতা করছি দুই যুগ ধরে। কিন্তু, কখনোই কোন সাংবাদিক সংগঠনকে বিপদে পাশে পাইনি। তাই, সাংবাদিকদের বিপদে আপদে পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখব।'

শাহজালাল ভূঁইয়া উজ্জল বলেন, 'আমি মানুষের সেবার লক্ষ্যে সাংবাদিকতা করি। সেই সেবাব্রত নিয়েই বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির মত অনন্য সাংবাদিকবান্ধব সংগঠনে কাজ করছি প্রায় ছয় বছর। নতুন এই দায়িত্ব পালনে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে 'প্রেস ইউনিটির অঙ্গীকার-অপসাংবাদিকতা থাকবে না আর...' এ স্লোগানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে আত্মপ্রকাশ করে অনলাইন প্রেস ইউনিটি।

আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিল চট্টগ্রাম সমিতির নতুন কার্যকরি কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

চিটাগং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের (চট্টগ্রাম সমিতি) ২০২৪-২০২৬ মেয়াদের নতুন নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব নিয়েছে। সোমবার (২ ডিসেম্বর) সমিতির নতুন নির্বাচিত কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে অন্তর্বর্তী কমিটি। দীর্ঘ প্রায় ১৯ মাস দায়িত্ব পালন শেষে অন্তর্বর্তী কমিটির যাবতীয় বিষয় নতুন কমিটির কর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

'চট্টগ্রাম ভবন' এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

সোমবারের আনুষ্ঠানিকতায় চট্টগ্রাম সমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে ভবনে ঢুকেন নতুন নির্বাচিত কর্মকর্তারাসহ সাবেক নেতৃস্থানীয় সদস্যরা।

দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পরপরই প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা আনসারুল হক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম ও ধন্যবাদসূচক বক্তব্য দেন সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের। উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম ও মুনির আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মো. শাহজাহান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খোকন কে চৌধুরী, সাবেক অর্থ সম্পাদক মতিউর চৌধুরী, সাবেক সদস্য কামাল হোসেন মিঠু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ চৌধুরী, সৈয়্যদ এম হোসেন বাবর, টি আলম, শওকত হোসেন স্বজন, শফিকুল আলম, ফরিদ আহমেদ, আবুল কালাম, জাবের শাফি, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, ইমরুল কায়সার, মোহাম্মদ ইসা, নওশাদ কামাল, মো. আজিম সম্রাট, কাউচার চৌধুরী, মেজবা আহমেদ, নূর মহম্মদ, মহম্মদ মানু, আব্দুল হামিদ, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ এনাম চৌধুরী, এমডি হাবিবুল আলম, মুহাম্মদ তারেক, মোহাম্মদ তানিম মহসিন, অজয় প্রসাদ তালুকদার, পল্লব রায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নামাজ আদায় করতে পারবে শিক্ষার্থীরা

নিউইয়র্ক

এখন থেকে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মীয় অবয়বে অবাধে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। পাশাপাশি স্কুলে নামাজ আদায়ে বাধাগ্রস্ত হবে না।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ বন্ধের লক্ষ্যে একটি বিল পাশ করা হয়েছে। এই বিল পাস করার ফলে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মীয় অবয়বে অবাধে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। পাশাপাশি স্কুলে নামাজ আদায়ে বাধাগ্রস্ত হবে না। গত ২০ নভেম্বর (বুধবার) অঙ্গরাজ্যটির কাউন্সিলে এ প্রস্তাব পাস হয়। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা এখন থেকে অবাধে ধর্ম পালনের সুযোগ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করার পর নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলগুলোতে ধর্মবিদ্বেষী হামলা, গালিগালাজের খবর আসতে থাকে। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ আসছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশি নেতৃত্বাধীন অলাভজনক সংগঠন 'স্যাফেস্ট'সহ ৩৪টি সংগঠন সরব হয়ে উঠে। এর মধ্যেই নিউইয়র্কের সিটি কাউন্সিলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফের উত্থাপিত এ প্রস্তাবটি পাশে অধিবেশনে উপস্থিত ৪৮ কাউন্সিলম্যানের সবাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

বিলটি পাশ হওয়ার ফলে এখন ধর্মীয় কারণে কেউ কারো সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। দুপুরে পরিবেশিত হবে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী খাবার; তাতে থাকছেনা হালাল-হারাম নিয়ে শঙ্কা তৈরির সুযোগ।

শাহানা বলেন, সিটি কাউন্সিলে বিদ্বেষমূলক হামলা বন্ধ সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের কো-চেয়ার হিসেবে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতি সব সহকর্মীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেলাম। এই রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট সব ধর্মভিত্তিক সংগঠনের পরামর্শ অনুযায়ী সর্বজনীন কারিকুলাম তৈরি করতে পারবে এবং তা শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক-কর্মচারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

আন্দোলনকারী সংগঠন 'স্যাফেস্ট'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মাজেদা এ উদ্দিন বলেন, 'এর আগে আমাদের চেষ্টায় নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে ঈদের দুদিন ছুটি এবং হালাল খাদ্য পরিবেশনের বিধি হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মীয় অবয়বে অবাধে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। স্কুলে তারা নামাজ আদায়েও বাধাগ্রস্ত হবে না।'

সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক

সাংবাদিকদের কাজের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক নয়টি দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ)। তাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৪ জন সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে ফিলিস্তিনে। এছাড়া তালিকায় থাকা বাংলাদেশে জুলাই মাসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘাতের সময় নিহত হন পাঁচজন।

আরএসএফের ২০২৪ রাউন্ড আপ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন ৫৪ সাংবাদিক। যাদের বেশিরভাগই প্রাণ হারিয়েছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে।

সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ৯টি দেশের শীর্ষে যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন। সেখানেই এক বছরে নিহত ১৬ সাংবাদিক। এছাড়া শীর্ষ তিনের মধ্যে গাজার পরের অবস্থানে থাকা পাকিস্তানে নিহত হয়েছেন ৭ জন এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশে নিহত হয়েছেন ৫ জন সাংবাদিক।

৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ম্যানহাটনের 'কনজেশান প্রাইসিং'

রহমান মাহবুব, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

গণ শুনানীতে ব্যাপক বিরোধীতা সত্ত্বেও কথিত নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের 'কনজেশান প্রাইসিং' আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে, ম্যানহাটনের ৬০ স্ট্রিটের নিচে গাড়ি নিয়ে ঢুকলে টোল দিতে হবে। যানজট কমানো ও সিটির গণপরিবহন উন্নয়নের জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি নিয়েছে নগর কতৃপক্ষ।

পিক আওয়ারে ই-জেড পাস থাকলে প্রতি গাড়ির জন্য টোল নয় ডলার। ভোর পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পিক আওয়ার। রাত নয়টার পরে দুই দশমিক ২৫ ডলার। ক্রমে এই টোল আরো বৃদ্ধি হবে বলে পরিকল্পনায় রয়েছে।

২০৩১ সাল নাগাদ টোল বেড়ে ১৫ ডলারে পৌঁছাবে বলা হয়েছে। ট্রাক ও বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য টোলের হার বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। অফ-পিক সময়ে ঢুকলে ডিসকাউন্ট রয়েছে।

নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য ছাড় আছে। বার্ষিক ৫০ হাজার ডলারের কম আয়কারীরা প্রতি মাসে প্রথম দশটি ট্রিপের পরে সব ট্রিপে ৫০ শতাংশ ছাড় পাবেন। এই ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট প্রার্থীদের ই-জেড পাস ব্যবহার করতে হবে এবং প্রুফ অব ইনকাম দেখিয়ে আবেদন করতে হবে।

ইয়েলো ট্যাক্সি, উবার, লিফট ইত্যাদিসহ ভাড়ার যানবাহন এবং কিছু বাস সার্ভিসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে। এরা এই কনজেশন প্রাইসিংয়ের আওতায় পড়বে না।

প্রতিবন্ধীদের জন্যও বিশেষ ছাড় থাকবে।

এফডিআর ড্রাইভ, ওয়েস্টসাইড হাইওয়ে, এফডিআর ব্যাটারী আন্ডারপাস ও ওয়েস্ট স্ট্রীটে গাড়ি চালালে, এর সাথে সংযুক্ত ব্রুকলীন-বেটারি টানেলে গাড়ি চালালে টোল লাগবে না।

কিন্তু, কোন গাড়ি ৬০ স্ট্রিটের নিচে এফডিআর বা ওয়েস্টসাইড হাইওয়ে থেকে ম্যানহাটনের যে কোন লোকাল স্ট্রিটে এক্সিট নিলেই টোলের আওতায় পড়বে।

বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিশিগানে প্রতিবাদ সভা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

বাংলাদেশে প্রতিবেশী দেশ ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে প্রতিবাদ সভা করেছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে এতে বিপুল পরিমাণ প্রবাসী অংশ নেয়।

রোববার (৮ ডিসেম্বর) দুপুর দুইটায় মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটি হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন 'বাংলাদেশি কমুউনিটি ইন মিশিগান ইউএসএ' এই সভার আয়োজন করে।

জানা গেছে, ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা, ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার, সীমান্তে নিরপরাধ মানুষ হত্যা, ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ভারতের স্বার্থ হানি হয়েছে। এরপর তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে গত ১৫ বছরে ২২টি বিভিন্ন অসম চুক্তি হয়েছে। ট্রানজিট, বিদ্যুৎ আমদানী, মোংলা বন্দর, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। বিনা শুল্কে বাংলাদেশের নৌপথ, সড়কপথ, সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ আর বর্তমানের বাংলাদেশ এক নয়। বাংলাদেশে আর ভারতীয় আগ্রাসন চলতে দেওয়া হবে না। হাসিনাকে যেভাবে বিদায় করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় আগ্রাসন নির্মূল করা হবে। প্রবাসে সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করে যাবো।

সভায় অংশ গ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের স্লোগানে পুরো এলাকা মাতিয়ে রাখেন।

দেওয়ান আকমল চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও ফরিদ উদ্দিন শিপলুর পরিচালনায় এই প্রতিবাদ সভায় মিশিগান প্রবাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক

করদাতাদের জন্য ৫০০ ডলার পর্যন্ত ফেরতের প্রস্তাব হোকুলের

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল করদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিকাংশ করদাতা আগামী বছর পর্যন্ত $৩ বিলিয়ন মূল্যস্ফীতি-সংক্রান্ত ফেরত চেক পেতে পারেন। এই ফেরত চেকের মাধ্যমে ৮.৬ মিলিয়ন মানুষ উপকৃত হবে, যার মধ্যে প্রায় ৩.৬ মিলিয়ন নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দা। গভর্নরের প্রত্যাশা, আগামী শরৎকালে এই ফেরত চেক বিতরণ করা হবে।

৯ ডিসেম্বর সোমবার গভর্নর ক্যাথি হোকুল এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটি আগামী বছরের রাজ্য বাজেটের একটি অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এটি আয়কর দাখিলকারীদের মধ্যে যারা বাড়তি খরচে অতিষ্ঠ তাদের জন্য সুখবর হতে পারে।

গভর্নর হোকুল বলেন, এই ফেরত আসবে রাজ্যের বিক্রয় করের অতিরিক্ত আয় থেকে, যা মূলত মূল্যস্ফীতির কারণে বেড়েছে। এটি জনগণের টাকা। এটি জনগণের পকেটে ফিরে আসা উচিত। এই অতিরিক্ত অর্থ রাজ্যের ব্যয় করার কোনো কারণ নেই।

প্রস্তাব অনুযায়ী, যারা যৌথভাবে কর দাখিল করবেন এবং তাদের বার্ষিক আয় $৩০০,০০০ এর কম, তারা $৫০০ ফেরত পাবেন। আর এককভাবে আয় $১৫০,০০০ এর মধ্যে থাকা ব্যক্তিরা পাবেন $৩০০।

অ্যাসেম্বলি স্পিকার কার্ল হেস্টির মুখপাত্র মাইক হোয়াইল্যান্ড বলেন, "এই ধরনের প্রস্তাব মধ্যবিত্ত এবং কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীদের সহায়তার জন্য একটি ভালো পদক্ষেপ।"

এদিকে, প্রস্তাবটি এমন সময়ে এসেছে যখন ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনী চক্রে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল, যেখানে ভোটাররা অর্থনীতি এবং বাড়তি খাদ্য ও আবাসন খরচের কারণে রিপাবলিকানদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। তবে ডেমোক্র্যাটরা নিউইয়র্কে কংগ্রেসনাল নির্বাচনে কিছুটা ভালো ফল করেছিল, তবে সেনেটের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

নেচারের সেরা ১০ ব্যক্তিত্বের তালিকায় ড. ইউনূস

নেচারের প্রতিবেদন

ঢাকা ডেস্ক

জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রাখায় বিশ্বের শীর্ষ ১০ ব্যক্তিত্বের তালিকা প্রকাশ করেছেন খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার'। এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ড. ইউনূসের বিষয়ে নেচারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বৈরাচারী সরকারের পতনে যারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের একটাই দাবি ছিল—নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দেশের নেতৃত্ব দিতে আমন্ত্রণ জানানো হোক। এছাড়া নেচারে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে 'নেশন বিল্ডার' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

নেচারের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেচারের শীর্ষ ১০ ব্যক্তিত্বের তালিকায় গত এক বছরে বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা লোকদের বাছাই করেছে। এই তালিকা করেছেন নেচারের সম্পাদক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে কীভাবে গবেষকেরা আমাদের পৃথিবীকে গড়ছেন তার স্বীকৃতি এই তালিকা। এ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হলো—আবহাওয়া পূর্বাভাসের নতুন ধারণা থেকে শুরু করে একটি জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি।

ছয় দশকের পেশাগত জীবনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নতুন ধারণা পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিস্টেম বুঝে সমস্যার সমাধান করা ইউনূসের কাজের মূল ভিত্তি। ড. ইউনূসের সঙ্গে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন অ্যালেক্স কাউন্টস। তিনি ড. ইউনূস সম্পর্কে বলেন, 'তিনি আশির কোঠায়, কিন্তু তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উজ্জ্বল। তার সহানুভূতি রয়েছে এবং তিনি একজন চমৎকার যোগাযোগকারী।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জন্ম নেওয়া

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ড. ইউনূস ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পরিবেশগত অর্থনীতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নিকোলাস জর্জেসকু-রোগেনের অধীনে পড়াশোনা করেন। সে সময়ই তার মধ্যে অর্থনীতি ও প্রকৃতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে স্পষ্ট বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তিনি দ্রুত দেশে ফিরে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পর নতুন দেশ গঠনে অংশীদার হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

ড. ইউনূসের সবচেয়ে আলোচিত উদ্ভাবন হলো 'মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ', যার পরিমাণ প্রায়শই ১০০ ডলার বা তার চেয়ে কম হয়ে থাকে। ড. ইউনূস দেখিয়েছেন যে সঠিক ব্যবস্থাপনা থাকলে, ক্ষুদ্রঋণ সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র অংশের জীবন বদলে দিতে পারে।

ড. ইউনূস ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালে পরীক্ষা করতে শুরু করেন যে, ক্ষুদ্রঋণ কীভাবে ফেরত পাওয়া যায় এবং ঋণগ্রহীতারা কীভাবে এটি থেকে লাভবান হতে পারে। এরপর তিনি একটি মডেল তৈরি করেন, যেখানে নারীদের ঋণ দেওয়া হতো তাদের ব্যবসা উন্নত করার জন্য। প্রথম পরীক্ষায় সব ঋণগ্রহীতাই তাদের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন। ১৯৮৩ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তার ক্ষুদ্রঋণের ধারণা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে। তবে অনেকে এর সমালোচনাও করেন।

তবে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা এবং ১৭ কোটি জনসংখ্যার একটি দেশ পরিচালনার মধ্যে ফারাক রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সবাই প্রশ্ন করছেন, ড. ইউনূস কি সত্যিই ছাত্রদের দাবির প্রতি যে প্রতিশ্রুতি তা রক্ষা করতে পারবেন? এসব দাবির মধ্যে—দুর্নীতি নির্মূল, নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সমতা প্রদান এবং যারা প্রতিবাদে নিহত হয়েছেনতাদের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতিবিদ মুশফিক মোবারক বলেন, 'আগস্টের বিপ্লবের আগে দেশের পুলিশ, নাগরিক সেবা, বিচারব্যবস্থাসহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি ব্যাংকগুলোও শাসক দলের শাখা হয়ে উঠেছিল। ইউনূস এবং ছাত্ররা—যারা অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় সদস্য হিসেবে আছেন—বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গ্রুপ তৈরি করেছেন, যাতে যে দলই ক্ষমতায় থাক না কেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পায়।'

কুমিল্লার বাংলাদেশ একাডেমি অব রুরাল ডেভেলপমেন্টের (বার্ড) গবেষণা পরিচালক ফৌজিয়া সুলতানা বলেন, 'কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার তাড়াতাড়ি হতে পারে না। এটি একটি জটিল ও ধীরগতির প্রক্রিয়া।

অন্তর্বর্তী নেতা হিসেবে ড. ইউনূসের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে সেই সব ছাত্রের ওপর, যারা তাকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলেন। তারা একটি শক্তিশালী দল, যাদের ভূমিকা ২০১০-২০১১ সালের আরব বসন্তের সময় স্বৈরশাসনবিরোধী সংগ্রামকারী যুবকদের মতো। সেই বিদ্রোহ সহিংসভাবে দমন করা হলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের গল্পটি ভিন্ন।

সেনাবাহিনী এবং ইউনূস উভয়েই ছাত্রদের সমর্থন করছেন। তবে এর মানে হলো—একটি বড় দায়িত্ব এক ব্যক্তির ওপর অর্পিত, যাকে অধিকার রক্ষা এবং সেই সব সুযোগ তৈরি করার প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে, যেগুলো ছাত্রদের অনেক বন্ধু ও সহকর্মী জীবিত থাকতে দেখতে পাননি।

উল্লেখ্য, শেখ হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের সময় তার সরকারের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আট শতাধিক মানুষ নিহত এবং কয়েক হাজার আহত হয়। এরপর ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে অবশেষে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান

শপথ অনুষ্ঠানে শি চিনপিংকে আমন্ত্রণ জানালেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আগামী ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সিবিএস নিউজ ১১ ডিসেম্বর বুধবার একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কিছুদিন পরই শি চিনপিংকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে শি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন কি না তা জানা যায়নি। ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ট্রাম্প ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার এনবিসি নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি শি চিনপিংয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন ও চলতি সপ্তাহেই তাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন, এ ঘটনা নজিরবিহীন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন, যদি না বেইজিং অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত মাদকদ্রব্য ফেন্টানাইল পাচার বন্ধ করতে কোনো পদক্ষেপ না নেয়। ট্রাম্প চীনা পণ্যের ওপর ৬০ শতাংশের বেশি শুল্কের হুমকিও দিয়েছিলেন। রীতি অনুসারে, ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে আগামী ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠিত হবে।

নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশ ভ্রমণে নিষেধ করল রাশিয়া

রাশিয়ার নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও কিছু ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ বুধবার রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা একটি সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

জাখারোভা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের সাম্প্রতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত বা সরকারি ভ্রমণে গুরুতর ঝুঁকি আছে।'

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন সভাপতি রচি, সম্পাদক মশিউর

উত্তর আমেরিকা অফিস

'আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ৯ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ'র সভাপতিত্বে এ সাধারণ সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক।

২০২৫-২৬ মেয়াদে নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শওকত ওসমান রচি, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মশিউর রহমান মজুমদার ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন মল্লিকা খান মুনা।

সভার শুরুতে ক্লাবের প্রয়াত সদস্য আব্দুল হাই স্বপন'র আত্মার মাগফেরাত কামনা, বেলাল আহমেদসহ অসুস্থ সদস্যদের জন্যে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেছেন ক্লাবের সিনিয়র সদস্য সৈয়দ ওয়ালিউল আলম।

সাধারণ সভায় সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর মনজুরুল হক সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং মশিউর রহমান মজুমদার কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন দাখিল করেন। সদস্যরা প্রতিবেদন দুটি অনুমোদন করেন।

Home Care

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিবেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

গতিবেগের বৃদ্ধি জীবন নষ্ট করে
ধীরে চলুন
NYC
NEW YORK CITY DOT
VISION ZERO
Building a Safer City

www.zamzamtravelus.com

ZAMZAM TRAVEL US

zamzamtravelus

লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

হজ্জ প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$১১৯৯৯	$১০৯৯৯	$১০৫০০

মক্কা (০ মিটার) মদিনা (০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্জ করার সুবর্ণ সুযোগ

(১৭ দিন) ২৮ মে- ১৩ জুন ২০২৫

মক্কা: ২৮মে - ৩১ মে, ৫ স্টার হোটেল মক্কার সন্নিকটে মক্কা টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার বা সিমিলার
আজিজিয়া: ৩১ মে - ৯ জুন, ৫ স্টার হোটেল হলিডে ইন / সিমিলার

মদিনা: ৯ জুন-১৩ জুন, ৫ স্টার হোটেল মিলেনিয়াম আল আকিক / সিমিলার

প্যাকেজ ডিটেইলস

টিকেট : সৌদি এয়ারলাইন্স (ঢাকা টু জেদ্দা টু মদিনা/জেদ্দা টু ঢাকা)
বাস সার্ভিস : মক্কা টু মিনা টু আরাফাত টু মুজদালিফা টু জুনারাত হোটেল
ফুড : ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং লাঞ্চ (ইন্টারন্যাশনাল বুফে)
সাইটসিইং : মক্কা মদিনা গাইড সহ
তাবু : ভিআইপি
অন্যান্য : মক্কা-মদিনা-মদিনা এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট (জিএমসি/বুলেট ট্রেন, ভিসা)

ডকুমেন্টস

১. বাংলাদেশী পাসপোর্ট
২. পাসপোর্ট সাইজ ফটো
৩. ব্লাড গ্রুপ
৪. কন্টাক্ট নাম্বার

গিফটস

মহিলাদের জন্য স্কার্ফ
ট্রাভেল ব্যাগ
পাসপোর্ট ব্যাগ

থ্রি স্টার

হজ্জ প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৮৫৯৯	$৭০৯৯	$৬৫৯৯

মক্কা (৫০০-৭০০ মিটার) মদিনা (৩০০-৫০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্জ করার সুবর্ণ সুযোগ

(২৮-৩২ দিন)
২৩/২৪ মে- ১৯/২০ জুন ২০২৫

মক্কা: ৩ স্টার হোটেল তাওহাদ আল মনসিয়া/ আবদুল্লাহ আল-শামাস / হাবি আলমাস হোটেল

মদিনা: ৩ স্টার হোটেল কামায় অল, হিজান/কামায় গোল্ডেন হোটেল

ইকোনমি

হজ্জ প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$৫৯০০	$৪৯০০	$৪১০০

মক্কা (১০০০ মিটার) মদিনা (১০০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্জ করার সুবর্ণ সুযোগ

(৪০-৪২ দিন)
৫/৬ মে - ১৪/১৬ জুন ২০২৫

স্পেশাল লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

ডাবল	ট্রিপল	কোয়াড
$২৩৯৯	$২২৯৯৯	$২১৯৯

Departure: Jan 22nd, 2025	JFK - JED	Return: Jan 29th, 2025	MED - JFK
Departure: Jan 29th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 06th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 12th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 18th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 26th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 25th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025	JFK - JED	Return: Mar 3rd, 2025	MED - JFK

রমাদান উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

1st Group

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৩,৬৯৯	$৩,৮৯৯	$৪,০৯৯

Departs Feb 27, 2025 — Return Mar 10, 2025
মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন

2nd Group

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৩,৭৯৯	$৩,৯৯৯	$৪,১৯৯

Departs Mar 08, 2025 — Return Mar 19, 2025
মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন

3rd Group

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৫,৮৯৯	$৬,৩৯৯	$৬,৮৯৯

Departs Mar 19, 2025 — Return Apr 01, 2025
মদিনা - ৩ দিন মক্কা ৯ দিন

Special

কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল
$৪,৩৯৯	$৪,৬৯৯	$৫,৩৯৯

Departs Mar 14, 2025 — Return Mar 24, 2025
মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৪ দিন

ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভিসা-সার্ভিস

- এক্সপার্ট টিম
- ভ্যারিফাইড ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সাপোর্ট
- পারফেক্ট ভিসা এপ্লিকেশন সার্ভিস

সৌদি আরব ১০ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

- স্টে আপ টু ১৮০ ডেইজ
- আনলিমিটেড উমরাহ
- ফ্যামিলি ভিজিট
- বিজনেস ট্রাভেল এন্ড এক্সপ্লোরেশন
- এক্সপ্লোর এডুকেশনাল অপরচুনিটিজ
- ট্রাভেল টু এনি সিটি

ইন্ডিয়া ভিসা প্রসেসিং
সেনজেন ভিসা প্রসেসিং
সৌদি ভিসা প্রসেসিং
ইউ.এ.ই ভিসা প্রসেসিং
৩০ দিনের ভিসা, ২ বছরের ভিসা, ৫ বছরের ভিসা, ১০ বছরের ভিসা
ইউ.এ.ই - দুবাই | ফুল প্যাকেজ ভিসা প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইটসিইং, গাইডেন্স সার্ভিস
৩ স্টার ৫ স্টার
উমরাহ | ফুল প্যাকেজ প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, জিয়ারাত, গাইডেন্স সার্ভিস

বাংলাদেশ প্লাজা
৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রীট, সুট # ২০৭
জ্যাকসন হাইটস, নিউ-ইয়র্ক ১১৩৭২

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

Utshob Group

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে

বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

ঠিকানা- শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা ১২০৭।
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১৩০৫ বর্গফুট
[৩ বেড, ৩ বাথ, ৩ বারান্দা]

২০০০০ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫৯৫ ডলার লোনের মাসিক ইনস্টলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগের ব্যয় বাবদ মূল্য ধার্য করা হয়েছে।)

- সারা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে আমরা ফ্ল্যাট ফাইন্যান্স করে থাকি।
- মাত্র ৩০% ডাউন পেমেন্ট এবং ২০ বছরের কিস্তিতে কিনে নিন আপনার স্বপ্নের আবাসন।
- NID কার্ড এবং সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রসেস করে দেওয়ার সুবিধা দিচ্ছি।
- ডাউন পেমেন্ট এবং মাসিক পেমেন্ট দুইটাই USA তে পরিশোধ করার সুব্যবস্থা।
- ফাইন্যান্স থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট কেনা পর্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
- রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাড়ি ভাড়া এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি।

প্রজেক্টের নাম- রামিজ গার্ডেন
ঠিকানা- উত্তরা, ঢাকা
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১১৮০ বর্গফুট
৩ বেড... ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন

১১১১৫ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫১৫ ডলার লোনের মাসিক ইনস্টলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগের ব্যয় বাবদ মূল্য ধার্য করা হয়েছে।)

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন
516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
BUILD
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits

‘মিডিয়া মোগল’ মারডকের সাম্রাজ্য কার কাছে যাবে?

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

৯৩ বছর বয়সী ধনকুবের এবং মিডিয়া মোগল রুপার্ট মারডকের পারিবারিক ট্রাস্টের পরিবর্তন ও বড় ছেলে লাচলানকে নিয়ন্ত্রণ দিতে করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আমেরিকার নেভাদার আদালত। এর ফলে তাঁর বড় ছেলে লাচলানকে নিউজ করপোরেশন এবং ফক্স নিউজের নিয়ন্ত্রণ দিতে চাওয়ার ইচ্ছা আর পূরণ হচ্ছে না।

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকার নেভাদার কোর্ট কমিশনার রুপার্ট মারডককের পরিবারিক ট্রাস্ট পরিবর্তন করার আবেদন খারিজ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তার বড় ছেলে লাচলানকে নিউজ করপোরেশন এবং ফক্স নিউজের নিয়ন্ত্রণ দিতে চেয়েছিলেন। এই মামলায় রবার্ট মারডকের তিন সন্তান প্রুডেন্স, এলিজাবেথ এবং জেমস তাঁর বিরুদ্ধে আবেদন করেন। আদালতের এ রায়ের ফলে এখন তাঁরাও বাবার মৃত্যুর পর নিউজ করপোরেশন ও ফক্স নিউজের নিয়ন্ত্রণ পাবেন।

১৯৯৯ সালে রুপার্ট মারডক নিজের পারিবারিক ট্রাস্ট গড়ে তোলেন। এই ট্রাস্টের অধীনেই সকল মিডিয়া কোম্পানি। এখন তিনি চাইছেন, তাঁর মৃত্যুর পর বড় ছেলে লাচলান মারডক উত্তরাধিকার হবেন। লাচলানের ভাইবোন প্রুডেন্স মারডক, এলিজাবেথ মারডক ও জেমস মারডকের কোনো ধরনের ‘হস্তক্ষেপ’ ছাড়াই লাচলান বাবার গড়া ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবেন, এটাই ছিল তাঁর চাওয়া।

এ বিষয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে নেভাদার কমিশনারের বরাতে বলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে রুপার্ট আর লাচলান ‘খারাপ ধারণা’ পোষণ করতেন এবং খুবই ‘সচেতনভাবে এমন হেয়ালিপূর্ণ’ উদ্যোগ নিয়েছেন।

দ্য টাইমসে বলা হয়েছে, সন্তানদের মধ্যে ‘ঐকমত্যের অভাব’ নিয়ে উদ্বেগের কারণে রুপার্ট মারডক পারিবারিক ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শুরু করেছিলেন আইনি লড়াই।

প্রুডেন্স, এলিজাবেথ ও জেমসের একজন মুখপাত্র বলেন, আমরা কমিশনারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি যে আমরা এই মামলা থেকে এগিয়ে গিয়ে পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করতে পারব।

অন্যদিকে, মারডকের আইনজীবী অ্যাডাম স্ট্রেইস্যান্ড জানিয়েছেন, তারা এই রায় নিয়ে হতাশ এবং আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রুপার্ট মারডক পাঁচটি বিয়ে করেছেন। সর্বশেষ গত জুনে ৯৩ বছর বয়সে ৬৭ বছর বয়সী এলেনা জুকোভারকে বিয়ে করেন তিনি।

Bangladesh Society, Inc
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
BANGLADESH SOCIETY, INC.
19 75
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
নব নির্বাচিত কমিটির
অভিষেক
ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন
১৬ ডিসেম্বর
সোমবার
সন্ধ্যা ৬:০০
তিব্বতিয়ান কমিউনিটি সেন্টার
57-12 Tibet Way, 32nd Ave
Woodside, NY 11377
অনুষ্ঠান সূচী: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান • বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা • বাংলা স্কুলের পরিবেশনা • শপথ গ্রহণ • আলোচনা সভা • সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান • নৈশ ভোজ
সুধী,
আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, সোমবার প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক এর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ (২০২৫-২০২৬) এর অভিষেক এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
অভিষেক উপ-কমিটি
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
ফারহানা চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫
মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
সদস্য সচিব
৭১৮-৩১২-৯৭২১
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
যুগ্ম-আহ্বায়ক
টিপু খান
সমন্বয়কারী
শাহ মিজানুর রহমান
যুগ্ম-সদস্য সচিব
সদস্য: ফারুক চৌধুরী, মোঃ নওশেদ হোসেন, আবুল কালাম ভূইয়া, আবুল বাশার ভুঁইয়া ও মোঃ সাদী মিন্টু
স্মরণিকা উপ-কমিটি
ফয়সল আহমদ (সম্পাদক)
মো: আখতার বাবুল (সহকারি সম্পাদক)
সাংস্কৃতিক উপকমিটি
ডা: শাহনাজ লিপি (আহ্বায়ক)
অনিক রাজ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
প্রদীপ ভট্টাচায ও সুশান্ত দত্ত (সদস্য)
আমন্ত্রনে
আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
৯১৭-৮৫৮-৬৯৯১
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-২৯৪-০৯৭০
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-৩০২-০৪৪৩
প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক || www.bangladeshsocietyinc.com

দেশ পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছে সিরীয়রা

বাইডেনের মন্তব্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের পতনে সিরীয়রা দেশ পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় রোববার হোয়াইট হাউসে এক ব্রিফিংয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, বাশার আল-আসাদকে জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত। সিরিয়ার এই রাজনৈতিক উত্থান সিরীয়দের জন্য দেশ পুনর্গঠনের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য একটি মৌলিক কাজ ছিল সরকারের (আসাদের) পতন। এ সময় বাইডেন জানান, সিরিয়ার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর উত্থানের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে তাঁর দেশ।

মাত্র ১২ দিনের অভিযানে গতকাল রোববার সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের দখল নেয় দেশটির সরকারবিরোধী বিদ্রোহীরা। সিরিয়ার সশস্ত্র গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল শাম (এইচটিএস) এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছে। রোববার পতনের পর স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে দেশ ছাড়েন বাশার আল-আসাদ। রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাশার আল-আসাদ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে মস্কো।

সাউন্ডবাংলার বিজয়ের কবিতা-ছড়া পাঠ প্রতিযোগিতা

উত্তর আমেরিকা অফিস

'বিজয় আসে সাহস-সততা-নীতিতে, বিজয় আসে সংগ্রাম আর ধর্ম-দেশের প্রীতিতে' স্লোগানকে সামনে রেখে বিজয়ের কবিতা-ছড়া পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে সাউন্ডবাংলা। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে দেয়া হবে নগদ ২ হাজার টাকা, ৫ হাজার টাকার বই, ক্রেস্ট ও সনদপত্র। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬ লাইনের কবিতা/ছড়া পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ পাঠাতে হবে mominmahadi@gmail.com অথবা সাউন্ডবাংলা'র অফিসিয়াল পেইজের ইনবক্সে। আয়োজকরা জানান- নির্বাচিত সকল কবি ও ছড়াকারকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। নির্ধারিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে লেখা পাঠের পর বিচারকদের রায়ে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

আসাদের নৃশংসতার শেষ অধ্যায় সায়দনায়া কারাগার

সিরিয়া

২০১৭ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টার-ন্যাশনাল এই কারাগারকে 'মানব কসাইখানা' হিসেবে বর্ণনা করেছিল।

নিউজ ডেস্ক

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ পালিয়ে যাওয়ার পর রাজধানী দামেস্ক এখন বিদ্রোহীদের দখলে। দখলের সঙ্গে সঙ্গে দেশটির কুখ্যাত সায়দনায়া কারাগারের তালা খুলে দিচ্ছে তারা। এখন সিরিয়ায় কুখ্যাত ভূগর্ভস্থ সায়দনায়া কারাগার থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিবেদনের তদন্ত করছে হোয়াইট হেলমেট নামে পরিচিত সিরিয়ার সিভিল ডিফেন্স গ্রুপ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে গ্রুপটি লিখেছে, তারা কারাগারে পাঁচটি বিশেষায়িত জরুরি দল মোতায়েন করেছে।

সিরিয়ায় ৮ ডিসেম্বর রোববার বাশার আল আসাদের পতনের পরপরই কুখ্যাত সায়দনায়া কারাগারে হাজারো মানুষ ভিড় করেছে। অনেকের স্বজন এই কারাগারে বন্দি ছিল, অনেককেই এখানে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। মৃতদেহ কোথায় সেটিও জানা নেই। এ ধরনের বহু হৃদয়বিদারক দৃশ্য। অনেকেই বলছেন, ওই কারাগারে ভেতরে সুড়ঙ্গ রয়েছে, যেখানে মানুষদের আটকে রাখা হয়েছে। যদিও মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, এমন নজির পাওয়া যায়নি। তার পরও কারাগারে মানুষের ভিড় কমছে না। সবারই আশা তার হারানো স্বজনকে যদি পাওয়া যায়।

বিদ্রোহী গোষ্ঠী এইচটিএস দামেস্কে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সায়দনায়ার কারাগারে অত্যাচার যুগের সমাপ্তি ঘোষণা হয়েছে। এই কারাগারটি আসাদ সরকারের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়ের নাম। মানুষের মুখে মুখে এর লোমহর্ষক গল্প ছড়িয়েছে। বিবিসিকে একজন জানিয়েছেন, তিনি সেখানকার দুই বন্দির সঙ্গে কথা বলেছেন, যারা তার নিজের নাম ভুলে গেছেন।

২০২২ সালে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছিল, যেখান থেকে জানা গেছে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এই কারাগারটি কার্যত একটি জল্লাদখানায় পরিণত হয়েছিল। ধারণা করা হয়, ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরুর পর ২০১৮ সাল পর্যন্ত নির্যাতন, চিকিৎসার অভাব বা অনাহারে সেখানে ৩০ হাজারের বেশি বন্দির করুণ মৃত্যু হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিনাবিচারে অন্তত ৫০০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ২০১৭ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই কারাগারকে 'মানব কসাইখানা' হিসেবে বর্ণনা করেছিল। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, আসাদ সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

বাশারের পতনের পর অনেকেই বলছিল, কারাগারের ভেতরে সুড়ঙ্গ রয়েছে অথবা এমন আন্ডারগ্রাউন্ড রয়েছে, যেখানে মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু মানবাধিকার গোষ্ঠী জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

দামেস্ক কান্ট্রিসাইড গভর্নরেট সোশ্যাল মিডিয়ায় আসাদ সরকারের সাবেক সেনা এবং কারাগারকর্মীদের কাছে বিদ্রোহী বাহিনীকে ইলেকট্রনিক ভূগর্ভস্থ দরজা খোলার জন্য ব্যবহৃত কোড সরবরাহ করার জন্য আবেদন করেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা কারাগারের দরজা খুলতে পারছে না। সিসিটিভি মনিটরে দেখা গেছে, সেখানে এক লাখের বেশি বন্দি রয়েছে।

এসংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আলজাজিরাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তা প্রচার হচ্ছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, একজন লোক দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করছে, পেছনে একটি অন্ধকার স্থান। অন্যান্য ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি ছোট শিশুকেও দেখা যায়, তাকে তার মায়ের কাছে রাখা হয়েছে।

তুরস্কভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন অব ডিটেনিস অ্যান্ড দ্য মিসিং ইন সেডনায়া প্রিজন (এডিএমএসপি)-এর পোস্ট করা একটি ভিডিওতে নারীদের মুক্ত করতে দেখা যায়।

মৃত্যু ও ধ্বংসস্তুপের মাঝেই ফিলিস্তিনি চিত্রশিল্পীর লড়াই

নিউজ ডেস্ক

গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন চলছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরাইলজুড়ে আকস্মিক রকেট হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। ধাক্কা কাটিয়ে পাল্টা-প্রতিক্রিয়া জানাতে খুব বেশি সময় নেয়নি ইসরাইল।

হামাসবিরোধী অভিযানের নামে গাজায় চলছে নির্বিচার বোমা বর্ষণ। নিহত হয়েছে ৪৫ হাজারের কাছাকাছি মানুষ, আহত হয়েছে ১ লাখেরও বেশি মানুষ। সেইসঙ্গে গাজার ওপর অবরোধ জারি করে রেখেছে নেতানিয়াহু প্রশাসন। বিদ্যুৎ, পানি, খাবার ও ওষুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সরবরাহ বন্ধ। চরম সংকটের মুখে পড়ে সাধারণ গাজাবাসী। গাজায় এসব ঘটনার সবচেয়ে ভুক্তভোগী নারী ও শিশুরা।

নির্বিচার মৃত্যু ও ধ্বংসস্তুপের মাঝেও, চিত্রকর্মের মাধ্যমে নিজের প্রতিভা তুলে ধরেছেন মায়সা ইউসেফ নামের এক ফিলিস্তিনি নারী চিত্রশিল্পী।

৭ ডিসেম্বর শনিবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি চিত্রশিল্পী মায়সা ইউসেফ, যিনি এখনও গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধের মধ্যে শিশুদের জন্য আর্ট সেশন করেন। মধ্য গাজার দেইর এল-বালাহতে ইসরাইলি বাহিনীর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িকে তিনি তার স্টুডিও বানিয়েছেন।

ছবিতে দেখা যায়, ফিলিস্তিনি শিশুরা গাজা উপত্যকায় ধ্বংসাবশেষে তার তার আর্ট স্টুডিওতে মায়সা ইউসেফ আর্ট সেশনের শিশুদের সময় দিচ্ছেন।

গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর চলমান ইসরাইলি আগ্রাসন বিবেকবান সব মানুষের মনকেই নাড়া দিয়েছে। ধ্বংসলীলার মাঝেও চিত্রশিল্পী মায়সা ইউসুফ তার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকাজুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরাইল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

জাতিসংঘের তথ্য মতে, ইসরাইলের হামলার কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৭০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরাইল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিল জাতিসংঘের ১৫৮ দেশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দাবি এবং জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দুটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। এই প্রস্তাবে গাজার জিম্মিদের তাৎক্ষণিক মুক্তির দাবিও করা হয়েছে।

গাজায় এখন পর্যন্ত ৪৪ হাজার ৮০৫ জন নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু। আহত অবস্থায় আছে ১ লাখ ৬ হাজার ২৫৭ জন। এমন তালিকা সামনে রেখে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায় জাতিসংঘ।

আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানা যায়, গতকাল বুধবার সাধারণ পরিষদে ১৯৩ সদস্য দেশের মধ্যে ১৫৮টি দেশ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিল ৯টি দেশ। আর ভোটদানে বিরত থেকেছে ১৩টি দেশ।

গাজায় অবিলম্বে নিঃশর্ত এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বানের প্রস্তাব ছাড়াও ফিলিস্তিনে জাতিসংঘের ত্রাণ ও শরণার্থী সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আরেকটি প্রস্তাব পাস হয়। এই প্রস্তাবে ইসরায়েলে জাতিসংঘের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে নতুন জারি করা আইনের নিন্দা জানানো হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৯টি ভোট এবং বিপক্ষে ৯টি ভোট পড়ে। আর ১১টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।

এই প্রস্তাবে ইসরায়েল সরকারকে ইউএনআরডব্লিউএর কার্যক্রমকে সম্মান জানাতে এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

৫৪তম বিজয় দিবস পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি ব্রঙ্কসে

শেখ শফিকুর রহমান

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও ব্রঙ্কসে ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৪তম মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, আলোচনা সভা, শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা,মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ্যভোজের আয়োজন।

আগামী ১৬ ডিসেম্বর সোমবার ব্রঙ্কস স্টালিন বাংলাবাজারের ১৪১০ ইউনিয়নপোর্ট রোড আল আকসা পার্টি হলে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে।

ব্রঙ্কসে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।সামাদ মিয়া জাকারিয়া আহ্বায়ক, এ ইসলাম মামুন প্রধান সমন্বয়কারী, কাজী রবিউজ্জামান সদস্য সচিব করে উদযাপন কমিটি গঠিত হয়েছে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুলধারার রাজনীতিবিদ ব্রঙ্কস ব্যুরো

প্রেসিডেন্ট ভেনেসা এল গিবসন,নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফ্রার্নান্ডেজ,নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের মেজরিটি লিডার আমান্ডা

ফারিয়াস,নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী মেম্বার ক্যারেনেস রিয়ার ও ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড নাইন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার।

আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হল ‘শীতকালীন ওয়ান্ডারল্যান্ড প্যারেড’

আটলান্টিক সিটি প্রতিনিধি

পুরো যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এখন উৎসবের আমেজ, চারদিকে সাজ সাজ রব। বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট, শপিং মল, পার্ক সেজেছে নতুন সাজে, বাহারি সাজসজ্জা আর আলোকসজ্জায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার অবস্থা। তার ঢেউ এসে লেগেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতেও, পুরো পৃথিবীতে যে শহরটি ‘ক্যাসিনো শহর’ হিসাবে পরিচিত।

আটলান্টিক সিটিতে শনিবার (৭ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হল ‘শীতকালীন ওয়ান্ডারল্যান্ড প্যারেড’।

এ দিন সকাল ১১টায় আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের নেতৃত্বে বোর্ডওয়াকের রোড আইল্যান্ড অ্যাভিনিউ থেকে এই প্যারেড শুরু হয়ে ও’ডোনেল পার্কে এসে শেষ হয়। প্যারেডে অংশগ্রহণকারীরা বাদ্যের তালে তালে নেচে-গেয়ে, শারীরিক কসরত দেখিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখে।

শীতকালীন ওয়ান্ডারল্যান্ড প্যারেডে আটলান্টিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস, কাউন্সিলরগণ, নগর কতৃর্পক্ষের পদস্থ কর্মকর্তারাসহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে উৎসুক জনতা বোর্ডওয়াকের দুই পাশে দাঁড়িয়ে উল্লাস ও হর্ষধ্বনিতে প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানায় ও অভিনন্দিত করে। প্যারেডের মূল আকর্ষণ সান্তাক্লজকে কাছে পেয়ে শিশু-কিশোররা আনন্দে মেতে ওঠে।

আটলান্টিক সিটিতে ‘শীতকালীন ওয়ান্ডারল্যান্ড প্যারেড’ বেশ সাড়া ফেলেছে। দিনে দিনে এর কলেবরও বাড়ছে। আটলান্টিক সিটির অধিবাসীদের উৎসবের আমেজে তা ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল।

বাসা ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ষ্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ।
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432
যোগাযোগ-718 790 7593

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে ষ্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

ট্রাম্পের অভিষেকে ১০ লাখ ডলার দিল মেটা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানের তহবিলে ১০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া) জায়ান্ট মেটা। খবর সিএনএনের। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক আগেই যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ।ট্রাম্প-জাকারবার্গের মধ্যকার এই সাক্ষাতের পর এখন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিষেক তহবিলে মেটার অনুদানের খবর সামনে এল।

মেটার অনুদানের বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কিন গণমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। গত ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্রাম্প জয়ী হন। তাঁর কাছে পরাজিত হন বর্তমান ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। তিনি বর্তমান মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর প্রশাসনে অধিক সক্রিয় ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আগ্রহী জাকারবার্গ। প্রযুক্তিনীতি গঠনের ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রাখতে চান। ট্রাম্পের ব্যাপারে প্রায় চার বছর আগে জাকারবার্গের যে অবস্থান ছিল, তাতে এখন একটা বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরাজিত হয়েছিলেন। নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেন। কিন্তু ট্রাম্প তাঁর পরাজয় মানতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি নির্বাচনে জালিয়াতির ভুয়া অভিযোগ তোলেন। ট্রাম্পের উসকানিতে তাঁর উগ্র সমর্থকরা ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেস ভবনে সহিংস হামলা চালান। রক্তক্ষয়ী এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসে বাইডেনের জয়ের সত্যায়ন ঠেকানো। এই ঘটনার পর ফেসবুকসহ মেটার প্ল্যাটফর্মগুলোয় ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করা হয়।

এর দুই বছর পর অনেক বিতর্ক এবং টালবাহানার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দেয় মেটা। একই সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটিও। সংস্থার বিধি লঙ্ঘন করলে আবারও তার ফেসবুক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে বলে সতর্ক করে মেটা।

একদিনে সর্বোচ্চ ৩৯ জনকে ক্ষমা বাইডেনের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অহিংস অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ৩৯ জনকে ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একই সঙ্গে প্রায় দেড় হাজার আসামির সাজা কমিয়েছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দপ্তর হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এক দিনে জারি করা প্রেসিডেন্টের ক্ষমার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় ঘটনা। তবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমা ও সাজা হ্রাসের সুযোগ পাওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে অহিংস অপরাধের জন্য সাজা থেকে অব্যাহতি ও ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে প্রেসিডেন্টের। এর আওতায় চলতি মাসের গোড়ার দিকে দুটি ফৌজদারি অপরাধে বাইডেনের কারাদণ্ড পাওয়া ছেলে হান্টারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা করেন বাইডেন। ইতিপূর্বে ছেলের বিচারকাজে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে জানালেও পরে ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসারও ব্যাখ্যা দেন তিনি। হান্টারের সাজাকে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতে আদালতের ব্যর্থতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

হান্টারকে ক্ষমা ঘোষণা নিয়ে বিতর্কের রেশ না কাটতেই এবার একসঙ্গে সর্বোচ্চসংখ্যক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমার ঘোষণা দিলেন বাইডেন। যদিও দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করার ঘটনা এটিই প্রথম নয়।

নতুন করে ক্ষমা ও সাজা কমানোর ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ক্ষমা পাওয়া ব্যক্তিদের কারাগারে ভালো আচরণের রেকর্ড রয়েছে। আশা করা যায়, মুক্তি পাওয়ার পর নিজ নিজ সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী ও নিরাপদ করতে তাঁদের ইতিবাচক ভূমিকা থাকবে।

১৪র কিশোরের গ্রাফিতিতেই ‘পতন’ বাশারের

নিউজ ডেস্ক

আজ থেকে ১৩ বছর আগে, ২০১১ সালের কোনো এক সময় সিরিয়ার দক্ষিণে দারার একটি সড়কে মাত্র ১৪ বছর বয়সী এক কিশোর স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গ্রাফিতি এঁকেছিল। ওই কিশোরের নাম মুয়াবিয়া সায়সানেহ। মূলত সেই গ্রাফিতিই বদলে দিলো সিরিয়ার ভাগ্য। অবসান হলো আসাদ যুগের।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির একটি বিশেষ প্রতিবেদনে এই খবর জানা গেছে।

মুয়াবিয়া দারার ওই সড়কে স্প্রে করে লিখেছিল, ‘এজাক এল দরজা, ইয়া ডাক্তার’। এর অর্থ হচ্ছে, ‘এবার আপনার পালা ডাক্তার।’ গ্রাফিতিতে ডাক্তার বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে।

দামেস্কের ইউনিভার্সিটি থেকে চক্ষুবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন বাশার আল-আসাদ। তার ইচ্ছে ছিল চিকিৎসক হওয়ার। যুক্তরাজ্যের লন্ডনে চক্ষুবিজ্ঞানের ওপর উচ্চতর ডিগ্রিও অর্জন করেছেন তিনি।

কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর বাবার নির্দেশে সিরিয়ায় ফিরেন তিনি। পরে সিরিয়ায় সামরিক বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

বাশার আল-আসাদকে উদ্দেশ করে লেখা মুয়াবিয়ার ওই জাতীয় বিদ্রোহের স্মারক হয়ে ওঠে। এর ফলে শুরু হয় ২১ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের।

আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে মুয়াবিয়ার এই কাজটি দ্রুত এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই গ্রাফিতির কারণেই স্থানীয় পুলিশের হয়রানির শিকার হয় মুয়াবিয়া ও তার বন্ধুরা।

গোয়েন্দা পুলিশ তাদের ২৬ দিন আটকে রাখে। অত্যাচার ও মারধর করে যা শেষ পর্যন্ত দারার বাসিন্দাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তার মুক্তির দাবিতে মা-বাবা, প্রতিবেশী এবং আন্দোলনকারীরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে টিয়ার গ্যাস ও গুলির মুখোমুখি হয়।

মুয়াবিয়াকে মারধরের ছবি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। মুহূতের মধ্যে শুধু দারাতে নয়, সিরিয়া জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২০১১ সালের ১৫ মার্চ সিরিয়ায় প্রথমবারের মতো ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু হয়। পরে এই আন্দোলন স্বাধীনতা ও আসাদ শাসনের অবসানের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভে পরিণত হয়।

শান্তিপূর্ণ এই বিক্ষোভকে সহিংসতায় পরিণত করে তোলে আসাদ বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে।

ভিন্নমতাবলম্বীদের বন্দী করে, আর বিপুল সংখ্যক সিরিয়ানকে নির্যাতন শুরু করে। ‘আরব বসন্ত’ থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া এই আন্দোলন দ্রুতই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়। পরে বিক্ষোভকারীরা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়।

২০১১ সালের জুলাইতে আর্বিভূত হয় ‘ফ্রি সিরিয়ান আর্মি’ (এফএসএ)। আসাদ বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে সৈন্যদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠন সংহতি ও সম্পদের অভাবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। ওই মুহূর্তে বিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পুঁজি করে বেড়ে ওঠে ‘জাভাত আল-নুসরা’ এবং পরে ইসলামিক স্টেটের মতো বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো।

সেই ২০১১ সাল থেকে শুরু হওয়া রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় সিরিয়া। প্রাণ হারিয়েছে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ এবং আহত হয়েছে ১৩ মিলিয়নেরও বেশি বাসিন্দা।

তবে সিরিয়ায় দীর্ঘ ১৫ বছরের গৃহযুদ্ধ সামাল দিতে পারলেও এবার মাত্র ১২ দিনে পতন ঘটে বাশার আল আসাদের ২৪ বছরের শাসনামলের। গত ২৭ নভেম্বর আলেপ্পোতে প্রবেশের পর অপ্রতিরোধ্য গতিতে সিরিয়ার একের পর এক শহর দখল করতে থাকে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম।

রোববার সকালে পুরো দামেস্ক ঘিরে ফেলে বিদ্রোহীরা। এর মধ্যে দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ রাজধানী দামেস্ক ছেড়ে বিমানযোগে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে পালিয়ে যান।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে টানাপোড়েন, বিজেপি দুষছে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে

নিউজ ডেস্ক

ভারতকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা (ডিপ স্টেট)- এমন অভিযোগ করেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল বিজেপি। এই অভিযোগের পর ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও খারাপ হতে চলেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গত মাসে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি যুক্তরাষ্ট্রে ২৬৫ বিলিয়ন ডলারের ঘুস কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হওয়ার পর এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়।

৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বিজেপি দাবি করেছে, এই ষড়যন্ত্রে তদন্তকারী সাংবাদিক ও বিরোধিনেতা রাহুল গান্ধীও জড়িত রয়েছে।

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস গত ২০ নভেম্বর জানায়, ৬২ বছর বয়সি আদানি এবং তার কোম্পানির অন্য দুই নির্বাহী; সাগর আদানি ও ভিনীত জৈন, সম্ভাব্য ২ বিলিয়নের ডলারের মুনাফার আশায় একটি সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি পেতে ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ঘুস দিতে সম্মত হন।

এই মামলার অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, এখানে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ঘুস দেওয়া, বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকগুলোকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিলিয়ন ডলার তোলা এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছে।

মার্কিন আদালতের এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভারতে বিরোধী দলগুলো সংসদে সরকারের কাছে জবাবদিহিতা দাবি করলে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। এ সময় বিজেপি নেতারা আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং রাজিব গান্ধী ও সাংবাদিক জর্জ সোরোস রাজনৈতিক স্বার্থে মোদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করেন।

বিজেপির দাবি, এই মামলা ভারতের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি নষ্ট করা এবং ভারতীয় নেতৃত্বকে অস্থিতিশীল করার একটি সুপরিকল্পিত প্রচারণার অংশ।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে- বিজেপি যখন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে ভারতকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করার অভিযোগ করছে, তখন নয়াদিল্লি নিজেই সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলমানদের এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের সম্পর্কে মিথ্যা এবং গুজব ছড়ানোর অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে।

২০১৯ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভিত্তিক সংস্থা ডিজইনফোল্যাব একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যেখানে দেখা যায়, ভারতীয় কূটনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে অনেক ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল।

ওই রিপোর্টে ৬৫টি দেশে ২৬৫টি ভুয়া মিডিয়া আউটলেটের সন্ধান পাওয়ার তথ্য দেওয়া হয়। এগুলো বিতর্কিত কাশ্মীর অঞ্চল দখলে ভারতীয় প্রচেষ্টার পক্ষে প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত।

এই ওয়েবসাইটগুলোর অনেকগুলোই প্রায়শই ভুঁইফোড় মানবাধিকার সংগঠনের নামে চালানো হত, এরা একে অপরের নিউজ শেয়ার করত, নিউজগুলো এমনভাবে প্রচার করা হত যার ফলে পাঠকদের তথ্যের উৎস খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যেত।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই ওয়েবসাইটগুলোর পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ, বিশেষ করে বিদ্রোহপ্রবণ বেলুচিস্তান প্রদেশের সমস্যাগুলো নিয়েও খবর ছাপত।

সিরিয়ায় সরকার পতনে আমেরিকার হাত, দাবি ইরানের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারকে উৎখাতে আমেরিকা ও ইসরায়েলের হাত রয়েছে বলে প্রমাণ থাকার দাবি করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। এ ছাড়া ওয়াশিংটন-তেল আবিবের পরিকল্পনায় সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী দেশও জড়িত ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা বলছে, গতকাল বুধবার তেহরানে কথা বলার সময় এসব মন্তব্য করেন আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। এর মধ্য দিয়ে সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারকে উৎখাতের পর এই প্রথম এ নিয়ে মন্তব্য করলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা।

জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিজয় দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি

মনজিলুর রহমান

১৬ ডিসেম্বর রোববার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের ৫৩ বছর, মহান বিজয় দিবস। যুক্তরাষ্টের জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর সোমবার স্থানীয় গ্লোবাল মল অডিটোরিয়ামে বিজয় মেলা এবং আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিকেল ৫ টা থেকে রাত ন’টা পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জর্জিয়া প্রবাসী সকল বাংলাদেশিদের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে ।

১৫ ডিসেম্বর রবিবার জর্জিয়া আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় একটি রেস্তোরায় সন্ধ্যে ৭ টায় এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । এছাড়া ঐ একই দিনে সেবা বাংলা লাইব্রেরির উদ্যোগে সন্ধ্যে ৬টায় তার নিজস্ব কার্যালয়ে দেশাত্ববোধক গান আর কবিতা পাঠের আসর নিয়ে এক অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করছে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

মিশিগানে সনাতনীদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক টাউন সেন্টারে মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশি সনাতনীদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন কর্মসূচি রোববার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গেল কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশে সনাতনীদের উপর শারিরিক, মানসিক নির্যাতন তথা মন্দির, বাড়ীঘর, দোকানপাট লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজী, ভয়ভীতি প্রদর্শন, দেশ ছাড়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সনাতনী জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসবের প্রতিবাদে মিশিগানের দুর্গা টেম্পল, কালীবাড়ী, রামকৃষ্ণ মিশন ও শিব মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক সনাতনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দুর্গা টেম্পলের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ। বক্তব্য দেন শান্তিলাল বিশ্বাস, নিপেশ সুত্রধর, অবিনাশ চৌধুরী, সৌরভ চৌধুরী, শ্যামা হালদার, রতন হাওলাদার, অজিত দাশ, পংকজ দাশ, ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির একাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তা, ইসকনভক্ত ও বৃহত্তর ডেট্রয়েটের বিভিন্ন মন্দিরের সাধুসন্তরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘প্রতিবার বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হয় আর সনাতনীদের উপর নেমে আসে অমানিষা, চলে তাদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা। এ হামলা নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, আমরা চাই, একটি নিরাপদ বাংলাদেশ ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ।’

বক্তারা বাংলাদেশে সনাতনীদের উপর শারিরিক, মানসিক নির্যাতন তথা মন্দির, বাড়ীঘর, দোকানপাট লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজী, ভয়ভীতি প্রদর্শন, দেশ ছাড়ার হুমকিদাতাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন।

অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের প্লেকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে সমাবেশস্থলে আসেন ও প্রদর্শন করেন, তারা বিভিন্ন শ্লোগান দেন। এ সময় পথচারিরা হাত নাড়িয়ে তাদেরে সমর্থন জানান, কোন কোন গাড়ীচালক হর্ণ বাজিয়ে প্রতিবাদকারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ মিশিগানের (বাম) সহ-সভাপতি ও সিম্ফনি ক্লাবের সভাপতি জিত ধর মনি জানান, ‘১৯৪৭ সালে বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সংখ্যালঘুরা সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতার শিকার, ১৯৭১ সালে তাদের উপর নেমে আসে বিভিষিকা, প্রাণের ভয়ে এক কোটি মানুষ আশ্রয় নেয় ভারতে। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর ফের নেমে অমানিষা, ‘৯০ এ স্বৈরাচারী এরশাদ আন্দোলনের মুখে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়, ২০০১ সালে ফের সারা দেশে বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই আমরা ফের প্রত্যক্ষ করলাম সংখ্যালঘুদের উপর দেশব্যাপী হামলা, নির্যাতন, মন্দির ভাঙ্গচুর, লুটপাটসহ সহিংসতা। কেন বার বার সনাতনীদের উপর এ আক্রমণ?’

কমুউনিটির অরবিন্দ মৃদুল চৌধুরী বলেন, ‘কেন বার বার হিন্দু ও সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হবেন। এবার নির্যাতনের অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে ফেলেছে। এসব হামলা, নির্যাতন, মন্দির ভাঙ্গচুর, লুটপাটসহ সহিংসতার বিচার চাই, চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই।’

সাংস্কৃতিক সংগঠক পার্থ দেব বলেন, ‘আপনারা হয়ত পূর্ণিমার কথা ভূলে গেছেন, ভূলে গেছেন নূর হোসেনের কথা, ডাক্তার মিলনের কথা, গোপাল কৃষ্ণ মুহুরির কথা, নিদারাবাদের বিরজাবালার কথা। আসলে বাঙালি বড় বিস্মৃতি পরায়ন এক জাতি। প্রতিটি আন্দোলন, প্রতিটি নির্বাচনের পরই বিভিষিকা নেমে আসে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের উপর। যে দলই বিজয়ী হোক না কেন পরাজিত দলের মূল টার্গেট হল সংখ্যালঘুরা। গেল দশ বছর প্রকৃত অর্থে দেশে কোন নির্বাচনই ছিল না। এরপরও সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতা থেমে থাকেনি। চাই প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, এবার অবশ্য সনাতনীরা ঘুরে দাড়িয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যালঘুদের নিয়ে খেলে, ৭১’-এর পর কোন সাম্প্রাদায়িক নির্যাতনের বিচার হয়নি।’

সংগীতশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার মারা গেছেন

ঢাকা অফিস

কয়েকদিন ধরেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার। সপ্তাহখানেক আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে নেওয়া হয়েছিল। তবে আর ফিরলেন না তিনি। বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাপিয়ার স্বামী সারওয়ার আলম। তিনি জানান, প্রয়াতের মরদেহ বারডেমের হিমঘরে রাখা হবে। শুক্রবার জুমার নামাজের পর জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হবে।

কয়েক বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন পাপিয়া। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থা গুরুতর হলে ঢাকার তেজগাঁওয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। এর আগে কয়েকদিন রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না, চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে চলে গেলেন গুণী এই শিল্পী। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন।

মেয়ে জারা সারোয়ার যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ অব নিউ জার্সিতে জীববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক এবং ছোট মেয়ে জিশা সারোয়ার কানাডার অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন নির্বাহী।

প্রসঙ্গত, পাপিয়া সারোয়ারের জন্ম বরিশালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। পরে ১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীতে ডিগ্রি নিতে ভারত যান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই প্রথম ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে সেখানে স্নাতক করার সুযোগ পান। আর এর আগে তিনি ১৯৬৬ সালে ছায়ানটে ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুন ও জাহেদুর রহিমের কাছে এবং পরবর্তীতে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে সংগীতদীক্ষা নেন।

পাপিয়া সারোয়ার

দীর্ঘ সংগীত ক্যারিয়ারে রবীন্দ্রসংগীতের জন্য কোটি শ্রোতার ভালোবাসা পেয়েছেন। আধুনিক গানেও তিনি সফল। 'নাই টেলিফোন নাইরে পিয়ন নাইরে টেলিগ্রাম' গানটি তাকে আপামর বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা দিয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন পাপিয়া সারোয়ার। ২০১৫ সালে পেয়েছেন বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ। ২০২১ সালে একুশে পদক লাভ করেছেন তিনি।

সিলেট সদরের নতুন নেতৃত্বে টিটো-রাজীব

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার দ্বি-বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচনে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর. সি. টিটো সভাপতি এবং রাজীব খাঁন সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

স্থানীয় সময় ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শেষে কোন প্রতিদ্বন্ধি না থাকায় এই কমিটি গঠিত হয়। সংগঠনের ১৯টি পদের সকল প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদের মধ্যে সহ সম্পাদক মেরাজ ফাহমী, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হাফিজ (আবদার) নির্বাচিত হয়েছেন।

জানা যায়, এবারের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম.সি. কামাল, নির্বাচন কমিশনার ইয়ামিন রশীদ, নির্বাচন কমিশনার দুলাল মিয়ার (এনাম) সমন্বয়ে গঠিত কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করেন।

এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং টিটো-রাজীবের নেতৃত্বে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন আরো শক্তিশালী হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার দ্বি-বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচন সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠানের জন্য ৩ সদস্যর নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ১লা জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারন করে তফসিল ঘোষনা করে। নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ২৫ নভেম্বর সোমবার জ্যামাইকার হিলসাইডে অবস্থিত মতিন রেস্টুরেন্ট থেকে সংগঠনের ১৯টি পদের জন্য মনোনয়ন পত্র ও ভোটার তালিকা সংগ্রহ, ৮ ডিসেম্বর রবিবার বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও চূড়ান্ত প্রার্থীতা ঘোষনা, ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রার্থীতা প্রত্যাহার ও ১লা জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারন করা হয়। প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শেষে কোন প্রতিদ্বন্ধি না থাকায় সিলেট সদরের নতুন নেতৃত্বের দায়িত্ব পান আর. সি. টিটো এবং রাজীব খাঁন।

লক্ষ্মীপুরে যুবলীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

ঢাকা অফিস

লক্ষ্মীপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতা ও পুলিশের ওপর হামলার মামলায় সাবেক যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে পৌরসভা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে দুপুরে ছাত্র-জনতা ও পুলিশের ওপর হামলা-মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- চররুহিতা এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে ও সদর উপজেলা যুবলীগের সদস্য রেজাউল ইসলাম সুমন (৪০) এবং কমলনগর উপজেলার চরফলকন ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড ইউপির সাবেক সদস্য মোসলেহ উদ্দিন (৪৩)।

বাংলাদেশ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি উপদেষ্টাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাদের কাছে আমানত রেখেছি, আপনারা যৌক্তিক সময়ে সংস্কার শেষে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিবেন আমরা সেই আশাবাদ আবারো ব্যক্ত করছি।

বিগত ১৬ বছর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসীরা নিজ নিজ এলাকার নেতা-কর্মীদের যেভাবে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং প্রবাস থেকে যে ভূমিকা রেখেছেন, এর জন্য তিনি দলের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। পতিত স্বৈরাচারের সমর্থকেরা বিভিন্নভাবে মিথ্যাচার করছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের অলীক অভিযোগ করছে। তারা এই প্রবাস থেকে বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে তিনি প্রবাসীদের অনুরোধ জানান।

নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের সহায়তায় নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য গিয়াস আহমেদ। ঢাকা জেলা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পদক গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা যখন এই আমেরিকায় এসেছি তখন এখানে বি এন পি ছিল না। আমরা দেশ থেকে ছাত্রদল করে আসা ছাত্ররা প্রথমে ছাত্রদল গঠন করেছি, পরে বি এন পি।

গিয়াস আহমেদ বলেন, ৫ আগষ্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়ার পর পরাজিত শক্তি নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। গণতন্ত্র প্রত্যাশী মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। আমেরিকার মূল ধারার রাজনীতিবিদ বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ আরো বলেন, বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীতে যুক্তরাষ্ট্র পুলিশে কর্মরত প্রবাসীদের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহারের একটি উদ্যোগ নেয়া দরকার। একইভাবে প্রশাসনেও প্রবাসীদের সম্পৃক্তত করে উন্নত বিশ্বের আধুনিকতাকে সমন্বয় করার উদ্যোগ নিতে পারেন এই উপদেষ্টাবৃন্দ। প্রবাসীদের মাঝ থেকে ১০ শতাংশ সংসদ সদস্যসহ প্রশাসনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রবাসীদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া বাংলাদেশে পরিপূর্ন সংস্কার সম্ভব নয়। দেশের মানুষ আজীবন এই অনিয়মের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। তাই তাদের চোখে যে অনিয়ম ধরা পড়বে না, প্রবাসীদের চোখে তা ধরা পড়বে।

নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি সাঈদুর রহমান সাঈদের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, কোষাধ্যক্ষ জসীম ভ'ইয়া, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলহাজ্ব বাবরউদ্দিন, যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা এম এ বাতিন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জসীমউদ্দিন (ভিপি), আনোয়ার হোসেন, আরিফুর রহমান, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন প্রমুখ।

পেছালো আন্তর্জাতিক লোক সংগীত সম্মেলনের তারিখ

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক লোক সংগীত সম্মেলন চলতি বছরের ২২ শে ডিসেম্বর পরিবর্তন করে ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১ ডিসেম্বর (রোববার) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ঢাকা গার্ডেন রেষ্টুরেন্টে আন্তর্জাতিক লোক সংগীত প্রস্তুতি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিসেম্বর মাসে মহান বিজয় দিবস, আবহাওয়াসহ নানাভাবে প্রকৃতির পরিবেশ ভাল না হওয়ায় লোক সংগীত সম্মেলনের তারিখ পেছানো হয়েছে বলে জানানো হয়।

মনিরুল ইসলাম মনির এর সভাপতিত্বে ও তাহামী পারভিন মুন্নির পরিচালনায় এ সভায় বক্তব্য রাখেন হাজী আবদুর রহমান, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সনি হোসেন বাচ্চু, সেলিনা বানু, মহর খান ও হাসমত আলী।

প্রসঙ্গত, প্রবাসে দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক লোক সংগীত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশে ও বিদেশের অনেক নামীদামী শিল্পী নিয়ে প্রবাসের বাঙালীরা এ আয়োজন উপভোগ করেন। বাংলা মাটির গান লোক সংগীত এই প্রবাস থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল। সেই মাটির গান প্রবাসী বাঙালীর মাঝে টিকিয়ে রাখার জন্য লোক সংগীত সম্মেলন দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চলে আসছে।

বাংলাদেশ-ভারত

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডোনাল্ড লুর সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়া সফর এবং সর্বশেষ সফরে তাঁর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে না গিয়ে ভারত ও নেপাল সফর করা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'সহকারী মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। তাঁর কাজই দক্ষিণ এশিয়াকেন্দ্রিক। আপনারা দেখেছেন, সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। এই অঞ্চল বর্তমান প্রশাসনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তায় আমাদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং সিটির বাসিন্দারা আরও নিরাপদ বোধ করছেন।'

এরমধ্যে সিটির এক হাজার ৩০০'-এর বেশি অবৈধ গাঁজার দোকান বন্ধ হয়েছে, ১৯ হাজার অবৈধ অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে, মেট্রোতে অপরাধ ১৫ শতাংশ কমেছে। 'কমিউনিটি লিংক' প্রোগ্রাম দীর্ঘ মেয়াদি সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন সংস্থাকে একত্রিত করে কাজ করছে। প্রশাসনের প্রচেষ্টার ফলে এ পর্যন্ত এক হাজার ৭০'-এর বেশি মাল্টি এজেন্টি অভিযান সম্পন্ন হয়েছে, ৭৩০'-এর বেশি কমিউনিটি অভিযোগ সমাধান করা হয়েছে এবং ১৬ হাজার সমন জারি করা হয়েছে; যাতে মানুষ আইন মেনে চলে।

এই বছর সিটির অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে- গোলাগুলি, হত্যাকাণ্ড, চুরি, বড় ধরনের ডাকাতি, গাড়ি চুরি এবং সাবওয়ে অপরাধ সবই কমেছে।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) কমিউনিটি অপ:এড-এ নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এসব তথ্য জানান।

অ্যাডামস্ বলেন, 'তবে শহরবাসীকে আরো নিরাপদ রাখতে আমাদের সম্প্রদায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যা আমাদের সব সংস্থাকে একত্রিত করে দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যাগুলো সমাধান করতে সাহায্য করবে। আমরা পরিষেবা প্রদান ও মানুষের সহায়তার ওপরও মনোযোগ দিয়েছি। কমিউনিটি লিংকের মাধ্যমে আমরা রাস্তায় থাকা ২০০'-এরও বেশি মানুষকে আশ্রয় পেতে সহায়তা করেছি।'

তিনি আরো বলেন, 'নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোর বাসিন্দারা জননিরাপত্তা নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা চেয়েছেন আমাদের রাস্তায় আরও পুলিশ মোতায়েন করা হোক ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর সমাধান করা হোক। আমরা তাদের কথা শুনেছি ও কাজ শুরু করেছি। যেসব নিরাপত্তাজনিত সমস্যা সম্প্রদায় থেকে আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি। শুধু এই বছরেই আমরা চার হাজার নতুন পুলিশ নিয়োগ করেছি এবং অবৈধ ব্যবসায়, খুচরা চুরি, প্রকাশ্যে মাদকদ্রব্য ব্যবহার, মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, স্ক্যাফোল্ডিং এবং লাইসেন্সবিহীন ক্যানাবিস দোকানের মত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

এছাড়াও, এ সপ্তাহে রাস্তা ও ব্লক ধরে অপরাধ নির্মূল করতে 'এভরি ব্লক কাউন্টস' নামে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করে অ্যাডামস্ প্রশাসন' যা সিটির ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসের দশটি ব্লকে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এতে রাস্তায় আলোকসজ্জা বৃদ্ধিসহ রাস্তা পরিষ্কার ও পুলিশ টহল জোরদার করা হচ্ছে।

তরুণদের সঠিক পথে রাখতে 'স্যাটারডে নাইট লাইটস' প্রোগ্রামের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন হাইটসে একটি নতুন বেসবল সেন্টার চালু করা হয়েছে; যাতে তারা খেলার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করতে পারে।

এরিক অ্যাডামস বলেন, 'আমরা তরুণ প্রজন্মকে অপরাধের পথ থেকে দূরে রাখতে ও তাদের সুরক্ষায় আমাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করেছি। আমরা জানি, কোন গন্তব্য না থাকা এবং কিছু করার মত সুযোগ না পাওয়া তরুণদের সহিংসতার পথে নিয়ে যেতে পারে। তাই, 'স্যাটারডে নাইট লাইটস' প্রোগ্রামটি করা। এটি আমাদের শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান দেবে; যেখানে তারা মুক্তভাবে খেলাধুলা করতে পারবে এবং শিশু হিসেবে বেড়ে উঠতে পারবে। এই নতুন বেসবল সেন্টার তরুণদের জন্য রাত ও সপ্তাহান্তে একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করবে।'

'আমি জানি, আইনভঙ্গের পথে যাওয়ার যন্ত্রণা। আমি ১৫ বছর বয়সে ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু, দ্বিতীয় সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রতিটি তরুণই এমন একটি সুযোগ পাওয়ার যোগ্য, যাতে তারা আমাদের শহরে তাদের জীবনের সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় বিকশিত হতে পারে।'

'অ্যাডামস্ প্রশাসন জীবনমান উন্নত করার পাশাপাশি অপরাধ মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে, যাতে প্রতিদিন নিউইয়র্ক সিটির পরিবারের সদস্য ও কর্মজীবী নাগরিকরা আরও নিরাপদ বোধ করেন।'

মেয়র বলেন, 'নিউইয়র্ক সিটিকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে নিরাপদ বড় শহর হিসেবে ধরে রাখার জন্য আমরা নিরলসভাবে ২৪ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যাব।'

পিএইচডি শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করল

শেষ পৃষ্ঠার পর

এমআইটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আয়াঙ্গারের লেখাটিতে ক্যাম্পাসে সহিংস বিক্ষোভের আহ্বান জানানো হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় রিটেন রেভল্যুশন নামে একটি ম্যাগাজিন। ওই ম্যাগাজিনে ফিলিস্তিন আন্দোলনের ওপর নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। সেখানে আয়াঙ্গারের 'অন প্যাসিফিজম' শীর্ষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখন ম্যাগাজিনটিকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দ্য কমিউন ম্যাগাজিনের বরাতে জানা যায়, আয়াঙ্গারের লেখাটি সরাসরি সহিংস প্রতিরোধের আহ্বান জানায়নি। প্রবন্ধে বলা হয়, 'ফিলিস্তিনের জন্য প্যাসিফিস্ট অর্থাৎ শান্তি, সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান সবচেয়ে ভালো উপায় না-ও হতে পারে।'

প্রবন্ধটিতে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব ফিলিস্তিনের (পিএফএলপি) একটি লোগো ছিল। এই সংগঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট অনুসারে একটি 'সন্ত্রাসী সংগঠন'। তবে আয়াঙ্গারের দাবি, প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলো তাঁর দেওয়া নয়। অথচ এসব ছবির কারণে তাঁকে 'সন্ত্রাসের অভিযোগে' অভিযুক্ত করা হচ্ছে।

আয়াঙ্গারের বরাতে তাঁর আইনজীবী এরিক লি এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানান, আয়াঙ্গারকে 'সন্ত্রাসবাদ' সমর্থনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে প্রবন্ধটির সংস্করণে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশনের পোস্টারের ছবি এবং সহিংস চিত্রের কারণে।

আয়াঙ্গার এমআইটির সিদ্ধান্তকে অস্বাভাবিক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এমআইটির এই সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দেয়, মার্কিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার কতটা অভাব রয়েছে।

আয়াঙ্গার এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এমআইটির সবার অবস্থান নেওয়া উচিত। একটি প্রবন্ধের কারণে আমাকে বহিষ্কার করা, রিটেন রেভল্যুশনকে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ করা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অধিকারের ওপর নজিরবিহীন আঘাত।

আয়াঙ্গার এমআইটির বিদ্যুৎ প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পিএইচডি করছেন। গত বছরও ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

বয়লার রিপ্লেস হবে স্বল্প খরচে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অক্ষম কোনো সদস্য থাকে, তবে তারা এই সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়াও হোমওনার এবং ভাড়াটিয়া উভয়ই এই সহায়তা পেতে পারেন। প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত হতে চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের মাসিক আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ৬ হাজার ৩৯০ ডলার এবং বার্ষিক আয় ৭৬ হাজার ৬৮১ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও যারা জরুরি পরিস্থিতি যেমন শীতকালে তাপ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন অথবা যাদের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ জরুরি হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম সুবিধা ও চালু করা হয়েছে। এই সুবিধার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ২ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে। এই ধরনের সহায়তার জন্য আবেদনকারীরা বাড়ির তাপ সরবরাহের অবস্থা এবং জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামটি শুধু তাপ সরবরাহের খরচ কমানোর জন্য নয়, বরং বাড়ির তাপ সরবরাহের যন্ত্রের মেরামত বা প্রতিস্থাপনের জন্যও সহায়তা প্রদান করে। যদি বাড়ির তাপ সরবরাহের যন্ত্র অকার্যকর হয়ে যায়, অথবা মেরামতের প্রয়োজন হয়, তবে হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত মেরামতের খরচ এবং ৮ হাজার ডলার পর্যন্ত নতুন তাপ সরবরাহের যন্ত্র কেনার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে। তাছাড়া চিমনি পরিষ্কার, ছোটখাটো মেরামত এবং কার্বন মনোক্সাইড ডিটেকটর ইনস্টল করার মতো কাজের জন্য ৫০০ ডলার পর্যন্ত সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের পাশাপাশি, রাজ্য সরকার বাড়ির শক্তি দক্ষতা বাড়াতে আরও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নিউইয়র্ক স্টেট এনার্জি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটিস এম্পয়ার নিউইয়র্ক প্রোভাইডেস নো-কস্ট এনার্জি অ্যাফিসিয়েন্সি সলিউশনস প্রোগ্রামটি কম খরচে শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি স্থাপন ও মূল্যায়ন সেবা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে এনার্জি অ্যাসেসমেন্ট, সিলিং ইনস্টলেশন এবং হিট পাম্প বসানোর মতো কাজ, যা বাড়ির শক্তি খরচ কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া ওয়াথেরিজাশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম বাড়ির দেওয়াল ও ছাদের নিরোধক (ইনসুলেশন) স্থাপন এবং ফাটল পূরণের মাধ্যমে বাড়ির বিদ্যুৎ খরচ কমানোর জন্য সহায়তা করে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩-২৪ সালের শীতকালে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১৭ লাখ ৮৭ হাজার পরিবারের মধ্যে ৩৯৭ মিলিয়ন ডলার বিতরণ করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক সিটিতে সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী ছিল, যেখানে ৯ লাখ ৮৯ হাজারেরও বেশি পরিবার এই সহায়তা পেয়েছে। প্রোগ্রামটি রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটি শীতকালীন ঠান্ডায় পরিবারগুলোর জন্য একটি জীবনরক্ষাকারী উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে।

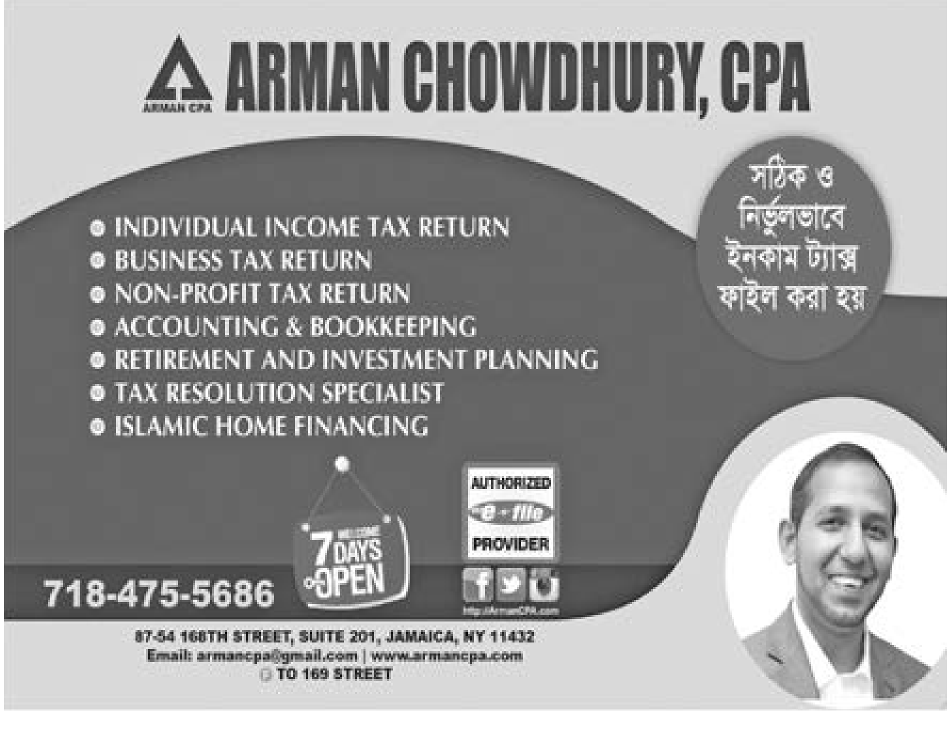

থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ানের থিয়েটার কর্মশালা

উত্তর আমেরকা ডেস্ক

থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ানের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই দিনব্যাপী 'থিয়েটার কর্মশালা'। এতে প্রায় অর্ধ শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেয়। গত শনি ও রোববার (০৭ ও ০৮ ডিসেম্বর) নিউইয়র্কে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন 'কুইন্স এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইনক' ও 'সাপ্তাহিক নবযুগ'।

কর্মশালায় শুদ্ধ উচ্চারণ, অভিনয় কলা, নাটকের ইতিহাস, পোশাক, মেকআপ, লাইট, মঞ্চপরিকল্পনা, থিয়েটারের আবশ্যকীয় বিষয়াদি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন তৌকির আহমেদ, বন্যা মির্জা, লুৎফুন নাহার লতা, রোকেয়ার রফিক বেবী, শিরিন বকুল, মিথুন আহমেদ, সারোয়ার হারুন, শামসুল আলম বকুল, এলাইনা ফ্রিম্যান ও খাইরুল ইসলাম পাখি।

কর্মশালাটির পরিচালক বিশিষ্ট অভিনেতা ও উপস্থাপক খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, আমাদের এই কর্মশালায় নিউইয়র্কের বাইরে থেকেও একাধিক অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। অংশগ্রহণকারী অনেকেই তাদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন। এমন কর্মশালায় তারা নিয়মিতভাবে অংশ নিতে চান।

এদিকে এই আয়োজনকে ঘিরে নিউইয়র্ক শহরে নাট্যকর্মী ও সংস্কৃতি কর্মীদের মাঝে বেশ আলোড়ন তৈরি হয়েছে। নিউইয়র্কের যে নাট্যকর্মীরা এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তারা বলেন, এমন একটি কর্মশালা তাদেরকে উপকৃত ও উজ্জীবিত করেছে। এর প্রয়োজনও ছিল।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রয়াত সভাপতি এসএ মালেকের প্রতি শ্রদ্ধা

উত্তর আমেরিকা অফিস

৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার) ছিল বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রয়াত সভাপতি, প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রচিন্তক, মুক্তিযুদ্ধকালে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক ও প্রবাসী সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও সৎ রাজনীতিবিদ ডাক্তার এসএ মালেকের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী।

এই দিনে বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ এবং আল্লাহর কাছে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি।

শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও সাধারণ সম্পাদক আ ব ম ফারুক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে তারা এসএ মালেকের কর্মময় জীবন এবং মানবদরদী ও নির্লোভ রাজনৈতিক আদর্শের কথা স্মরণ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'সারা জীবন একজন ত্যাগী রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি বাংলাদেশকে একটি শোষণ-বৈষম্য-কুসংকারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সংগ্রাম ও দৃঢ়তার উদাহরণ রেখে গেছেন, আমরা সব সময় সেই আদর্শ ও পথনির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করব, এই হোক আমাদের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা।'

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

৬ ডিসেম্বর : ফেনীতে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে

ইমরান ইমন

৬ ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত দিবস। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশ সার্বিকভাবে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয় ১৬ ডিসেম্বর, কিন্তু ফেনী পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর। এ জন্য ৬ ডিসেম্বর 'ফেনী মুক্ত দিবস' পালিত হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ফেনীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে প্রথম ফেনীর মাটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিল। অর্থাৎ, ৬ ডিসেম্বর ফেনীতে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ফেনী দুই নম্বর সেক্টরের অধিনে ছিল। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ফেনী মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ জোন ছিল। ২৫ মার্চ থেকে দেশব্যাপী যুদ্ধের ভয়াবহতা শুরু হয়। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ও নৃশংসতা চালায়। এরই অংশ হিসেবে এপ্রিলের প্রথমভাগেই পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ফেনীতে হানা দেয়। ভৌগলিক অবস্থানের জন্য ফেনীতে পাকহানাদার বাহিনীর প্রবেশ দ্রুত ও সহজতর হয়। এ দিকে, পাকহানাদার বাহিনী প্রবেশের খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় যুদ্ধের ডামাডোল।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে তিন দিক থেকে রয়েছে ফেনীর সীমান্ত। ফলে, পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী ফেনীতে ব্যাপক অত্যাচার নিপীড়ন চালায়। কিন্তু, যুদ্ধের শুরু থেকেই ফেনী অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা সুসংগঠিত ছিল। সেটা বিদেশি এক সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণেই ওঠে এসেছে।

একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের পিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন যে, বাংলাদেশের কোন অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে নেই। সেই মুহূর্তে এক বিদেশি সাংবাদিক ইয়াহিয়া খানকে প্রশ্ন করেন এই বলে যে, আমি মাত্র কয়েক দিন আগে ফেনীর বিলোনীয়া মুক্ত অঞ্চল ঘুরে এসেছি। সেখানে ফুলগাজী, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া- এই তিনটি উপজেলা সম্পূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে মুক্ত অঞ্চল দেখেছি। পাকিস্তানের কোন খবরদারি ও আধিপত্য এই অঞ্চলে নেই। সেই বিদেশি সাংবাদিক আরও বলেন, 'আমি আরও শুনে এসেছি। এই তিনটি মুক্ত উপজেলা যার তিন দিকে ভারত সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত প্রায় ৮-১৩ মাইল চওড়া ও প্রায় ১৯ মাইল দীর্ঘ এই জনপদ যদি এইভাবে মুক্ত অঞ্চল হিসেবে থাকে, তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাজধানী/হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হবে।'

ফেনী সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এর মধ্যে শুভপুর ও বিলোনিয়া যুদ্ধ অন্যতম। তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা ফেনী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মরহুম আব্দুল মালেক (যুদ্ধকালীন বিএলএফের প্রেসিডেন্ট) ও মরহুম খাজা আহমদের নেতৃত্বে ফেনীর মুক্তিযোদ্ধারা দেরাদুন ও চোত্তাখোলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০০ জনের একটি বাহিনী নিয়ে ফেনী পিটিআই স্কুল মাঠে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বিএলএফের ফেনী মহুকুমা কমান্ডার হিসেবে ভিপি জয়নাল আবেদীন ফেনীর পশ্চিমাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

ফেনী অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) জাফর ইমামের ভারতের বিলোনীয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হয়ে অভিযান চালান। মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া, পরশুরাম, মুন্সিরহাট, ফুলগাজী হয়ে যুদ্ধ করে এগুতে থাকলে পর্যদুস্ত হয়ে পাক হানাদার বাহিনীর একটি অংশ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের রাস্তায় এবং অপর অংশ শুভপুর ব্রিজের উপর দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। জাফর ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিলোনিয়া যুদ্ধ একটি অনন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

প্রতীকী ছবি

অপর দিকে, মুজিব বাহিনীর (বিএলএফ) ফেনী মহকুমা কমান্ডার ভিপি জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দাগনভূইয়া, রাজাপুর, সিন্দুরপুর হয়ে শহরের দিকে এগুতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাকহানাদাররা ৫ ডিসেম্বর রাতে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে গেলে ৬ ডিসেম্বর ফেনী হানাদারমুক্ত ঘোষণা করা হয়। ফেনীবাসী লাল-সবুজের বিজয় নিশান নিয়ে ফেনী শহর ও গ্রামগঞ্জে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে।

রণাঙ্গনে সম্মুখযুদ্ধ করা মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোতালেব বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পাকহানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে ফেনীর সব সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ৫ ডিসেম্বর রাতে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এ সংবাদ শুনেই জয় বাংলা শ্লোগান ও করতালির মধ্য দিয়ে ফেনীর রাজাঝির দিঘীর পাড়ে সার্কিট হাউজে ও ট্রাংক রোডের প্রেসক্লাব ভবনের সামনে মুক্তিযোদ্ধারা ও হাজার-হাজার মুক্তিকামী মানুষ একত্রিত হতে থাকে। সেদিন সকালেই ফুলগাজীর বন্দুয়া থেকে এসে ফেনী সার্কিট হাউজে (বর্তমান ফেনী সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেষ্ট হাউজ) প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানী লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীর বিক্রমের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ফেনীর ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করা হয়। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চারজনকে বীর উত্তম, সাতজনকে বীর বিক্রম ও ২০ জন বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। এর মধ্যে ফুলগাজী উপজেলার উত্তর শ্রীপুর গ্রামের শহীদ বীরমুক্তিযোদ্ধা আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (এডব্লিউ চৌধুরী) মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্য একই সঙ্গে বীর উত্তম ও বীর বিক্রম খেতাব লাভ করেন।

ফেনী মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানও কম নয়। ফেনীতে গ্যাজেটভুক্ত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা তিনজন। তারা হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রহিমা বেগম, শাহাদাত আরা বেগম ও কাওসার বেগম। এ তিনজনের মধ্যে রহিমা বেগম বীরাঙ্গনা।

মুক্তিযুদ্ধে ফেনীর অনেক রণাঙ্গনের মধ্যে মুন্সীরহাটের মুক্তারবাড়ী, বন্ধুয়া ও বিলোনিয়া প্রতিরোধের যুদ্ধ ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। এ রণাঙ্গনে সম্মুখসমরের যুদ্ধ কৌশল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমিগুলোতে পাঠসূচীর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা এ রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের অহংকার আর গর্বের বিষয়।

মুক্তিযুদ্ধে ফেনীর বিলোনিয়া যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযোদ্ধাদের বিলোনিয়া যুদ্ধকৌশল বিশ্বব্যাপী যুদ্ধমডেল কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরপরই এখানে প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়েছে, যেটা ২১ জুন পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেছে মুক্তিকামী বাহিনী। পরে দ্বিতীয় দফায় নভেম্বরের যুদ্ধে এই অঞ্চল মুক্ত করা হয়। ১০ নভেম্বর বিলোনিয়া পাক হানাদার মুক্ত হয়। বিলোনিয়া যুদ্ধকৌশল বিভিন্ন দেশের সামরিক কলেজে 'ব্যাটল অব বিলোনিয়া' নামে পাঠ্য। বিলোনিয়া যুদ্ধ নিয়ে এএকে জেনারেল নিয়াজী তার বই 'দ্যা বিট্রেয়াল অফ ইষ্ট পাকিস্তান (পেজ ২০৯)- এ স্বীকার করেছেন এই বলে যে, 'এ ব্রিগেড অ্যাকশন হুইচ লঞ্চড এট বিলোনিয়া ওয়াজ রিপালসড।'

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা ফেনী সরকারি কলেজ, তৎকালীন সিও অফিসসহ কয়েকটি স্থানে স্বাধীনতাকামী নিরীহ বাঙালিদের নির্মমভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল। তাদের লাশ ফেলা হয় পুকুর, খাল, নদী, ডোবা-নালায় ও গভীর জঙ্গলে। ফেনী সরকারি কলেজ বধ্যভূমি, ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বধ্যভূমি, দাগনভূঁঞার রাজাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ সংলগ্ন চৌধুরী বাড়ির পার্শ্বে অরক্ষিত বধ্যভূমি, ফেনী রেলওয়ে স্টেশন বধ্যভূমি, দাউদপুর ব্রীজ বধ্যভূমি, কালিদহ-পাহালিয়া ব্রিজ বধ্যভূমি, দাগনভূঞা সেতু বধ্যভূমি, কুটিরহাট সেতু বধ্যভূমি, ফুলগাজীর জামমুড়া গ্রামের বধ্যভূমি, পরশুরামের মালিপাথর বধ্যভূমি ও একই উপজেলার সলিয়া বধ্যভূমি চিহ্নিত হলেও স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও বেশিরভাগ গণকবর চিহ্নিত করা হয়নি।

ফেনী সরকারি কলেজ মাঠ ছিল পাকিস্তানি হানাদারদের টর্চার সেল। বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাধীনতাকামী মানুষকে ধরে এখানে এনে চালানো হত অমানবিক নির্যাতন। নির্যাতনের পর তাদের হত্যা করে মাটিচাপা দেওয়া হত। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ফেনী পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হলে হাজারো মানুষ ছুটে আসে কলেজ মাঠে তাদের আত্মীয়স্বজনের সন্ধানে। ফেনী সরকারি কলেজ মাঠ খুঁড়লে বেরিয়ে আসে অসংখ্য মানুষের হাড়গোড় ও মাথার খুলি। শত শত মানুষকে এখানে হত্যা করা হয়। বর্তমানে সে জায়গায় কলেজের ভেতর একটি বধ্যভূমি রয়েছে।

ফেনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষার্থে ফেনী সরকারি কলেজ আঙ্গিনায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ ও জেল রোডের পাশে বীর শহীদদের নামের তালিকাসহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ এবং বিলোনীয়ায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু আরও অনেক কাজ করা বাকি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য ফেনীর সূর্যসন্তান, যারা জীবনের মায়া ভুলে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন, তাদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। সেসব মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন উপজেলায়, অঞ্চলভেদে তাদের নামে অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, সেতু, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা চাই।

গবেষণায় ওঠে এসেছে, ফেনীর খেতাবপ্রাপ্ত বহু শহীদ মুক্তিযোদ্ধার কবর এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি। অনেকের কবরের চিহ্নটুকুও পর্যন্ত নেই। যাদের অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকু ছিল, সেটাও অযত্ন অবহেলায় এখন বিলীন হয়ে গেছে। অথচ জাতির এ বীরসেনাদের সমাধি রক্ষার্থে 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি সংরক্ষণ' প্রকল্প রয়েছে এবং এর জন্য বরাদ্দও রয়েছে। কিন্তু, সেটার বাস্তবায়ন কি হয়েছে? খেতাবপ্রাপ্ত অনেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে প্রবেশের রাস্তা পর্যন্তও নেই, অনেকের পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। এমনটা হওয়া তো কাম্য ছিল না। এমন ঘটনা আমাদের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার।

'ফেনী মুক্ত দিবস'-এ একটা বিষয় ভাবনায় উদয় হয় তা হল- ফেনীসহ দেশের অন্য জেলায় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা সঠিক মূল্যায়িত হচ্ছেন কি না! গণমাধ্যমে আমরা প্রায়ই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পাই। এসব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা সরকার প্রদত্ত ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ঠিকই পায়। কিন্তু, মাঝখান দিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা এসব কিছু থেকে বঞ্চিত হন। দেখা যায়, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫৩ বছর অতিবাহিত হলেও এখনও অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সরকারি তালিকায় আসে নাই, মূল্যায়িত হয় নাই।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়া এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রম করা একটা দেশের জন্য এমন ঘটনা পরম লজ্জাকর ব্যাপার। তাই, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দায়িত্বশীলমহলকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে তাদের সঠিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের নামে অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট।

নির্বাচনে স্বচ্ছ রোডম্যাপ : প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন

দেলোয়ার জাহিদ

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক আহ্বান করা সাম্প্রতিক সংলাপ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মত দুইটি রাজনৈতিক সত্বাকে জড়িত এই উদ্যোগটি দেশি ও বিদেশী উভয় অভিনেতাদের দ্বারা রাজনৈতিক বিভাজনের সাম্প্রতিক শোষণের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করে। যাই হোক, একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ বা কাজের কাঠামোর অনুপস্থিতি সংলাপের উদ্দেশ্যমূলক ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনাকে দুর্বল করে দেয়।

জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব: সংকটের সময়ে জাতীয় ঐক্যের প্রধান। আওয়ামী লীগের শাসন, যা অংশগ্রহণকারী নেতাদের দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে, ইতিমধ্যে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি স্বাভাবিক সারিবদ্ধতা তৈরি করেছে। তবুও, মৌলিক রাষ্ট্রীয় ইস্যুতে ঐক্য- সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা - প্রতিক্রিয়াশীল জোটকে অতিক্রম করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ছাড়া, ঐক্যের ঝুঁকি বাস্তবের পরিবর্তে প্রতীকী হয়ে উঠছে।

জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান ও নুরুল হক নুর মত নেতাদের সংলাপ-পরবর্তী বিবৃতিতে আশাবাদের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বিএনপির আবদুল মঈন খানসহ অন্যরা এই ঐক্যের টেকসইতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের বিভাজন মূলক বক্তৃতা একটি 'ফটো' সেশনের চেয়ে বেশি প্রয়োজনের উপর জোর দেয়; আস্থা তৈরি করতে ও দীর্ঘ মেয়াদী সহযোগিতা অর্জনের জন্য কংক্রিট পদক্ষেপ অপরিহার্য।

অন্তর্ভুক্তির ভূমিকা: সাম্প্রতিক সংলাপের একটি স্পষ্ট ত্রুটি ছিল, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) আসম আবদুর রবের মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডারদের বাদ দেওয়া।

ঐতিহাসিকভাবে কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী গোষ্ঠীগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার সমালোচনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে উৎসাহিত করেছে। ভিন্ন মতের কণ্ঠস্বর, সুশীল সমাজ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সব মূল অভিনেতার অংশগ্রহণ ছাড়া জাতীয় ঐক্য অর্জিত হতে পারে না।

সাংবিধানিক বৈধতা প্রক্রিয়াটিকে ভিত্তি করে সংলাপ বিশ্বাসযোগ্য হতে হলে, তা হতে হবে সাংবিধানিক নীতির ভিত্তিতে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার অভাব রয়েছে, যা জাতীয় ঐক্যের সহায়ক হিসাবে তার অবস্থানকে জটিল করে তোলে। সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধা শুধু একটি আইনি ভিত্তিই দেয় না বরং জনগণের আস্থা ও নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে বাইপাস করে- এমন একতরফা সিদ্ধান্ত এড়িয়ে সংসদীয় বিতর্ক বা গণভোটের মত সাংবিধানিকভাবে সংজ্ঞায়িত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধানের উদ্ভব হওয়া উচিত।

তিউনিসিয়ার পাঠ সাংবিধানিক কাঠামো মেনে চলার কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। এর ২০১৩ সালের জাতীয় সংলাপ একটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত সংবিধান গ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যা প্রমাণ করে যে বৈধতা ও জাতীয় মালিকানা সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গার্হস্থ্য মালিকানা ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থতা নিশ্চিত করা: বিদেশী প্রভাব উপলব্ধি সহজেই জাতীয় সংলাপকে লাইনচ্যুত করতে পারে। রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় নেতা ও সুশীল সমাজসহ দেশীয় স্টেকহোল্ডারদের অবশ্যই প্রক্রিয়াটির মালিকানা নিতে হবে। যদিও বহিরাগত উপদেষ্টারা একটি সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করতে পারেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব অবশ্যই জাতীয় হাতে দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে।

রুয়ান্ডার গণহত্যা-পরবর্তী পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার মত উদাহরণ স্থানীয় মালিকানার শক্তি প্রদর্শন করে। গাকাকা আদালতের মত ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, রুয়ান্ডা একটি সমাধান সুরক্ষিত করেছে; যা তার জনগণের সাথে অনুরণিত হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ও বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে - অভ্যন্তরীণ বা আঞ্চলিক - রাজনৈতিক স্পেকট্রাম জুড়ে আস্থা তৈরি করতে।

ভাগ করা জাতীয় স্বার্থের উপর ফোকাস করুন: ঐক্য সংলাপে অবশ্যই যৌথ জাতীয় লক্ষ্য - সার্বভৌমত্ব, শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপর জোর দিতে হবে। এই লক্ষ্যগুলো কিভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ পূরণ করে তার একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা রাজনৈতিক বিভাজনগুলোকে সেতুতে সাহায্য করতে পারে এবং বহিরাগত বর্ণনাগুলো নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করতে পারে। কর্মের জন্য একটি সুসংগত রোডম্যাপ, যেমন একটি সম্মত নির্বাচনী সময়রেখা বা জাতীয় সরকার গঠনের কাঠামো, বিভাজনের সুবিধাবাদী শোষণ প্রতিরোধ করতে পারে।

এগিয়ে যাওয়া: সংলাপ থেকে অ্যাকশনে: অন্তর্বর্তী সরকারের ঐক্যের আহ্বান একটি জটিল মোড়ে আসে, কিন্তু এর বাস্তবায়ন কাঙ্খিত অনেক কিছু রেখে যায়। জাতীয় ঐক্যকে অর্থবহ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অপরিহার্য:

অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ: সব রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংলাপ প্রসারিত করুন।

সাংবিধানিক ভিত্তি: বাংলাদেশের আইন ও সাংবিধানিক কাঠামোর সাথে সমস্ত প্রক্রিয়া সারিবদ্ধ করা।

স্বচ্ছ রোডম্যাপ: নির্বাচন ও নীতি সংস্কারের সময়সীমাসহ ঐক্য অর্জনের জন্য একটি সুস্পষ্ট কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও যোগাযোগ করুন।

নিরপেক্ষ সুবিধা: মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করুন যারা রাজনৈতিক বিভাজন জুড়ে আস্থার নির্দেশ দেয়।

জনসম্পৃক্ততা: স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন এবং বিশ্বাস ও সম্মিলিত মালিকানা বৃদ্ধির জন্য নাগরিকদের এই প্রক্রিয়ায় জড়িত করুন।

মৌলিক রাষ্ট্রীয় ইস্যুতে বিস্তৃত চুক্তি দ্বারা প্রমাণিত ঐক্যের সম্ভাবনা বিদ্যমান। যাই হোক, একটি কার্যকর কাঠামো ছাড়া, এই সংলাপ আরেকটি হারানো সুযোগ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বাংলাদেশ, তার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যার সাথে, একটি সুসংহত পরিচয় বজায় রেখে তার বহুত্ববাদী সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। জাতীয় ঐক্য মানে ভিন্নতা নয়, বরং বৈচিত্র্যময় কণ্ঠের সামঞ্জস্য ও অন্তর্ভুক্তির প্রচার। দার্শনিকভাবে, এটি ধর্ম, জাতি বা রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে সব নাগরিকের জন্য সমতা, ন্যায়বিচার ও সম্মানের নীতির প্রতি অঙ্গীকার।

আশা, অভিজ্ঞতা, এবং পরিবর্তনের পথচলা

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

মানুষের জীবনে আশা এবং স্বপ্ন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। ইতিহাস বলে, যে কোনো বড় পরিবর্তনের পেছনে ছিল কিছু মানুষের স্বপ্ন এবং তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের প্রায়ই হতাশ করে। রাজনৈতিক অঙ্গনে এর উদাহরণ অগণিত। একের পর এক সরকার পরিবর্তন, অঙ্গীকার ভঙ্গ, এবং সুবিধাভোগীদের উত্থান আমাদের অনেক সময় হতাশার গভীরে ডুবিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এক সময় অবাস্তব বলে মনে করা হতো। কিন্তু সেই অবাস্তব স্বপ্নই একদল মানুষের চেষ্টায় বাস্তবতায় রূপ নেয়। অতএব, স্বপ্ন এবং আশা কোনো ক্ষণস্থায়ী আবেগ নয়। বরং এগুলো মানবজাতির অগ্রগতির শক্তিশালী মাধ্যম। তবু, যখন প্রতিটি সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই রকম প্রভাবশালীদের উত্থান দেখি, তখন মনে হতে পারে, পরিবর্তনের নামে আমরা শুধুই একটি চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি নতুন আলো জ্বালিয়েছে। এই সরকারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো পেশাদার রাজনীতিবিদদের অনুপস্থিতি। রাজনীতি দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতা, প্রভাব, এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের খেলা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই সরকারের ভিন্ন গঠন তাদের কাজকে স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি করেছে। তাদের প্রতি আশাবাদ এই কারণে যে, তাদের প্রতিশ্রুতি হয়তো রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থেকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। যদিও এই আশার সত্যতা সময়ই প্রমাণ করবে, তবুও একটি স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে কাজ শুরু করার বিষয়টি ইতিবাচক। অতীতে আমরা এরশাদ, খালেদা, বা ১/১১-এর সময়কার পরিবর্তন দেখেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের আশা ছিল, হয়তো এবার জনগণের প্রকৃত কল্যাণ হবে। কিন্তু সেসব পরিবর্তন প্রত্যাশা পূরণ করেনি। তবুও, এর মানে এই নয় যে, এসব পরিবর্তন সমাজে কোনো প্রভাব ফেলেনি। প্রত্যেকটি আন্দোলন বা পরিবর্তন, তাৎক্ষণিক ফল না দিলেও, দীর্ঘমেয়াদে সমাজে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বীজ বপন করে। এরশাদের পতন আমাদের শিখিয়েছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি, এবং ১/১১ আমাদের বুঝিয়েছে রাজনীতির সংস্কারে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা। তবে হতাশার চক্র থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হলো সক্রিয় উদ্যোগ।

সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উত্থান কোনো নতুন বিষয় নয়। প্রতিটি শাসনামলে এমন কিছু গোষ্ঠী থাকে, যারা নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। কিন্তু সুশাসন এবং জনগণের সচেতনতা এই গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব কমাতে পারে। জনগণের দায়িত্ব শুধু ভোট দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদের সচেতনভাবে শাসকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবাদ জানানোও জরুরি। রাজনীতি কখনোই শুধুমাত্র ক্ষমতার খেলা নয়। এটি একটি সামাজিক চুক্তি, যেখানে শাসকগোষ্ঠী এবং জনগণের মধ্যে দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। জনগণের প্রতি শাসকদের প্রতিশ্রুতি শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা সমাজের প্রতি বিশ্বাসহীনতা তৈরি করে। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন। যদি তা না ঘটে, জনগণের অধিকার রয়েছে শাসকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার। আমাদের মনে রাখতে হবে, হতাশা কোনো সমাধান নয়। অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আশা আমাদের স্বপ্ন দেখায় এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। যদি বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের হতাশ করে, তাহলে তা কাটিয়ে উঠতে হবে নতুন উদ্যোগ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

পরিবর্তন একটি ধীর প্রক্রিয়া। এটি রাতারাতি ঘটে না। তবে প্রতিটি ছোট পরিবর্তনই ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় ভিত্তি গড়ে তোলে। আমাদের দায়িত্ব হলো এই পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা এবং এর সুফলকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া। অতীতের ব্যর্থতা আমাদের হতাশ করলেও, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে জরুরি।

মানুষ কি পরস্পর যুক্ত?

কাজী জহিরুল ইসলাম

পৃথিবীর সব মানুষ যুক্ত এই বিশ্বাস আমার ছেলেবেলা থেকেই। বলতে পারেন এটি আমার কৈশোরের হাইপোথিসিস। সারা জীবন ধরে এই হাইপোথিসিসের সত্যতা খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে কী পেলাম তা এই রচনায় উল্লেখ করবো। চট্টগ্রামে জন্ম নেয়া, ১১ বছর বয়সে শ্রী অরবিন্দের আশ্রম ভারতের পন্ডিচেরিতে চলে যাওয়া এবং ৩৩ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানো আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী চিন্ময় সমস্ত জীবন এই বিশ্বাসকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছেন। নিউইয়র্কে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব আশ্রম। এখানে জড়ো হয়েছে অসংখ্য মার্কিন নাগরিক, শ্রী চিন্ময়ের বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে গ্রহণ করেছেন তার শিষ্যত্ব। শ্রী চিন্ময় সেন্টারের কার্যক্রম এখন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর ৯১টি দেশের ৩৫০ টিরও অধিক শহরে, এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নানান জাত, ধর্ম ও বর্ণের হাজার হাজার মানুষ। আজ এই আশ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের নাম 'ওয়াননেস হার্ট সেন্টার'। এই সেন্টার নিশ্চয়ই নিয়মতান্ত্রিক সাধনার মধ্য দিয়ে ওয়াননেসের চর্চা করে। আমি সেইসব নিয়ম জানি না। নিয়মতান্ত্রিক মেডিটেশন করি না। তবে আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি। আমার চিন্তায় ওয়াননেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা কিছু এসেছে তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

আমি মনে করি শুধু জীবিত মানুষেরাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তা-ই না, যারা মৃত এবং যাদের জন্ম হয়নি তারা সকলেই যুক্ত। আসলে সর্বকালের সকল মানব যুক্ত। একটিই প্রাণ শত কোটি, হাজার কোটি দেহে প্রবাহিত।

একটি উদাহরণ দিই। বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদের যোগাযোগের ৫৫ শতাংশ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ৩৮ শতাংশ কণ্ঠের অভিব্যক্তি এবং ৭ শতাংশ ভাষা দিয়ে ঘটে। এর কারণ হিসেবে আমরা পাই, মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যোগাযোগ করেছে, আরো কয়েক লক্ষ বছর কণ্ঠের অভিব্যক্তি, অর্থাৎ নানান রকম শব্দ দিয়ে যোগাযোগ করেছে এবং মাত্র ২ লক্ষ বছর যাবৎ ভাষা দিয়ে যোগাযোগ করতে শিখেছে। সেই অভিজ্ঞতা আজকের মানুষের ডিএনএর মধ্যে আছে। তাই আজকের আধুনিক মানুষের মধ্যেও সেই অনুপাত প্রতিফলিত হচ্ছে। তাহলে বিষয়টা দাঁড়ালো আমি একা স্বতন্ত্র কোনো স্বত্বা নই, আমার মধ্যে আছে ৩২ লক্ষ বছরের অভিজ্ঞতার ডিএনএ এবং আমি পরিচালিত হই সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে। সুতরাং জন্মের আদি থেকে আজ অব্দি যত মানুষ এসেছে পৃথিবীতে তারা সকলেই যুক্ত।

আমার মধ্যে বাস করে কমপক্ষে ১০০ ট্রিলিয়ন জীবন্ত কোষ। প্রত্যেকটি কোষ এককভাবে জীবন্ত। আমার দেহ থেকে বের করে অন্য কোনো পাত্রে রেখে প্রতিটি কোষকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। তাহলে কী দাঁড়ালো? ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন প্রাণি মিলে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি তো আমি না, ট্রিলিয়ন প্রাণের সমষ্টি। তাহলে ৭ বিলিয়ন মানুষ ও আরো বিলিয়ন বিলিয়ন প্রাণি মিলে তৈরি এই পৃথিবী [কিংবা ব্রহ্মাণ্ড] যে একটি একক সত্ত্বা তা ভাবা কি অযৌক্তিক হবে?

আমরা যদি আল্পস পর্বতশৃঙ্গকে আকাশ থেকে দেখি, দেখবো অনেকগুলো চূড়ো এবং সবগুলো চূড়োই নিচের দিকে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আমরা জানি প্রতিটি চূড়োর নিজস্ব নাম আছে, যেমন মন্ট ব্লাঁ, মন্টে রোজা, ডোম, লিজকাম, উইজহর্ন ইত্যাদি। মানুষের চেতন এবং অবচেতনের কথা আমরা জানি। চেতন সত্ত্বার নানান নাম থাকে, জহিরুল, আমিনুল, কুমার, স্মিথ, লিসা কতো কী। কিন্তু অবচেতনের কোনো নাম নেই। কেননা পর্বতশৃঙ্গের শেকড়ের মতো সকল অবচেতন একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। অবচেতন এক সুবৃহৎ সত্ত্বা, হয়ত আমরা কেউ কেউ সেই অবস্থাটিকেই বলি পরমাত্মা।

আরো একটি উদাহরণ দিই। এ-কথা আমরা প্রায়শই বলতে শুনি, মানুষ দুনিয়াতেই তার কর্মফল ভোগ করে। পরকাল আছে কী নেই, মানুষ মৃত্যুর পরে বেহেশতে যাবে না নরকে যাবে সেই চিন্তা না করতে মনীষীরা বলেন। তারা বলেন, ইহকালেই তুমি তোমার কর্মফল ভোগ করবে। কীভাবে? যদি এভাবে ভাবি, এই পৃথিবী একটি সুবৃহৎ পাত্র। আমরা সবাই সেই পাত্রের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি কিংবা প্রদক্ষিণ করছি। আমরা যা উৎপাদন করি তা এই পাত্রে ঢেলে দিই। আবার আমাদের যা প্রয়োজন তা এই পাত্র থেকে তুলে খাই। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ যদি বিষ উৎপাদন করে পাত্রটির অর্ধেক বিষে পূর্ণ হয়ে উঠবে। এখান থেকে নিয়ে আমি যা খাবো তার অর্ধেক তো বিষই হবে। আমি যদি ভালো কাজ করি, তার কিছুটা আমার কাছে ফিরে আসবেই, আমি যদি মন্দ কাজ করি তারও কিছুটা আমার কাছে ফিরে আসবে। কাজেই আমরা সবাই যুক্ত।

আমরা যে যুক্ত তার অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। এবার আসি ওয়াননেসের চর্চা আমরা কেন করবো, এই বিষয়টাতে। আপনি যদি বিশ্বাস করেন আমরা সবাই যুক্ত তাহলে ওয়াননেসের চর্চার মধ্যেই আপনি আছেন। আপনি যদি বলেন, আমি একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, এইসব আজগুবি কল্পনা আমি বিশ্বাস করি না। আমি আপনাকে দোষ দেব না। বিশ্বাস একটি অন্ধকার চাদর, সত্যকে সে ঢেকে রাখে মাত্র। একদিন বিজ্ঞান সেই চাদরের নিচ থেকে সত্যকে বের করে এনে আলোতে মেলে ধরে। যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান তা উন্মোচন না করছে ততদিন আপনি কেন ওয়াননেসের চর্চা করবেন তার পক্ষে একটি যুক্তি দিয়েই লেখাটি শেষ করবো।

আপনি যদি ওয়াননেসের চর্চা করেন তাহলে আপনি একথা মানবেন যে আপনি, আমি, আমাদের প্রতিবেশী আমরা সকলেই যুক্ত। আমরা পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ। যদি তাই হয় তাহলে আমরা একে অন্যকে আঘাত করতে পারবো না। আমি কি আমার ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে আঘাত করি? করি না। ১৯২৩ সালে, যখন জাতিসংঘ ছিল না, ছিল লিগ অব নেশনস, তখন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কামাল আতাতুর্ক বলেছিলেন আমাদের এমন একটি বিশ্বসংস্থা প্রয়োজন যার কাজ হবে রাষ্ট্রগুলোকে বোঝানো যে আমরা পরস্পর মানব দেহের অঙ্গের মতো যুক্ত। এক দেশে যুদ্ধ, মহামারী হলে অন্য দেশকে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে যেন তার দেহের একটি অঙ্গ আঘাত পেয়েছে। এটিই রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ওয়াননেসের চর্চা। এটিই আজকের জাতিসংঘের মূল কাজ। এই ওয়াননেসই কার্যকর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ঠিক একইভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে আমরা যদি এই ওয়াননেসের চর্চা করি তাহলে আমরা সবাই অনেক বেশি মানবিক হয়ে উঠবো এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আপনি/আমি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হওয়ার কারণে 'আমরা পরস্পর যুক্ত নই' এই বিষয়ে নিশ্চিত হলেও, আসুন বিশ্বমানবতার জন্য, শান্তির পথে দুকদম হেঁটে যাওয়ার লক্ষে যতটা পারি ওয়াননেসের চর্চা করি।

হলিসউড, নিউইয়র্ক

জনশক্তি যেভাবে অর্থনীতির বড় হাতিয়ার হতে পারে

ড. সেলিম জাহান

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রম এবং উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কিন্তু শুদ্ধ শ্রমশক্তি বা যেনতেন উদ্যোগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিময় করতে পারে না, তার জন্য শ্রমশক্তি এবং উদ্যোগকে সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

অন্য কথায়, শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ হতে হবে। এটা অনস্বীকার্য যে, একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার ভৌগোলিক আয়তন নয়, তার প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার সুদক্ষ মানুষ এবং বাংলাদেশের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রতুল জনবহুল দেশে এ কথাটি আরও সত্যি।

একটি দেশের মানবসম্পদ তিনটা পন্থায় তার অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে।

প্রথমত: উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানবসম্পদের সক্ষমতা ও অন্যান্য উপকরণকে সার্থক এবং কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে। মানবসম্পদের অনুপস্থিতিতে ভূমি, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উৎপাদন, উপকরণ কিছু জড় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত: উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির প্রভাব এবং অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেই প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যথার্থ মানবসম্পদ প্রয়োজন। আজকের বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের কালে সক্ষম এবং সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার ভৌগোলিক আয়তন নয়, তার প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার সুদক্ষ মানুষ...

তৃতীয়ত: মানব সভ্যতার উত্তরণে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি, সৃষ্টিশীলতা এবং সৃজনশীলতার একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। একটি দেশের শ্রমশক্তি যখন এসব গুণাবলী অর্জন করে, তখন সেটা প্রাসঙ্গিক মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় শ্রমশক্তির উন্নত উৎপাদনশীলতার কারণে সেসব দেশের জাতীয় আয়ে শ্রমের অনুপাত অনেক বেশি। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ে শ্রমশক্তির অংশ ৬২ শতাংশ। মেক্সিকোর মতো উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় আয়ে শ্রমের অংশ ৩৫ শতাংশ। এর কারণ, শ্রমের কম উৎপাদনশীলতা।

অন্যদিক থেকে দেখলে, উন্নত দেশে শ্রমশক্তি মানবসম্পদে পরিণত হয়েছে, কিন্তু অনুন্নত দেশে শ্রমশক্তির পরিপূর্ণ মানবসম্পদ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি আছে। উন্নত বিশ্বে বর্ধিত সক্ষমতার কারণে তাদের মানবসম্পদ প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে তাদের অগ্রগতিকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি কাজের জগৎকেও বদলে দিয়েছে এবং নতুন নতুন মানবসম্পদের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকের বৈশ্বিক বাণিজ্যে জ্ঞান-সম্পৃক্ত পণ্য বাণিজ্যের অংশ ক্রমবর্ধমান। পুঁজিঘন বা শ্রমঘন পণ্যের বাণিজ্যের তুলনায় জ্ঞান-সম্পৃক্ত বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধিহার অনেক বেশি—এ প্রবৃদ্ধিহার পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্যের চেয়ে ১.৩ গুণ বেশি।

সাম্প্রতিক সময়ে জ্ঞান-সম্পৃক্ত পণ্য বাণিজ্য বিশ্বের মোট পণ্য বাণিজ্যের ৫০ শতাংশ। সুতরাং যাদের আজকের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার মতো সম্পদ ও দক্ষতা আছে, তারাই বর্তমান তথ্য ও সংখ্যা সম্পৃক্ত অর্থনীতিতে দ্রুত উন্নতি করছেন।

বিশ্বে ২০২২ সাল নাগাদ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কাজের ক্ষেত্রে ১৩ কোটি নতুন কাজের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য একই সময়কালে স্বয়ংক্রিয়করণ এবং নতুন প্রযুক্তির কারণে ৭ কোটি কাজ লুপ্ত হয়ে গেছে।

নতুন যেসব কাজের জন্য বেশি চাহিদা লক্ষ্য করা গেছে, তার মধ্যে আছে উপাত্ত, বিজ্ঞানী ও বিশ্লেষক; ই-বাণিজ্য এবং সামাজিক মাধ্যম বিশেষজ্ঞ; প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপক; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ। সন্দেহ নেই যে, নতুন এক ধরনের মানবসম্পদ প্রয়োজন হবে আগামী পৃথিবীর কর্ম জগতে।

এ লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে নানান দেশ। পরিশীলিত করছে শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ পদ্ধতি। জোর দিচ্ছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে। ইংরেজিতে এটাকে বলা হচ্ছে STEM (Science, Technology, Engineering and Medicine)।

> ভবিষ্যৎ সময়ে বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে শুধুমাত্র দেশে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করলে চলবে না, তাদের বিশ্বের অন্যান্য তরুণদের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করতে হবে। সুতরাং সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপরে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন

চীনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা সনদ নিয়ে বের হচ্ছেন, তাদের মধ্যে STEM স্নাতক ৪০ শতাংশ। ভারতে এই সংখ্যা ৩০ শতাংশ। আজকের দিনে মানবসম্পদ গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনটা দক্ষতার ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে—তিনটা 'C'—cognitive skill (জ্ঞানের দক্ষতা), communication collaboration (যোগাযোগ সহযোগিতা) এবং coordination (সমন্বয়)। সামগ্রিক দক্ষতা অর্জনে এসব দক্ষতা এক ধরনের নমনীয়তা দেবে, যাতে এক পেশা থেকে অন্য পেশায় ন্যূনতম আয়াসেই চলে যাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, আগামী দিনের কর্মজগৎ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব চালচিত্র বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। আজকের বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশি। ২০১০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ বেড়েছে।

ভবিষ্যৎ সময়ে বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে শুধুমাত্র দেশে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করলে চলবে না, তাদের বিশ্বের অন্যান্য তরুণদের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করতে হবে। সুতরাং সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপরে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন—

প্রথমত: দেশের এবং দেশের বাইরের কাজের জগতে কী ধরনের কাজের সুযোগ আগামী দিনগুলোয় তৈরি হতে পারে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা। এই প্রসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের আপাতনকে মনে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে সেইসব কর্ম সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কী ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হবে, তা চিহ্নিত করা।

দ্বিতীয়ত: বর্তমানে বাংলাদেশে কী দক্ষতা তৈরি হচ্ছে, তার একটি প্রতিবেদন তৈরি করা। সেই দক্ষতা এবং উপযুক্ত সুযোগের ক্ষেত্রে কোথায় ঘাটতি আছে, তা চিহ্নিত করা। এ কাজটি করার সময়ে দেশের উদ্যোক্তাদের শ্রম চাহিদা এবং বহির্বিশ্বের শ্রম প্রয়োজনকে মাথায় রাখতে হবে।

দুইয়ের সমন্বয়ে বাংলাদেশের জন্য একটি মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সে পরিকল্পনাকে দেশের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

সন্দেহ নেই যে, নতুন এক ধরনের মানবসম্পদ প্রয়োজন হবে আগামী পৃথিবীর কর্ম জগতে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে নানান দেশ। পরিশীলিত করছে শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ পদ্ধতি।

তৃতীয়ত: দেশের শিক্ষা কাঠামোর—শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ পদ্ধতির একটি সমীক্ষা প্রস্তুত করা। সে সমীক্ষার লক্ষ হবে দেশের শিক্ষা কাঠামো উপরোক্ত মানবসম্পদ পরিকল্পনার কোন ক্ষেত্রে শ্রম চাহিদা মেটাতে অক্ষম তা নির্ণয় করা। সে চালচিত্রের আলোকে পুরো শিক্ষা কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। সে কাঠামোতে তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ কাঠামো প্রণয়নে একদিকে যেমন বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের দিকে নজর রাখতে হবে, তেমনি অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা এবং অর্জনকে সামনে রেখে সেখান থেকেও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শিক্ষা কাঠামোয় প্রবিষ্ট করতে হবে।

চতুর্থত: মানবসম্পদ উন্নয়নকে কার্যকর করতে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, দক্ষতাকে আধুনিক সময়োপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিরন্তরভাবে করা প্রয়োজন। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ দেশের শ্রমশক্তিতে যারা আছেন, তাদের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি দরকার শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদেরও। প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও পন্থা ও উপকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে। তাই, এ ক্ষেত্রেও বহির্বিশ্বের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কার্যকর একটি ভূমিকা রাখতে পারে।

পঞ্চমত: মানবসম্পদ উন্নয়নের উপযুক্ত কাঠামোর নিয়মিত পরিবীক্ষণ, নিবিড় নিরীক্ষণ এবং বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের প্রয়োজন। এ সবকিছুর ভিত্তিতে সময় থেকে সময়ান্তরে সেই মানবসম্পদ কাঠামোর পর্যালোচনা করা দরকার। সে পর্যালোচনার আলোকে সেই কাঠামোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিশীলন দরকার হতে পারে।

কারণ, পৃথিবী বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে সমাজ ও মানুষ, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা, বদলে যাচ্ছে মানবসম্পদের চাহিদা ও জোগান। সেই পরিবর্তিত সময়ে বাংলাদেশ যেন তার এক এবং অনন্য সম্পদ—মানব সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করতে পারে। আমাদের উন্নতি এবং অগ্রযাত্রার এটি একটি অন্যতম চাবিকাঠি।

ড. সেলিম জাহান, ভূতপূর্ব পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

বেগম রোকেয়া : নারীবাদী আন্দোলনের নক্ষত্র

আফতাব চৌধুরী

মুসলিম সমাজের নারীবাদী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম সমাজের মেয়েদের অসূর্যস্পর্শ ও অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে জীবন কাটাতে হত। বেগম রোকেয়া এ কথা আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, সমাজের নারী জাতির জন্য কিছু করা আবশ্যক। শিক্ষা, সমাজ, নারীমুক্তি ও সর্বোপরি মানুষ নামের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য এক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার চেতনা বাঙালির মনে প্রবেশ করানোর দুরূহ কাজ বেগম রোকেয়া কাঁধে নিয়েছিলেন। আজকের মুসলমান সমাজের মেয়েরা যতখানি আলোকপ্রাপ্ত, তার সম্পূর্ণ গৌরব প্রাপ্য নারী আন্দোলনের বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্ত এক নারী বেগম রোকেয়ার।

১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম নেন বেগম রোকেয়া। পিতা জহিরুদ্দিন মো. আবু আলী হায়দার সাবের। মাতা রাহাতন্নেছা সাবেরা চৌধুরানী। পিতা-মাতার দিক থেকে রোকেয়া উচ্চ বংশের অধিকারী ছিলেন। রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, জলপাইগুড়ি ও বাহারবন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার পিতার বিরাট জমিদারী। মা ছিলেন বলিয়াদীর জমিদার কন্যা। রোকেয়ার পরিবারে পর্দা প্রথার খুবই কড়াকড়ি ছিল। পর্দার নামে এক কথায় 'অবরোধ প্রথা' চালু ছিল। বড় বোন করিমুন্নেসা শৈশবে বাংলা শেখায় মোল◌া মুরুব্বীদের নিন্দা ও প্রতিবাদে তার পড়া বন্ধ করে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয় দেলদুয়ারের জমিদারের সঙ্গে। তিনি কাব্য চর্চা করতেন। বড় দুই ভাই কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তেন। ছোট বোনের নাম হোমাইরা। রোকেয়ার মাতৃভাষা বাংলা হলেও পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। শৈশবে ধর্মীয় শিক্ষা নেন এবং অবরোধের অন্তরালে জীবন কাটালেও সুর করে পুঁথি পড়তেন। বহু আঞ্চলিক ছড়া ও পুঁথি তার মুখস্থ ছিল। বড় বোন ও ভাইদের কাছেই রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখাপড়া শেখেন। রাতের অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার এ শিক্ষা অর্জনের কথা শোনা যায়।

১৬ বছর বয়সে ১৮৯৬ সালে ভাগলপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয়ে রোকেয়ার সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে। তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত উদার মনের মানুষ। তার সান্নিধ্য ও সাহচর্যেই উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন রোকেয়া। ১৯০৯ সালে রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন এবং তার স্ত্রী বেগম রোকেয়ার নামেই একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর তিনি ভাগলপুরে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু, ভাগলপুরে তিনি বেশি দিন থাকতে পারলেন না তার স্বামীর প্রথম পক্ষের মেয়ে ও জামাতার অত্যাচারে। তিনি ভাগলপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে ১৯১১ সালের ২৬ মার্চ নতুন উদ্যমে ১৩ নম্বর ওয়ালিউল◌াহ লেনের একটি বাড়িতে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল' শুরু করেন। স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতে তিনি ঘরে ঘরে যেতেন। স্কুলে আস্তে আস্তে মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ১৩ নম্বর

> রোকেয়া সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাশীল লেখক হিসাবে সমসাময়িক সাহিত্যকদের সাথে প্রথম স্থানে অবস্থান করলেও সে যুগে একজন জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সচেতন প্রগতিশীল সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মননে চিন্তা-ভাবনায় শুদ্ধতম আদর্শ বাঙালি ছিলেন।

ইউরোপিয়ান অ্যাসহিলাম লেনের স্কুল সরিয়ে নে ১৯১৩ সালের মে মাসে। এরপর ১৯১৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এ স্কুল ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডে চলে যায়। পাঁচটি ক্লাস ও ৭০ জন ছোট বড় মেয়ে ছিল ছাত্রী। ১৯৩০ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

১৯১৬ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলাম' নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর সেক্রেটারি ছিলেন। এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল নারী সমাজের সমস্যা ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও অধিকার আদায়। সে সঙ্গে মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্ঠায় নারী শিক্ষা ও জাগরণ ছিল তার জীবনের একমাত্র সংগ্রাম। তার আজীবনের আদর্শ, সাধনা ও দর্শন ছিল এটিই। বেগম রোকেয়া বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি 'নিখিল ভারত মুসলিম সমিতির' আজীবন সদস্যপদ, বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর সদস্য ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারী তীর্থ' কার্যনির্বাহী সদস্য ও ছিলেন। এ সংগঠনটি পতিতা নারীদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করত। ১৯২০ সালে কলকাতার স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে আলীগড় মহিলা সমিতির সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ নেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় নারী সম্মেলনে সভানেত্রী হিসাবে ভাষণ দেন।

১৯০৫ সালে বেগম রোকেয়ার প্রথম গ্রন্থ প্রবন্ধ সংকলন "মতিচুর" প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে "নবনূর" প্রকাশিত হলে অধিকাংশ লেখাই এখানে প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালে রচিত হলেও ১৯০৮ সালে রোকেয়ার ইংরেজি গ্রন্থ "সুলতানাস স্বপ্ন" বা সুলতানার স্বপ্ন প্রকাশিত হয়। "অবরোধবাসিনী" শিরোনামে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৫ কার্তিক, ১৩৩৬ ভাদ্র, ১৩৩৭ শ্রাবন, ও ১৩৩৭ ভাদ্র সংখ্যা মাসিক "মোহাম্মদী পত্রিকায়, রোকেয়ার "পদ্মরাগ" উপন্যাসটি রচিত হয় সম্ভবত ১৯১০ সালের পূর্বে। তখন তিনি কলকাতা শহরেই ছিলেন। রোকেয়ার সর্বশেষ লিখিত প্রবন্ধ "নারীর অধিকার"। মৃত্যুর আগের দিন রাতে তার লেখার টেবিলে পেপার ওয়েটের নিচে এ লেখাটি পাওয়া যায়।

রোকেয়া সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাশীল লেখক হিসাবে সমসাময়িক সাহিত্যকদের সাথে প্রথম স্থানে অবস্থান করলেও সে যুগে একজন জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সচেতন প্রগতিশীল সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মননে চিন্তা-ভাবনায় শুদ্ধতম আদর্শ বাঙালি ছিলেন।

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর ভোরবেলায় বাংলার মুসলিম মেয়েদের জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেছে। একটু একটু করে শতাব্দীর সফল, সব অবদান ধূলোয় মলিন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, নারী সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বেগম রোকেয়ার নাম, তার ছবি, তার আন্দোলন ও মুক্তির বাণী। আজকের বাংলাদেশের নারীর অবস্থানই ছিল বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন। আজকের নারীই রোকেয়ার সেই অসম্ভবের স্বপ্নকে সফল করার সব কাঁটা উপরে ফেলেছে, ফেলবে। শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রোকেয়ার মানসকন্যারা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

চলে আসার পেছনে

দীপংকর গৌতম

চলে আসার পেছনে একটি অঙ্ক থাকে
একটি চাপা কান্নার পাতলুন থাকে
পতাকার মতো ওড়ে সে পাতলুন আর কষ্টের গান গায়
তোমরা কি তার ভাষা বোঝো?

আমি কোনো কিছুই না বুঝে গাড়িতে উঠে পড়ে দেখি
একটি ভাস্কর্য-ইট কাঠের সে ভাস্কর্য
এক সময় অদৃশ্য হলেও
বস্তু জগতে ভাস্কর্যতে বিদায়ের আবাহন থাকে।
আমি কোনো কিছুই না বুঝে দেখি
বেদনার রাতগুলো একটা একটা অমীমাংসিত
শোকসভা বসায়

সবহারা মানুষের কারও কাছে
একটি অব্যক্ত চাপা কান্না চিন্তার চৌকাঠে
লেগে থাকে একটা বর্ষণমুখর বৃষ্টির অপেক্ষায়—

একটি বিরহের তন্দ্রাঘোর

এনাম আনন্দ

যামিনির আঁধারকে বালিশ বানিয়ে
জোনাকির পাহারায় রাত জেগে শুনি ঝরাপাতাদের
বিচ্ছেদ গান।
বিষাদময় বিরহের প্লাবন;
কুস্তিগীরের ন্যায় মাথায় তোলে- আছাড় দিয়ে ভাঙে
বুকের পাঁজর।
তন্দ্রাঘোরে-
গঙ্গা ফড়িংয়ের লেজে সুতো বেঁধে উড়ে যাই চন্দ্রলোকে।
সেখানে-
মেঘের পিঠে হেলান দিয়ে
ছিঁড়ে যাওয়া তাসবিহ দানার মতো একটা একটা করে
হারানো দিনের স্মৃতি কুড়াই।

যে বোঝেনি

আল মামুন রিটন

যে বোঝেনি ক্রীতদাসের চাহনি,
বোঝেনি অসহায়ের নীরবতা
যে দেখেনি পাখিদের স্বাধীনতা,
অনুভব করেনি ঝরনার ছন্দ
তাকে বলো না নাগরিক বৈষম্য,
বলো না পাতারাও কেন লটকে থাকে।

কোন মায়ায় গৃহবন্দি বধূয়া,
কেন স্থির থেকেও হাসছে নক্ষত্র
বলো না তাকে জাগতিক কিছু,
দেখিও না জাগরণের তীব্র কলরব!

ও বুঝবে না শাসন ও শোষণের গল্প,
যে অন্ধ, নিজ ফিতায় বাঁধে চোখ
ওকে মুক্ত আকাশ দেখিও না,
দেখিও না কাঁদে কেন দলিত তৃণ।
কাঁদে কেন জাত ও জনতার পতাকা।

দেখা হবে

সুশান্ত হালদার

আমাদের দেখা হবে
সুনীল মঞ্চে কিংবা পল্টনে
কবিতার আসর পালিয়ে
যে কবি এসেছে সমতট উপচিয়ে গণতন্ত্রের মিছিলে
সে কি জানে জীবনানন্দ সভা ঘরে
প্রেমিকা তার মরেছে কবিতার বিষ পান করে?

আমাদের দেখা হবে
নদীতট কিংবা মহাস্থান গড়ে
হু হু বাতাস যদি ক্ষিপ্ত হয় কালো মেঘ কালো গর্জনে
পেতে দেব বুক বৈশাখ ঝড়ে
যেভাবে বিপ্লব ধেয়ে আসে গণ আন্দোলনে

আমাদের দেখা হবে
নাইক্ষ্যংছড়ি কিংবা রাঙামাটির কাপ্তাই লেকে
পাহাড় ছোঁয়া মেঘ যদি ভিজিয়ে দেয় আষাঢ় তাণ্ডবে
মনে রেখ...
এ বদ্বীপ রক্ষার্থে টার্বাইন হবো আততায়ী সম্মুখে!

মহিয়সী নারী

রোমানুর রোমান

তুমি এক রূপকথার মতো,
যে গল্প হাজার বছরেও মুছে যায় না
যার পদধ্বনি আছড়ে পড়ে ইতিহাসের পাতায়
যে চিরকাল বাঁচবে মানুষের হৃদয়ে।

তুমি ছিলে সে দীপ্তির দীপ,
যার আলোর ছটা ভেদ করে অন্ধকার
সামাজিক শৃঙ্খল ভেঙে,
নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলে নতুন পথে।

তোমার শক্তি ছিল ভালোবাসায়,
তোমার সাহস ছিল অটল বিশ্বাসে
নারীর অধিকার তুমি প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলে
বিশ্বকে দেখিয়েছিলে, নারীও হতে পারে মহীয়সী।

তোমার চেতনা, তোমার সংগ্রাম,
গোলাপের মতো ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীজুড়ে,
তুমি ছিলে নারীর জন্য এক অমর দিশা

তুমি পথ দেখিয়েছ, তুমি ইতিহাস সৃষ্টি করেছ।
যতদিন বাঁচবে পৃথিবী, তোমার গল্প শোনাবে

প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

জোছনা রাতের বউ

নীহার মোশারফ

তোমার না হয় ভীষণ ব্যথা, শান্তি অনেক দূর
আমার পুরুষ মিথ্যাবাদী, নেশায় থাকে চুর
কত্ত নদী মনের ভেতর, চলকে ওঠে রং
আটাশ শেষে কুঁজড়া নারী করে কেবল ঢং।

প্রেমের টানে সুখের আশায় মন ছেড়েছে ঘর
দেহ আমার ছুঁতে শকুন সব করেছে পর
কঠিন জ্বালা, বুঝাই কারে, কীসে এত ঝড়?
আমার ভেতর ভোগের খুঁটি খুব করে নড়বড়।

নদী ছোটে এঁকেবেঁকে, জলের ধারায় ঢেউ
কীভাবে যে বেঁচে আছি, বোঝবে কী আর কেউ?
নারী আমি, সেও নারী মধ্যে বিশাল ফাঁক
অসময়ে গভীর রাতে ডাকে চেনা কাক।

আশা বড় ভেলকিবাজি, কারসাজিতে মউ
সুপ্তা এখন দুখুর ঘরে, জোছনা রাতের বউ।

প্রণয়ের জলরঙা ফুল

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

জোছনার শরীরে সৌন্দর্য খুলে দেয় চাঁদ
পাতার ভেতরে লুকিয়ে রাখা ছোপ ছোপ দলা
বৃক্ষের পাদদেশে আঁকে জল রঙের ফুল
ফুলের সুরভি কুড়িয়ে রাত্রির ডাহুক
ঘ্রাণ নিয়ে হেঁটে যায় বনের গহিনে
দূরের মাঠ ঘাট বিস্তৃত প্রান্তর
যেখানে নদী খুলে রাখে তার তীর্থস্নাত বুক
সেখানে তপস্বী কবি ধ্যান কুড়িয়ে চলে
শব্দের শরীরে মাখে উপমার প্রসাধনী
কবিতায় জ্বলে ওঠে প্রণয়ের বিমুগ্ধ বারুদ

প্রচ্ছদ প্রজাপতি

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

রাত্রিযাপন করতে করতে দিন যাপনের কথা ভাবি
সহসাই কিছু কিছু শব্দ রাজা হয়
ওরা রাজার মতোন সিংহাসনে বসে থাকে
নক্ষত্রগুলো পাখা বিস্তার করে শুদ্ধ বাক্যের ছায়া দেয়!

আমার যাপিত দিনগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই
আগন্তুক শিশিরের মতো ম্রিয়মাণ
কিছুক্ষণ জাঁকিয়ে বসে, জ্বল জ্বল করতে থাকে
অতঃপর অতিথি ঘাসের 'পর নিভৃতে জীবন খুঁজে!

ভালোবাসার নামে টুকটাক দু'একটি প্রচ্ছদ প্রজাপতি হয়
ওরাও একদিন ওড়ে যায়
পেছনে পড়ে থাকে সেই রাত... সেইদিন; আর
বাড়তে থাকে বাপ-দাদা-পরদাদার বাস্তুভিটার ঋণ!

নিস্তব্ধতার প্রতিধ্বনি

মধুমিতা দত্ত

"শুভ জন্মদিন রুহি, উঠে পড়ো, স্কুলের সময় হয়ে গেল।" মায়ের ডাকে ছোট্ট রুহি মুখ থেকে চাদর সরালো। আর তখনই ঘন কুয়াশার ধূসর পর্দা সরিয়ে মিষ্টি সকালের রোদ এসে পড়লো রুহির মুখের উপর। পাহাড়ি অঞ্চলের শহর শৃঙ্গপুর। চারপাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড় আর শহরের মাঝখানে এক সরু নদী, সবুজের সমারোহে ঢাকা ছোট্ট একটি শহর।

মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র মেয়ে রুহি , বাবার ব্যবসা, মা একজন স্কুল শিক্ষিকা। আজ রুহি পাঁচ বছরে পা দিলো। অন্যদিন মায়ের এই সকালে ডেকে তোলা, তাড়া দিয়ে স্নান করানো, খাওয়া সবকিছু একদম ভালো লাগে না তার। কিন্তু আজ তো জন্মদিনের সকাল, তাই মায়ের ডাকে ঘুম থেকে উঠেই জড়িয়ে ধরলো মায়ের গলা।

ওর মা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন,"হয়েছে, আর আদর করতে হবে না। অন্যদিন তো বলিস, তুমি সারাক্ষণ আমার পেছনে লেগে থাকো; আর আজ!"

রুহি বললো, "অন্য দিন ভালো লাগেনা, আজ তো জন্মদিন।"

সময়ের প্রবহমানতায় এইভাবেই মায়ের স্নেহছায়ায় রুহির দিন কাটছিলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন রুহি যখন সাত বছরের; জানতে পারলো মা আর কোনোদিন কথা বলবেন না। তিনি চলে গেছেন। ও তখন এতটাই ছোট, যে এই 'চলে যাওয়া' শব্দের গভীরতা বুঝতে পারেনি। কিন্তু রুহি মায়ের কথা শোনার জন্য হাঁপিয়ে উঠলো। মায়ের ডাক ছিল এক সুরময় বাঁশির মতো, যা তাকে বারবার টেনে নিয়ে আসতো খেলাঘর থেকে পড়ার টেবিলে। তাঁর সেই 'আয়, খেয়ে নে'রা বা 'সময়মতো পড়া শেষ করিস' বলা—আজও রুহির কাছে প্রতিধ্বনির মতো ফিরে আসে। মায়ের গলা ছিল নরম অথচ দৃঢ়, প্রতিটি শব্দের মধ্যে ছিল এক অদৃশ্য প্রশ্রয়।

রুহি এতটাই ছোট যে মায়ের মুখের ছবি তার স্মৃতিতে ঝাপসা। কোন অ্যালবামে ধুলো পড়া ফ্রেমবন্দি ছবিও নেই। অথচ, মায়ের কণ্ঠস্বর যেন বাতাসে লেগে আছে—মনের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি মুহূর্তে। কখনো তো তাঁর মুখের দিকে এতো মনোযোগ দিয়ে তাকায়নি, শুধু ছিল এক মিষ্টি গন্ধ ও অতি পরিচিত প্রশ্রয়ের কণ্ঠস্বর - এইটুকুই ছিল রুহির কাছে তার মায়ের পরিচয়। কণ্ঠস্বরটা যেন ছিল এক অদৃশ্য আলিঙ্গন, রুহি তা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। বাবার কাছ থেকে রুহি জানতে পারলো, ছবির মধ্যে কোনদিন বাঁধা পড়তে চায়নি সে। ওর অস্তিত্বটুকু নিয়েই আমাদের মধ্যে ছিল।

এভাবেই বুকের ভেতরে চাপা কান্না নিয়ে রুহির দিন কাটছিলো। একদিন, বৃষ্টিভেজা বিকেলে রুহি খুঁজে পায় একটি ছোট্ট টেপ রেকর্ডার সাথে একটি নোটবুক। নোটবুকে লিপিবদ্ধ করা আছে ওর মায়ের কিছু কবিতা, গান এবং জীবন সম্পর্কে ভাবনা। রুহির মনে পড়লো এক ছুটির সকালে ওর মা যখন ওকে পড়াশোনা, খাওয়া দাওয়া নিয়ে বারবার বলে যাচ্ছেন; রুহি তখন ওই রেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়ে চুপিচুপি মায়ের কথাগুলো রেকর্ড করে নিয়েছিল। মনে পড়তেই রুহি রেকর্ডটা চালিয়ে দিলো। ভেসে এলো তার মায়ের কণ্ঠ, "রুহি, মা তোমাকে খুব ভালোবাসে। আজ আমার কথাগুলো তোমার খারাপ লাগছে, একদিন বুঝতে পারবে কেন আমি তোমাকে এভাবে বলতাম। সবসময় নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। ভয় পেয়ো না, এগিয়ে চলো।"

এই কণ্ঠস্বর ছিল উষ্ণ, স্নেহময় এবং জীবনের প্রতি আশাবাদী। রুহির মায়ের নোটবুকে লেখা ছিল, "জীবন কুয়াশার মতো, একসময় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু মানবতা চিরকাল থেকে যাবে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তোমার জীবনের আলোকবর্তিকা হোক।"

মায়ের কণ্ঠস্বর ও লেখাগুলো রুহির জীবনে একমাত্র অনুপ্রেরণা হয়ে উঠলো। পরবর্তীতে এই অনুপ্রেরণা নিয়েই রুহি বড়ো হয়ে উঠে। চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সে ফিরে আসে বাবার কাছে; আর তার সেই কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ি শহর শৃঙ্গপুরে; যেখানে শীতের কুয়াশাকে সে তার মায়ের ভালোবাসার প্রতীক মনে করে। এখানে সে গড়ে তোলে হাসপাতাল ও পাহাড়ি অঞ্চলের সবার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে।

কিন্তু বৃষ্টি ভেজা কোন রাতে মনে পড়ে মা যেমন হাত বাড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ডাকতেন, ঠিক তেমনি সেই বৃষ্টি তাকে মায়ের স্মৃতির জলধারায় ভিজিয়ে দিচ্ছে। রাতের আকাশে তারা ঝিকমিক করে, আর মনে হয় মা তার চিরচেনা কণ্ঠে ফিসফিস করে বলছেন, "আমি তো আছি, তুই ভয় পাস না।"

গভীর পাহাড়ি জঙ্গলের নিস্তব্ধতায়, যেখানে শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যায়, সেখানেও মায়ের কণ্ঠস্বর যেন ধ্বনিত হয়।তাঁর প্রতিটি শব্দের মধ্যে যে ভালোবাসা লুকানো ছিল, তা প্রকৃতির প্রতিটি দোলায়, প্রতিটি গন্ধে বারবার রুহির কাছে ফিরে আসে।মনের গভীরে অনুভব করে, মা কোথাও হারিয়ে যাননি। তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন। মায়ের ছবির অভাব অনুভব হয়, কিন্তু কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব যেন তার চারপাশে এক অনন্ত সুরমালা হয়ে বাজে। ধীরে ধীরে প্রকৃতি ও মায়ের সত্তায় সে নিজেকে একাত্ম করে নেয়।

অনেকদিন পর বাবাকে সাথে নিয়ে গোধূলির রক্তিম আভায় রুহি পাহাড়ের ঝর্ণার পাশে এসে বসলো। তারপর বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে উদাত্ত কণ্ঠের উচ্চারণ ছড়িয়ে দিলো প্রকৃতির বুকে -

"মাকে আমার পড়ে না মনে।
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।......"

www.banglabosoti.com
এ মাটি আমার,
এ জমিন আমার...
Bangla Bosoti
বাংলা বসতি
Hotline +88 09644100800
For Details Please Call
+88 01321100800, +88 01708152444-7
Corporate Office: 49, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1205, Sales Office: Axis Delvista (3rd Floor), 7/1, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. E-mail : info@banglabosoti.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

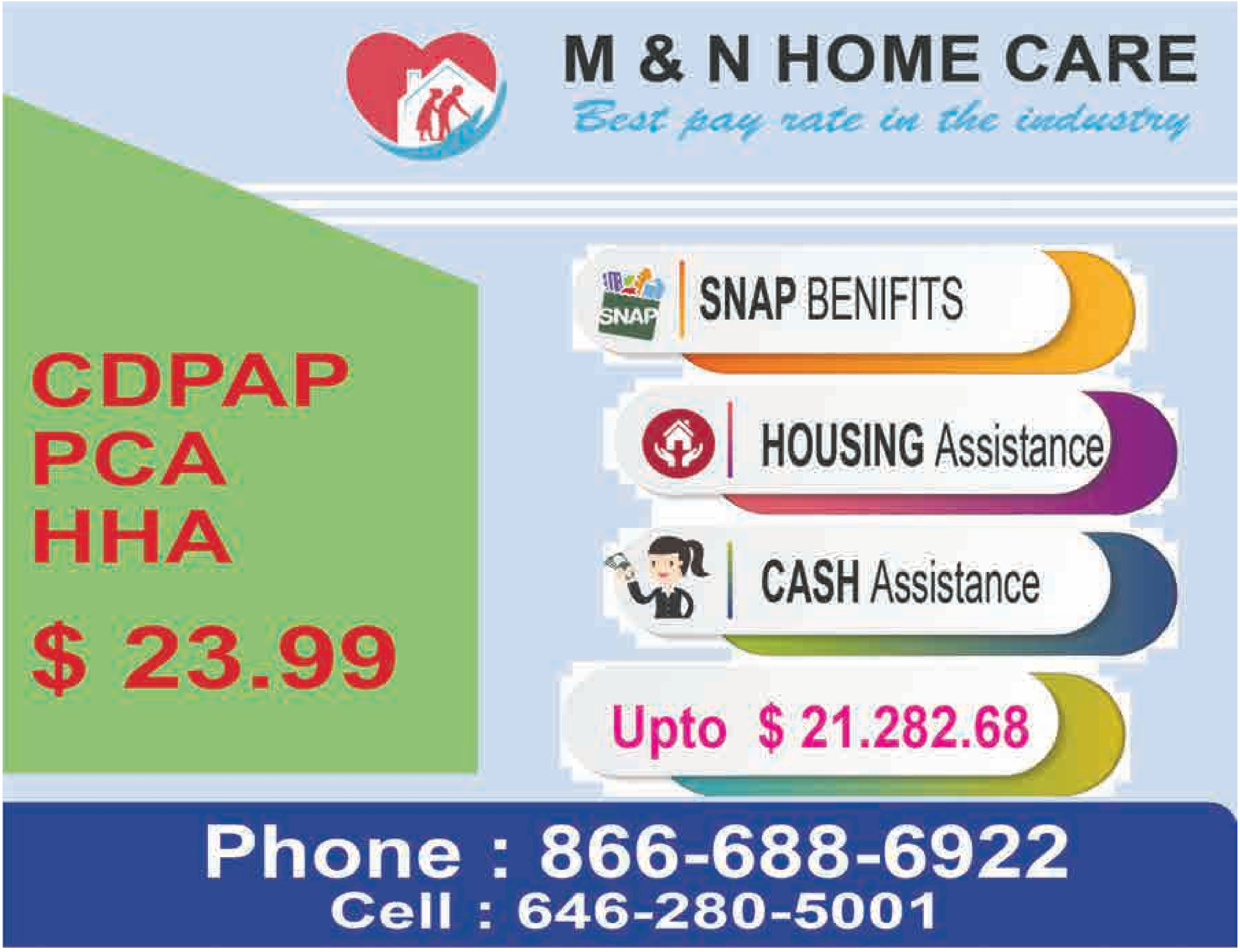
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

FREE
Accident
Consulation

TOP 10
PERSONAL INJURY
LAW FIRM
2022

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!

718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
12 December 2024, Thursday, Issue 404
১২ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি আয়োজিত মত বিনিময় সভা

নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তায় আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত

এরিক অ্যাডামস্ বললেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অ্যাডামস্ প্রসাশন তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে বদ্ধপরিপকর। দায়িত্বের প্রথম দিন থেকেই প্রশাসনটি নিউইয়র্ক সিটিকে আরও নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসন এ সপ্তাহে 'সেইফার টুগেদার: দ্যা অ্যাডামস্ এডমিনিস্ট্রেশন'স অ্যাপ্রোচ টু কমিউনিটি-ড্রাইবেন পাবলিক সেইফটি' শীর্ষক একটি পাবলিক সেইফটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যায়, প্রশাসনটির নিরাপত্তা কৌশল কার্যকর হয়েছে। পুরো সিটিতে অপরাধ কমেছে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্সের অনন্য উদ্যোগ

বয়লার রিপ্লেস হবে স্বল্প খরচে, কমবে বিলও

উত্তর আমেরিকা অফিস

তোফায়েল চৌধুরী

নিউইয়র্ক স্টেটে শীতকালে বাড়ি গরম রাখার খরচ কমানোর জন্য নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হোকুল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এই প্যাকেজের মাধ্যমে নিউইয়র্ক স্টেট হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম নামে একটি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স এ প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্ত হতে সহায়তা করছে।

গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্সের সত্ত্বাধিকারী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিবিদ তোফায়েল চৌধুরী জানান, সরকারের এই পদক্ষেপটি সত্যিই প্রশংসনীয়। এই প্রোগ্রাম সর্ম্পকে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি অনেকেই জানেন না। আমরা এই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত। আমরা চেষ্টা করছি প্রবাসীদের বাংলাদেশিদের পাশে দাড়াঁতে। এবং সবোর্চ্চ সহযোগিতা করতে। এ ব্যাপারে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন পড়লে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা নিউইয়র্ক স্টেট হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামে ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত রিবেট দিয়ে থাকি।

জানা গেছে, হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ খরচ কমাতে সহায়তা করা হয়। ফেডারেল অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহক এককালীন ৯৯৬ ডলার পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারবেন। বিশেষত শীতকালে বাসা গরম রাখা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকা পরিবারগুলোর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

এ বিষয়ে নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, নিউইয়র্কবাসীর আর্থিক চাপ কমানোর পাশাপাশি বাড়ি গরম রাখার জন্য খাবার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে আপস করতে হবে না। এই প্রোগ্রামটি গরম রাখার খরচ কমাবে এবং এটি পরিবারের জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। তিনি আরো বলেন, এই পদক্ষেপটি রাজ্যের বাসিন্দাদের শীতকালীন ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে কাজ করবে।

কোন পরিবারে যদি ছয় বছরের কম বয়সী শিশু, ৬০ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ ব্যক্তি অথবা স্থায়ীভাবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বাংলাদেশ-ভারত দ্বন্দ্ব মেটানোর আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

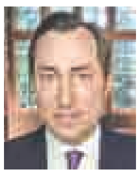

ম্যাথিউ মিলার

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যদি কোনো দ্বন্দ্ব থেকে থাকে, তা উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ আহ্বান জানান দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

মিলারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। ভারতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক

মিশনে সহিংস হামলার ঘটনায় বাংলাদেশ ও ভারত উদ্বেগও জানিয়েছে। এ বিষয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে কি না? এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রতি আক্রমণাত্মক বক্তব্যও বাড়ছে। এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য আছে কি না?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, 'আমরা চাই, সব পক্ষ তাদের মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিক।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

বাংলাদেশ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহতে প্রবাসীরা সজাগ থাকুন

নিউইয়র্কে ফজলুল হক

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসীরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এ জন্য তিনি দলের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহতে প্রবাসীরা ঐক্যবদ্ধ ও সজাগ থাকতে আহবান জানিয়েছেন, নব্বই এর স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের তুখোড় ছাত্রনেতা এ কে এম ফজলুল হক মিলন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গাজীপুর জেলা সভাপতি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক সাংসদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি জনাব এ কে এম ফজলুল হক মিলনের আগমনে নিউ ইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়।

গণতন্ত্র দিবসে আয়োজিত মত বিনিময় সভার মধ্যমনি এ কে এম ফজলুল হক মিলন বলেন, আজ আমি আপনাদের সামনে ৬ ডিসেম্বর গণতন্ত্র দিবসে, ১৯৯০ সালের এই দিনে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। দীর্ঘ ৯ বছরের এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকায় ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আর আপোষহীন ছিলেন আমাদের নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

সেই গণতন্ত্রের আন্দোলনের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন ২০২৪ এর এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, যা আরেকটি স্বৈরাচার বিরোধী গণ আন্দোলনে রূপ নেয়, আর ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে যায়।

তিনি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বিগত ১৬ বছরের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীরা জেল-জুলুম, গুম-খুন নির্যাতন সহ্য করে চালিয়ে আসছিল, এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন বহু তাজা প্রাণের বিনিময়ে তার একটি সফল পরিণতি টেনেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

প্রহ্লাদ আয়াঙ্গার

ফিলিস্তিন নিয়ে প্রবন্ধ রচনা

পিএইচডি শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করল এমআইটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রবন্ধ রচনা করে বহিষ্কার হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক পিএইচডি শিক্ষার্থী। এমনকি তাঁর পাঁচ বছরের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ফেলোশিপও বাতিল করা হয়েছে।

ফিলিস্তিন নিয়ে প্রবন্ধ লিখে সহিংসতা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন—এমন অভিযোগে প্রহ্লাদ আয়াঙ্গার নামে ওই শিক্ষার্থীর এমআইটিতে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com